Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রপন্ন-পথিক

(প্রথম ভাগ—ভক্তিপথ)

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রপন্ন-পথিক

(প্রথমভাগ—ভক্তিপথ)

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
সীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা-৩৫

মুদ্রাকর :
শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলনমঠ, কলিকাতা-৩৫

প্রথম সংস্করণ ১৩৬৪ (অক্ষয়তৃতীয়া)
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭৮ (শ্রীরাসপূর্ণিমা)

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥
১। ৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫
২। দেবযান-কার্য্যালয়, পোঃ মগরা (হুগলী)
৩। মহামিলন মঠ, কলিকাতা—৩৫
৪। ব্রজনাথনিকেতন, ডুমুরদহ, হুগলী
৫। মহেশ লাইব্রেরী—কলিকাতা-১২

মূল্য—একটাকা পঁচিশ পয়সা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/113

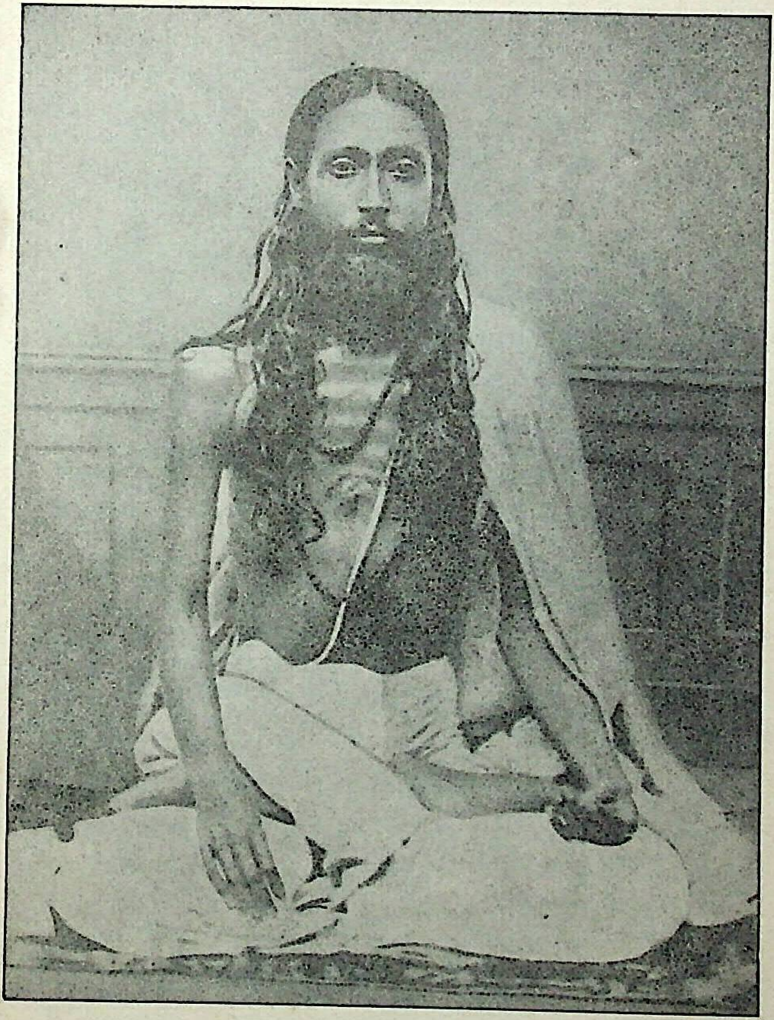

শ্রীগুরুদেব ৺দাশরথি দেব যোগেশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥|॥৩

প্রকাশকের নিবেদন

প্রপন্ন-পথিকের প্রকাশকের নিবেদন লিখিবার ক্ষমতা আমার নাই। তথাপি প্রথা আমাকে এই কাজে বাধ্য করিতেছে।

শরণাগতির মাধ্যমে প্রপন্ন-ভক্ত যে কি ভাবে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীগীতায়ও চরম উপদেশ—'মামেকং শরণং ব্রজ' যদি কিছুই না পার তাহা হইলে আমার শরণাপন্ন হও। ইহার কথা যেন সকল ভক্তের প্রাণের কথা। এমন মরমী ভাবাসম্পন্ন গ্রন্থ বর্ত্তমানে নাই এবং ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। এই গ্রন্থের চাহিদাও ছিল বিপুল, কিন্তু ২য় সংস্করণ ছাপিতে নানাকারণে বহু বিলম্ব হইয়াছে। অধ্যাত্মপথের পথিক ইহা পাঠ করিতে করিতে ভাব-সাগরে ডুবিয়া যাইবেন। এই অতুলনীয় গ্রন্থের পাঠ শেষ না করিয়া পাঠক কিছুতেই ছাড়িতে পারিবেন না।

প্রথম সংস্করণ ঝটিতি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণও যে সর্ব্বত্র আদৃত হইবে তাহাও নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমানে ছাপার খরচ ও কাগজের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও গ্রন্থের মূল্য কমই রাখা হইয়াছে। কারণ লাভ লক্ষ্য নহে; সদ্‌গ্রন্থের প্রচারই লক্ষ্য। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি একজন মনীষী, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিও তাঁহার অনন্যা ভক্তি বিদ্যমান।

এই অমূল্যগ্রন্থের সমুদয় ব্যয় বহন করিয়াছেন বাঁশবেড়িয়া-খামারপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা—তিনি তাঁহাকে অনাবিল শান্তি ও পরমানন্দ দান করুন।

বিনীত
প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী তাঁহার অপরিসীম শাস্ত্রজ্ঞান এবং অতুলনীয় ভগবৎপ্রেম ও ভক্তির মহিমায় আজ সুধীসমাজে সুপরিচিত। ইতিপূর্বে তিনি যে সকল অতি মূল্যবান্ ও উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকটিতে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় দেখা গিয়াছে। বলা বাহুল্য, অধুনা প্রকাশিত তাঁহার "প্রপন্ন-পথিক" নামক গ্রন্থেও চিত্তপ্রমাদক সমন্বয়ের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সংসার-পথের যাত্রীদের পক্ষে ভগবৎপ্রপত্তি বা শরণাগতিই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির ও পরম শ্রেয়োলাভের উপায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও এই প্রপত্তি-ধর্মের কথা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ সমবেত স্বজনবর্গকে দেখিয়া ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ অর্জুন শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি
মাং ত্বাং প্রপন্নম্" ॥

অর্জুনের এই আর্তিপ্রকাশে কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীভগবান্ বিবিধ ধর্মের উপদেশপূর্বক বলিয়াছিলেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥"
"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥"

শ্রীভগবানের এই আশ্বাসবাক্য অর্জুনের মনের কালিমা অপসারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তাঁহার চিত্তকে ভগবদ্ভক্তি-আপ্লুত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রপন্নশিষ্য অর্জুনের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া শ্রীভগবান্ বিশ্বরূপ প্রদর্শন ও রাজগুহ্যযোগের উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥"

পরম কল্যাণভাজন অর্জুন শ্রীভগবানের অতি প্রিয়জন। তাই পরক্ষণেই আবার তিনি অর্জুনের হিতের জন্য সর্বগুহ্যতম কথা বলিলেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

বাস্তবিক পক্ষে ভগবৎপ্রপত্তিই শ্রেষ্ঠধর্ম। পূর্ণপ্রপত্তি ব্যতীত ভগবৎপ্রসাদ লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। আবার ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত পরাশান্তি ও শাশ্বত স্থানলাভের আশা সুদূরপরাহত। সুতরাং প্রকৃত প্রপন্নের নিকট অন্যধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা কোথায়? পরমকল্যাণের হেতু এই প্রপত্তির মূলে রহিয়াছে সামগ্রিকী ভাবশুদ্ধি এবং প্রগাঢ়প্রেম ও বিশ্বাস, যাহা বিষয়-বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা দেহী, ত্রিগুণের প্রভাবাধীন। গুণপ্রভাবে আমাদিগকে কর্ম করিতেই হইবে, আবার কর্মের বন্ধন এড়াইবার পথে "এক ঈশ্বরে" প্রপত্তিই শ্রেষ্ঠ উপায়। এখন প্রশ্ন, সেই "এক ঈশ্বর" কে, যিনি মায়াদ্বারা সমস্তজীবকে যন্ত্রবৎ চালিত করেন? তাঁহার স্থান কোথায়? তাঁহার মায়া কি বস্তু, আর তাঁহার স্বরূপই বা কি? এখানেই আসে জীবতত্ত্ব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুতত্ত্ব ও ওঙ্কারতত্ত্ব আলোচনার অবকাশ। শ্রেয়স্কামী সাধকের পথে এইরূপ পারম্পর্য্যক্রমে যে সব অবস্থা ও সমস্যা অনিবার্য্যভাবে উপস্থিত হয় বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই সকলের বিচার ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত সরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় করা হইয়াছে। বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি হইতে অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ বচনের উদ্ধার ও ব্যাখ্যা দ্বারা গ্রন্থের গুরুত্ব সমধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় জ্ঞানী, প্রেমিক ও ভক্ত—সর্ববিধ সাধকের পক্ষেই যে এই গ্রন্থমালা পরম উপাদেয় ও কল্যাণকর হইবে ইহা নিশ্চিত। যাঁহারা জ্ঞান, প্রেম বা ভক্তিপথের পথিক, যাঁহারা ভগবৎপ্রপত্তি দ্বারা তৎপ্রসাদলাভের অভিলাষী, শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীকৃত এই "প্রপন্ন-পথিক" তাঁহাদের শ্রেয়োলাভে পরম সহায়ক হইবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, অহঙ্কারাচ্ছন্ন জীবের মুক্তিপথ প্রদর্শন করেন সন্ধানী গুরু। "গুরু" শব্দের সাধারণ অর্থ "ভারী"। বিশুদ্ধচিত্তে ভগবজ্ জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির উদয়ে যিনি গুরুত্ব লাভ করিয়া উপযুক্ত উপদেশ দানে মুমুক্ষু শিষ্যের মনে স্থায়ী রেখাপাত করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত গুরু। সর্ববিধ গুরুজ্ঞানেভূষিত মহাজ্ঞানী, প্রেমিক ও ভক্ত শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথজীর কথামৃত ভগবৎপ্রসাদাভিলাষীর হৃদয়েও স্থায়ী রেখাপাত করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী দেবশর্ম্মা
এম্. এ., পি. এইচ্. ডি
অধ্যক্ষ,
রাজকীয় সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥|॥३

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

প্রপন্ন পথিক

তুমি এস!

ওগো আমার দেবতা, ওগো আমার সর্ব্বস্বের সর্ব্বস্ব; তুমি এস। একবার এস, একবার স্পর্শ কর, একবার কথা কও। আহা তোমার কথা বড় মিষ্টি, বড় আশ্বাসপ্রদ, তোমার কথা শুন্‌লে আমি সব ভুলে যাই, কথা কও কথা কও। এখানে ত আর কেউ নেই, তুমি আর আমি, কও—কথা কও। জানি আমি কত ক্ষুদ্র, কত নীচ, কত অধম, কত পাপী। তুমি কত 'মহতো মহীয়ান্' তাও জানি, তথাপি তোমায় চাই। তোমায় চাওয়া কি আমার খুব অন্যায়? আমার কি তোমায় চাইতে নেই? আমি কামিনী কাঞ্চন লুব্ধ ঘৃণ্য পাতকী,— তোমায় পাবার আশা কি আমায় করতে নেই? বল—বল।

বল্‌বে না? তা বল্‌বে কেন! আমি যদি ভক্ত হ'তাম তাহলে তুমি কথা কইতে, কাছে আস্‌তে। আমি তো ভক্ত নই। তাই কাছে আসনা; কথা কওনা; একবার ফিরে চাওনা। দেখ শরীরটা, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে; চোখে জল আস্‌ছে এই কি তোমার পরশ? বলনা এ পরশ তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিনা ;—বল্‌বে না ! তা বল্‌বে কেন—আমায় বল্‌বে কেন ? দেখ—কি জানি কি কর্ম্ম দোষে মনটা মাঝে মাঝে কেমন হয়ে যায়। সে যেন অবশভাবে বিষয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে, কিন্তু তুমি ত অন্তর্য্যামী, তোমার কাছেত কিছু গোপন করা চলে না, তুমিত সব জানো, তুমিই বল আমি কি তোমায় চাইনা ? সত্যই আমি তোমায় চাই। তবে পাইনা। যে পাওয়ায় আর চাওয়া থাকেনা, এমন ভাবে পাইনা। এই যে তোমায় পাওয়া তা তো, আমার দিক দিয়ে হবে না। পাওয়াটা তোমার অধীন। তুমি যাকে প্রাপ্ত হও, সেই তোমায় পায়। তোমায় কেউ কোন উপায়ে পেতে পারে না, যতক্ষণ তুমি তাকে গ্রহণ না কর ; আমায় তুমি নাও, আমায় গ্রহণ কর, আমায় প্রাপ্ত হও।

আচ্ছা একটা কথা কইতে কি নেই ? কেন নেই ; কেন কথা কবে না ? বলনা ; কথা কওনা, সত্যি তোমার ধৈর্য্যকে ধন্যবাদ ! এত করে সাধাসাধি কচ্ছি, একটা কথাও কইতে পারনা ? আচ্ছা চুপ করেই থাক। আমি বলি, তুমি শোন। না শুনে'তো থাক্‌তে পারবে না। দশদিক্ তোমার কাণ, যা বল্‌বো তা তোমাকে শুনতে হবেই। শুধু তা নয় ; তুমি আবার অন্তরে থাকো ; বল্‌বার আগেই মনের কথা জানতে পারো। তবু বলি, দেখ তোমায় একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। আমার মাকে বামে নিয়ে, ধনুর্ব্বাণ হাতে করে, আস্‌বে। আমি তোমায় দেখ্‌বো ; সাজাবো ; পূজো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করব ; কথা কব ; এ ইচ্ছা কি পূর্ণ হবে না ? আমি তোমায় কি দেখ্‌তে পাবনা ? বল—বল নীরব থেকো না। বল ? কথা কও।

থাকো, নীরবেই থাকো। তুমি অতি কঠিন, হৃদয়হীন, শঠ। তোমার আশ্রয় যে নিয়েছে, তাকেই কাঁদিয়েছ। যুগে যুগে ভক্তগণকে কাঁদাও। কাঁদানই তোমার স্বভাব। কৌশল্যা দশরথকে কাঁদিয়েছ। আমার মাকে সারাজীবন ধরে কাঁদিয়েছ ; তোমার গলায় মালা দিয়ে মা আমার সুখী হতে পারেন নি ; কেবল রাম রাম করে কেঁদে কেঁদে জীবনটা কাটিয়েছেন। তুমি এমন নিষ্ঠুর, এমন পাষাণ, একবার ফিরে চাওনি। আমার মার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছ ; অপর কেউ হলে তোমার নামও করতো না। কিন্তু মা আমার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রাম রাম করে কেঁদেছেন। জন্মে জন্মে তোমাকেই স্বামী রূপে পাবার প্রার্থনা করেছেন।

না না ; তুমি পাষাণ নও। তুমি ও আমার মাকে বিসর্জ্জন দিয়ে কত কেঁদেছ, সর্ব্বত্যাগী হয়েছো, তোমার ভালবাসার কি তুলনা আছে ? তোমার ভালবাসা বর্ণনা করবার শক্তি কারও নাই। তুমি, তোমার জীবকে বড় ভালবাস। দেখ ? না বুঝে অনেক সময় তোমাকে অনেক কথা বলি, রাগ করো না। দেখ, দ্বাপর যুগে যখন এসেছিলে, তখন হৃদয় খানি কি কঠিন করে এনেছিলে ? সে হৃদয়ের কাছে প্রস্তর, লৌহ, বজ্র ও পরাস্ত হয়, কেবল কাঁদিয়েছ। কংসের কারাগারে তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা-মাতার ক্রন্দনে তোমার আগমনের অধিবাস হয়েছে। তারপর ব্রজে গিয়ে কত খেলা খেলে, মথুরায় এসে রাজা হয়েছো, নন্দকে বিদায় দিয়েছ। চোখের জলে নন্দ মথুরা হতে ফিরে যাবার সময় পথ দেখ্‌তে পাননি। তুমি এমনি নিষ্ঠুর, একবার ফিরে চাওনি; একটা মুখের কথা বলনি। তারপর যশোমতী! আহা! মা—আমার, গোপাল ছাড়া আর কিছু জানতেন্ না। শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, গমনে, গোপাল গোপাল করে পাগলিনী। সেই তোমার জন্য সবহারান উন্মাদিনীকে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে অন্ধ করেছ!

তারপর ব্রজগোপিনী! আহা! তাঁরা, তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী; পতি-পুত্র, গৃহ-দ্বার, আত্মীয়-স্বজন, সকলকে ত্যাগ করে তোমায় বড় ভালবেসেছিলেন। তোমার বাঁশী শুনে গভীর নিশীথে তাঁরা একাকিনী যমুনা পুলিনে, কদম্বের বনে ছুটে যেতেন; ঘোর অন্ধকারে মানুষ দেখা যায় না; শ্রাবণের রাতি ঝরঝর করে বাদল ঝর্‌ছে; অতি পিছল পথ; নিষ্ঠুর! কপট কানু! তুমি বাঁশী বাজিয়েছ, আর কুলবালা আকুল হয়ে গৃহদ্বার—এমন কি জীবনের মমতা পর্য্যন্ত ত্যাগ করে তোমার কাছে ছুটেছেন। কি অপরিসীম ভালবাসা তাঁদের। প্রেমের তুলনা দিতে হলে, গোপী প্রেমের সঙ্গেই দিতে হয়। সেই ভালবাসা পায়ে করে দলেছ! বল প্রিয়তম! এ করুণা, না নিষ্ঠুরতা?

তারপর শ্রীমতী! কি অসীম, অগাধ, অফুরন্ত, ভালবাসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর। রাধা যখন তোমায় চোখে দেখেননি, শুধু নাম—শ্যাম এই নাম শুনেছিলেন—তোমার মন মাতান সেই শ্যাম নাম কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে রাধার সব কেড়ে নিয়েছিল—তোমার শ্যাম নাম রাধার মরমে মরমে অঙ্কিত হয়েছিল। রাধার অস্থি, মজ্জা, রক্তে, মাংসে, ভিতরে, বাইরে, সর্ব্বত্র শ্যাম নাম আঁকা হয়ে গিয়েছিল। অবিরত নাম জপ্‌তে জপ্‌তে, রাধার শরীর অবশ—

তাই শ্রীমতী বলেছিলেন—

'নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।'

রাধাকে অঙ্গের পরশ দিয়ে, মনপ্রাণ সব কেড়ে নিয়ে, নিষ্ঠুর! কপট! মথুরায় পালিয়ে গিয়েছিলে। রাধা শ্যাম-বিরহে উন্মাদিনী হয়ে, হা শ্যাম! হা শ্যাম! রবে ব্রজে কেঁদে কেঁদে শতবর্ষ যাপন করেছেন। তাঁর ক্রন্দনে ব্রজের পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, পর্য্যন্ত কেঁদেছে। আর তুমি একবার আসনি; একবার ফিরে চাওনি; একবার একটা সংবাদ পর্য্যন্ত দেবার অবকাশ পাওনি। কতদিন পরে একবার উদ্ধবকে পাঠিয়েছো। নিষ্ঠুর বল্লে তোমার স্তব করা হয়। অতিমহানিষ্ঠুর বল্লেও ঠিক বলা হয় না।

তোমার সঙ্গে প্রেম করা; আর নয়ন জলকে বরণ করে লওয়া এক কথা। যে তোমায় ভালবেসেছে, সেই কেঁদেছে। একটু আধটু কান্না নয়, অবিরাম, দিবা রাত্রি। কাঁদাতে তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালবাস ? আচ্ছা চোখের জল—তুমি খুব ভালবাস নয় ? চোখের জল দেখ্‌লে, তোমার বড় আনন্দ হয়, কেমন ? মনে হয়, চতুঃষষ্টি উপচারে, পঞ্চাশব্যঞ্জনে, বাহান্ন ভোগে, রজত-কাঞ্চন, মণি-মুক্তায়, তুমি তত প্রীত হওনা, যত প্রীত হও চোখের জলে।

বেশ, তুমি যদি চোখের জলই ভালবাস—আমি চোখের জল দিয়েই তোমায় পূজা করবো। এস, তুমি আমার সুমুখে দাঁড়াও। আমি চোখের জল দিয়েই তোমার পা দুখানি ধুয়ে দিই।

কৈ, এলেনা! তোমার পায়ে, চোখের জল ঢাল্‌তে পারবো না মনে করছ ? না গো! খুব পারব ; খুব কাঁদবো ; তুমি এস।

তোমাকে তো আস্‌তে বলছি, ডাক্‌ছি, কিন্তু তুমি কেন আস্‌বে ?—যে ভালবাসে, তুমি তার কাছে যাও। আমি তোমায় ভালবাসি না, কেন তুমি আমার কাছে আস্‌বে ? ভালবাসার অভিনয় করে অপরকে ভোলান যেতে পারে। কিন্তু কপট ভালবাসায় তুমি ত ভোল না। তোমাকে ভোলাতে হলে, চাই অকৃত্রিম, অহৈতুকী ভালবাসা। তা তো আমার নাই। আমি যে তোমায় একটুও ভালবাসতে পারিনি। তোমায় ভালবাস্‌লে, আর কিছু ভাল লাগ্‌বে না। 'অবসব বিষসম লাগই' এই অবস্থা হয়। কিন্তু, তাতো আমার হয়নি। এখন যে রসের সঙ্গে রূপরসাদি বিষয় ভোগ করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখনও যে রমণীকে রমণী, বলেই দেখি। এখনতো, যেখানে যেখানে নেত্র পড়ে, সেখানে সেখানে তোমার রূপ স্ফুরিত হয় না। এখনও তো প্রিয়-অঙ্গ স্পর্শের মোহ যায়নি। সে-জন্য তুমি আসনা? অলক্ষিতে এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাও?

হ্যাঁ, আমার দিকে চাইলে, আমি আমার সবটাই দোষ দেখছি। এত দোষ যার, সে ত তোমার কৃপা পেতে পারে না। তবু কেন আমার মন তোমার দিকে যায়? জানি অধম পাতকী আমি, তোমায় পাব না; তথাপি কেন মনকে নিবারণ করতে পারি না? মন কেবল ছুটে ছুটে তোমার কাছে যেতে চায়। তুমি শরতের অকলঙ্ক পূর্ণ শশধর! আর আমি ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশার গাঢ় অন্ধকার! আমার এ দুরাশা কেন?

কেন যে তা বুঝি না, তবু চাই তোমাকে। শুনেছি, পরশমণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়, আগুনের স্পর্শে কয়লার ময়লা দূরে যায়।—

হে আমার পরশমণি! আমি লৌহ হতেও কঠিন। তবু তুমি একবার স্পর্শ কর। আমার কাঠিন্য, আমার দোষ, বিন্দুমাত্র থাকবে না আমি সোনা হয়ে যাবো।

আমি কয়লা হতেও মলিন একথা খুব সত্য। হে অগ্নির অগ্নি! তুমি আমায় স্পর্শ কর। নিমিষে এ মালিন্য কোথায় চলে যাবে, বিন্দুমাত্রও মালিন্য থাক্‌বে না! আমি সুনির্ম্মল হয়ে যাবো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহলে কি না হয়। একবার ইচ্ছা কর—আমায় তোমার করে নেবার ইচ্ছা কর। আমার বড় ইচ্ছা হয়, তোমার হয়ে যাই, কিন্তু পারি না—তোমার হতে পারি না। তোমার অনিচ্ছাই আমাকে তোমার হতে দেয় না। কখন মনে হয়, আমার কর্ম্ম আমাকে টেনে আনে। তাই কি? কর্ম্মের এমন শক্তি নাই যে, তোমার ইচ্ছার গতি রোধ করতে পারে,—তুমি ইচ্ছা কর না তাই আমি তোমায় পাই না,—তোমার হতে পারি না। তুমি যে মুহূর্ত্তে ইচ্ছা প্রকাশ করবে তৎক্ষণাৎ আমার সব বাধা বিঘ্ন দূরে যাবে; আমি তোমার হয়ে যাবো।

দোহাই তোমায়, পায়ে পড়ি তোমার; একবার ইচ্ছা কর, আমায় তোমার করে নাও।

আচ্ছা, আমি যে ক্রমান্বয়ে বলে যাচ্ছি, কৈ! তুমি তো ভুলেও একটা কথা কইছ না? তা কবে কেন? আমার সঙ্গে কথা কবে কেন? আচ্ছা! কথা কয়ো না। হরি হরি—কার উপরই বা অভিমান কচ্ছি। আমি অভিমান কল্লে তোমার ক্ষতিই বা কি? তোমার প্রিয়জন যদি তোমার উপর অভিমান কর্‌তো, তা হলে তুমি স্থির থাক্‌তে পারতে না। আমি তো তোমার প্রিয় নই! আমার অভিমানে তোমার কি ক্ষতি হবে?

সাধুগণের মুখে শুনেছি, মন যখন তোমায় স্পর্শ করে, তখন শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নেত্রে জল আসে; এরূপ তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার অনেক সময় হয়। মন যদি তোমায় স্পর্শ করে, তবে কেন আবার ফিরে এসে হাহাকার কর্‌তে থাকে? অপূর্ব্ব এ মনের রঙ্গ! কখন দেবতা, কখন নারকী। মনটা যখন তোমার কাছে থাকে, তখন সে বড় ভাল থাকে; অভাব অভিযোগ কামনা কিছুই থাকে না। যখন তোমার কাছ থেকে চলে আসে, তখন বানরের মত, এডাল থেকে ওডালে লাফালাফি করে, তার দুষ্টামির জ্বালায় অস্থির করে দেয়। তোমায় একটি কাজ কর্‌তে হবে। আমার মনকে তোমায় ধরে রাখতে হবে। এবার যখন আমার মন তোমার কাছে যাবে, তখন আর মনকে ছেড় না, পারবে না? এটুকু করতে পারবে না? মন যদি তোমার কাছে বাঁধা থাকে, তাহলে আর ভাবনা কি? মনই তো যত উৎপাত করে। শুনেছি এ জগৎটা মনঃ-কল্পিত। এত বড় জগৎ যে কল্পনা ক'রে সত্যের মত দেখাচ্ছে, সে তো বড় সহজ নয়! তাকে আয়ত্ত কর্‌তে পারি—এ সামর্থ্য আমার নাই। মনের সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে —হবেই। তুমি ছাড়া আর আমার গত্যন্তর নাই। তাই তোমার চরণে শরণ নিলাম। তুমি আমার মন নাও। আরও শুনেছি, মনই মানুষের **বন্ধ ও মোক্ষের** কারণ। মনকে গলিয়ে ফেলতে না পারলে, **বন্ধ-মোক্ষের** হাত হতে কিছুতেই নিস্তার নাই। তাই মনকে গলাতে চাই, তুমিত মহাদ্রাবক! তুমি আমার মনটাকে গলিয়ে দাও। আমি তোমাতে মনকে ফেলে রাখবো। দেখো, যেন সে কোনরকমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার কাছ থেকে পালিয়ে আস্‌তে না পারে। দেখ, মনকে গলাবার একটা খুব ভাল উপায় আছে। তোমাকে একটু খাটতে হবে। মনতো বিষয়-দৃশ্য জগতের দিকে ছুটে পালাবে, যেমন পালাতে যাবে তুমি অমনি বিষয়কে আড়াল করে মনের সুমুখে দাঁড়িয়ো। সে যেদিকে ছুটবে, তুমি সেদিক আড়াল করে দাঁড়াবে। ক্রমে সকল রূপে, সকল রসে, সকল গন্ধে, সকল স্পর্শে, সকল শব্দে মন তোমার মধুময় স্পর্শ পেয়ে মেতে উঠবে। সে সব ভুলে গিয়ে তোমাতেই ডুবে থাকবে। এটুকু তুমি কি করতে পারবে না? বলো না? কথা কও না?

দেখ, তোমার এ উপেক্ষা আমি জীবনে ভুলবো না। সব মনে করে রাখলাম। যেদিন দেখা হবে, যেদিন তুমি আমার সঙ্গে আদর করে কথা কইতে আসবে, সেদিন যা অভিমান করব—তা মনেই আছে। আমি একবারে অটল, অচল, নিস্পন্দ হয়ে থাকবো। তুমি ডাক্‌বে, উত্তর দিব না। তুমি সাধবে, গম্ভীরভাবে বসে থাক্‌বো। যেন তুমি কে! তোমার সঙ্গে আমার মোটেই জানাশুনা নেই। সেদিন, সেদিন তুমি খুব জব্দ হবে! কেমন, শুনছ?—দূর তোর! এমন লোকের সঙ্গে মানুষ কথা কয়—না ভাব করে। নিবিড়-ঘন-গম্ভীর-শব্দ-রাশি, কখন আলো, কখন বিন্দু, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মতো স্পর্শ করছো। শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। ওগো ও নিষ্ঠুর! ওগো ও নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম! ওগো ও অরূপ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমায় কোথায় নিয়ে চলেছ ? অজানা অচেনা দেশে কোথায় যাবো ? কথা কবে না ? দেখা দেবে না ? তবু টেনে নিয়ে যাচ্ছ ? না আমি যাব না—তোমার সঙ্গে যাব না। তুমি চলে যাও ! যাও—চলে যাও ! তোমায় আমি চাই না ; আমি কোথাও যাবো না, এইখানেই থাকবো,—বেশ ত ! চাইনে বল্লেও ছাড়বে না—তথাপি টানবে ? না, আমি যাবো না,—তোমার সঙ্গে আমি কিছুতেই যাবো না। আমায় আর তুমি ছুঁয়ো না ;—আবার স্পর্শ করছ ! এ-তো বড় বিপদে ফেল্‌লে ; মাঝপথে এনে দেখাও দেবে না,—কথাও কবে না—ছেড়েও দেবে না—একি ব্যাপার ?

আহা ! আহা ! কি মধুর সব ভোলান তোমার স্পর্শ। আমি তোমার স্পর্শ পেলে সব ভুলে যাই। মনে হয় যেন এ স্পর্শ হতে ক্ষণমাত্র বঞ্চিত না হই। কিন্তু তা তো করো না—স্পর্শ করেই পালাও। আমার সব খাপছাড়া হয়ে যায়।

দেখ, তুমি যেন অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী একটি বিরাট সমুদ্র। আর সেই সমুদ্রের অতল-গর্ভে আমি বসে আছি। আমার ঊর্দ্ধে তুমি, অধে তুমি, সুমুখে তুমি, পশ্চাতে তুমি, ভিতরে তুমি, বাইরে তুমি, জমাট বাঁধা তুমির মধ্যে আমি যেন তোমার ধ্যান কচ্ছি। ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে— আর কিন্তু আমি বল্‌বো না।

সব তুমি। তবু তোমায় হারিয়ে ফেলি। কোথায় হারিয়ে ফেলি, তাতো বুঝি না ? তবু হারিয়ে যাও। তোমায় খুঁজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাই না। কেবল মাত্র তুমিই ছিলে, আছ, থাক্‌বে। আর কিছু নাই—এ তো জানি ; এ তো বুঝি, তথাপি হারাই। এ হারানোর জন্য দায়ী তুমি। দোষ তোমার। তুমিই তো খেলা করবার জন্য নানারকম রূপ ধরে এসে—সুমুখে দাঁড়াও। আর আমি তোমাকে ভুলে গিয়ে মাটী, জল, আগুন, বাতাস, আকাশ, মানুষ, গরু, ছাগল, বাঁদর, ঘোড়া, গাছপালা, লতা-পাতা কত কি দেখি। আর তুমি হাসতে আরম্ভ কর। হাসি আর ধরে না। আমি কানার মত হাতড়ে হাতড়ে বেড়াব, আর তুমি হেসে আকুল হবে? আচ্ছা, তোমায় আমি এইবার জব্দ করব। দেখবো, কেমন করে লুকিয়ে থাকো। আড়াল দিয়ে পালাও। সাজ পোষাক পরে আমাকে বড় ভুলিয়ে দাও।

ক্ষিতিরূপী হরি! তোমাকে প্রণাম ; জলরূপী রাম! তোমায় প্রণাম ; তেজোরূপী রাম! তোমায় প্রণাম ; বাতাসরূপী হরি! তোমায় প্রণাম ; আকাশরূপী হরি! তোমাকে প্রণাম করি। লুকোও? এবার কোথায় লুকোবে? শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তুমি! তোমায় প্রণাম ; শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ তুমি! তোমায় প্রণাম ; দিক্‌, বায়ু, সূর্য্য, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, প্রজাপতি তুমি, তোমায় প্রণাম ; তুমি প্রকৃতি, তুমি পুরুষ, তোমায় কোটি-কোটিবার প্রণাম ; মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার তুমি! তোমায় প্রণাম ; হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্ত, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, বিরাট, মহান্! তোমায় প্রণাম।

না, আর তোমার সঙ্গে কথা চলে না।

দেখ, শুনেছি—তুমি স্থূলরূপ ধারণ করে ভক্তগণকে দেখা দাও। অনেক ভক্ত তোমায় দেখে কৃতার্থ হয়েছেন। আমার একবার স্থূলরূপে দেখতে বড় ইচ্ছা করে। একবার দেখা দাও না। তবে আমি ত ভক্ত নই—একথা সত্য, তথাপি আমি তোমার নাম নিয়ে থাকবার চেষ্টা অনেক দিন থেকেই করছি। গত বৎসর থেকে তুমি আমার মন্ত্রটি কেড়ে নিয়েছ। দিয়েছ যা তাই জপ করি। কত রকম কি এল, গেল, কিন্তু তুমি ত এলে না—আর কবে আসবে? দেহটার রকম দেখে অনেক সময় মনে হয় এটার কাজ মিটে আসছে! কিন্তু তোমায় না দেখে ফিরে গেলে, আবার তো আসতে হবে। আর অপেক্ষা করতে পারি না—তুমি এস।

এই লিখছি, তুমি—পিছু দিক থেকে এসে চোখ দুটো টিপে ধরে, বলো না—"আমি কে"? আমি বলি—"তুমি আমার প্রিয়তম" কেমন মজা হয়? আমি তোমার হাত দুটি খুব জোর করে চেপে ধরি, সেই ননীর মত কোমল হাত দুখানি একবার আমার বুকে, একবার মাথায় রাখি। আচ্ছা, তুমি আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালে, কোথায় বসতে দিব? তোমার সিংহাসনে তুমি বসবে, খাবার রয়েছে তুমি খাবে। তারপর আমি একটু এগিয়ে গিয়ে তোমার পা-দুখানি ধরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুকে রাখবো আর নড়বো না, কথা কবো না, একেবারে স্থির হয়ে বসে থাকবো—কেমন ?

কাকেই বা বলছি, কেইবা আমার কথা শুন্‌ছে, তবে কি আমার এ বলাটা ব্যর্থ হচ্ছে ? না—ব্যথ হয়নি। ব্যর্থ হলে শরীর এত রোমাঞ্চিত হতো না।

তুমি যতই পায়ে ঠেল, যতই দূরে চলে যাও ; তথাপি আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়বো না। তোমাকে ছাড়ি, এ সামর্থ্য আমার নাই। তোমায় ছেড়ে কি নিয়ে থাকবো ? যে কোন প্রকারে—লিখে হৌক, পড়ে হৌক, নাম করে, পূজা-জপ করে হৌক, তোমাতে লেগে থাকবার চেষ্টাই আমার একমাত্র উপায় অবলম্বন।

হৌক এ প্রলাপ, তথাপি এতে যখন তোমার স্পর্শ পাচ্ছি, তখন এ প্রলাপও আমার পরম বন্ধু। এ প্রলাপ লিখে, এ প্রলাপ তোমায় শুনিয়ে প্রাণটায় একটা ভাবান্তর আসে।

হে হরে ! হে মুকুন্দ মুরারে ! বল আর কত কাল এমনি করে তোমার আশা পথ চেয়ে থাকবো ? তোমার চরণ-মন্দাকিনী ধারায়, আমায় অভিষিক্ত কর। তোমার পদ-কমল হতে শুদ্ধ-সত্ত্ব-রূপা সুরধুনী—আমার শিরে পতিত হয়ে আমাকে পবিত্র করুক্। সুষুম্না পথে, আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে, সেই পুণ্যধারা প্রবাহিত হয়ে, আমার কোটি-জন্মের সঞ্চিত সকল কালিমা ধৌত করত আমায় নির্ম্মল করে দিক্। আমার শরীর বাক্ মন সব আপ্যায়িত হৌক্। মা !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরি-পাদপদ্ম-বিহারিণি সুরধুনি ! অধমতারিণি পতিত-পাবনি ! মাগো ! আমার রাম আমায় বিমুখ, তুই দয়া কর মা ; তুই আমায় রাম-চরণে দৃঢ়া ভক্তি দে মা ।—মাগো, শুনেছি তোর দর্শনে, স্পর্শনে, নামকীর্ত্তনে, অতি বড় পাতকী যে সেও নিষ্কলুষ হয়—তোর অঙ্গ-স্পর্শিত বায়ুস্পর্শে পাপের লেশ মাত্র থাকে না। মাগো ! ভজন সাধন ভক্তিহীন অতি পাতকী আমি ; তোর তীরে বাস করি ; তোর নীরে স্নান করি ; তোকে দর্শন করি, সর্ব্বদাই তোর জলকণা-পূত পবনে স্নাত হই। মাগো, আমার পাপ ক্ষয় করে দে মা। আমায় ঐকান্তিকী ভক্তি দে মা।

সদানন্দময়ি মা ! একবার আমার দিকে ফিরে চা মা। আমি যে তোর সন্তান। আমাকে তুই যদি ভুলে থাকিস্, আমি কার কাছে যাব, কার আশ্রয় নেব ? সত্যই শত শত অপরাধ আমার আছে, কিন্তু তুই যে মা ; তুই যদি অপরাধ ধরিস্ আমার তো আর কোন উপায় হবে না মা ! মা সদানন্দময়ি মা ! তুই প্রসন্না হ। তুই একবার আমায় স্পর্শ কর্। তোর সকল পাপনাশক কর-কমল দিয়ে একবার আমার অঙ্গের ধূলি ঝেড়ে দে মা !

মা—মাগো ! আমার যে আর অন্য কোন উপায় নাই মা ! আমি যে মনকে স্থির করে রামকে ডাক্‌তে পারি না মা ! সুখে দুঃখে অস্থির হই। একটু প্রশংসা শুনলে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যাই। বিন্দুমাত্র নিন্দা শ্রবণে খড়্গহস্ত হই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিন্দা, সুখ্যাতি, মান, অপমান মানুষ করে না ; তুইই নিন্দা সুখ্যাতি করে, আমার পাপ পুণ্য ক্ষয় করে দিস্—এ কথা কার্য্যকালে, সব সময়ে, মনে রাখতে পারি না। মানুষের উপর দোষারোপ করি। মা! আমায় ক্ষমা কর মা! আমায় রাম-ভক্তি দে মা!

শোন্ মা, এক মজার কথা ; লোকে যখন আমাকে ধার্ম্মিক মহাপুরুষ ইত্যাদি বলে, অবাধে সে কথাগুলি শ্রবণ করে মনে মনে আনন্দিত হই। অতি তুচ্ছ কীটাণুকীট আমি। এই সব স্তুতি-কথা, আমার পক্ষে অতি অশোভন হলেও কোনদিন তার প্রতিবাদ করি না, বরং আমি মহাপুরুষ, ধার্ম্মিক, ইহা আকার-ইঙ্গিতে প্রকাশ করতেই চাই। আর যদি কেহ, নিন্দা দূরের কথা—আমার সত্য দোষ যা উল্লেখ করেন তা হলে আমার সে দোষ দোষ নয়, মহাগুণ—ইহা বলবার জন্য বাক্-চাতুর্য্যে তাহা প্রতিপন্ন কর্তে কত চেষ্টা করি। বল্ দেখি মা! আমার মত আর অধম কেউ আছে কি ? মা, অধম সন্তান তোর বড় কৃপা-পাত্র। আমি অতি অধম, আমায় কৃপা কর মা! আমায় তোর চরণে ভক্তি দে মা!

আচ্ছা মা! তুই কে বল্ ত? তোর মুখখানি দেখলে মনে হয় তুই খুব ভালবাসিস্। তোর নয়নদ্বয় হতে যেন করুণাধারা বিগলিত হচ্ছে, তোর দিকে আমি অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে থাকি। আচ্ছা, চিত্রপটে অঙ্কিত মূর্ত্তি এত সজীব হয় ? এত সৌন্দর্য্যময়ী হতে পারে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মরি! মরি! কি সুন্দর চরণ; ঐ চরণ দুখানিতে কত কমনীয়তা বিরাজ কচ্ছে। মাগো! তোর চরণ আমায় আকুল করে ফেলে। ঐ চরণ দুখানিতে মণি-মঞ্জীর আরও কত রূপ ভূষণ শোভা পাচ্ছে। করি—তোর ঐ চরণ দুখানি ধ্যান করি।

মা! মা! তোর ঐ অলক্তক-রাগরঞ্জিত মণি-মঞ্জীর পরিশোভিত চরণ দুটি একবার আমার হৃদয়পদ্মদলে স্থাপন কর মা। আমি আমার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে ঐ চরণে মিশে যাই। দেখ মা! তুই আসিস না, তুই স্পর্শ করিস না, তবু মন তোর আস্‌বার কথা, তোর স্পর্শের কথা কল্পনা করে বাঁধন হারা হয়ে পড়ে, যেন কেমন হয়ে যায়। যেদিন সত্য সত্য তুই আসবি, সত্য সত্য তুই স্পর্শ করবি, আদর করে 'প্রবোধ' বলে ডাকবি, গায়ে হাত দিবি, মুখের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চুলগুলা সরিয়ে দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিবি, সে দিন সে স্পর্শ, সে সোহাগ অনুভব কর্‌বার শক্তি কি আমার থাক্‌বে? আমি কি তোর সঙ্গে কথা কইতে পারবো? একটু ভাবাবেশে —কণ্ঠ শব্দহারা হয়ে রুদ্ধ হয়। যেদিন মহাভাব রূপিণী মা! তুই এসে সুমুখে দাঁড়াবি, সেদিন আমার কি অবস্থা হবে মা? আমার শরীর তো অবশ হয়ে যাবে। দেখ মা! একটা কথা আগে থেকে বলে রাখছি। তুই সত্য সত্য মূর্ত্তি ধরে যখন আসবি, তখন তোর চরণ-দুখানিতে মাথা রেখে দুহাতে জড়িয়ে ধরে পড়ার পর—আমায় অবশ করে দিস্। আমি অবশ হয়ে তোর চরণেই পড়ে থাক্‌বো। আমায় যেন আর উঠতে না হয়।

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার দেহত্রয়ের অবসান যেন তোর চরণে হয়। আমি যেন তোর চরণে মিশে যাই।

হাসছিস্ মা? উন্মাদের কথা শুনে হাসছিস্? খুব হাস। তোর হাসিমাখা মুখখানি বড় সুন্দর, বড় অশ্বাস প্রদান করে।

সত্যি মা! তোর হাত তুখানি, হাতের অঙ্গুলিগুলি, যে কত সুন্দর দেখছি, তা বলতে পারি না। চিত্রকর এরূপ ফোটাতে পারে না, মনে হচ্ছে এ চিত্রে তুই আবির্ভুতা হয়েছিস্।

মা, মা, কত কথা বলব মনে করেছিলাম। সবই যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে। দে, তোর চরণ তুখানি একবার আমার সহস্রারে দে। সহস্রারে ত্রিকোণ মণ্ডল 'অ-ক-থা'দি বর্ণমালা দ্বারাই ত্রিকোণ মণ্ডল গঠিত হয়েছে। ত্রিকোণের কোণে 'হ ল ক্ষ' বর্ণত্রয় শোভা পাচ্ছে; সেই সত্ত্ব-রজস্তম-ময় ত্রিরেখার উজ্জ্বল দীপ্তিতে ত্রিকোণের মধ্যদেশ সমুজ্জ্বল; তাতে পুরুষ প্রকৃতি রূপী প্রণব; প্রণবের শিরোদেশে নাদরূপ অর্দ্ধচন্দ্র, তত্নপরি মণিময় পীঠ; তত্নপরি অলক্তক রাগসুরঞ্জিত তোর চরণকমল তুটী। এ চরণকমল তো সুধার আধার। তোর চরণকমল হতে সুধার ধারা ঝরে পড়ছে। ওরে আমার স্বরূপ হারা জীব! তুই কোথায় আছিস্? একবার ওঠ্; একবার চরণ তুখানি পানে চেয়ে দেখ; ঐ চরণ হতে নির্গত অমৃত ধারা পান করে অমর হয়ে যা।

মা! তুইতো কুণ্ডলিনী রূপে মূলাধারে নিদ্রিতা থাকিস্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা! তুইতো হৃদয়ে ইষ্টরূপে অবস্থান করিস্। মা! তুই তো আবার বিন্দুরূপী শিবগুরু হয়ে সহস্রার আলো করে থাকিস্। মা তুইই তো আবার প্রপঞ্চ পান করে নিষ্প্রপঞ্চ রূপিণী হোস্। তুই কত বড় মা! তুই এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে বিরাজ করছিস্। তুইত নির্গুণ রূপে পিতা, সগুণ রূপে মাতা হোস্। আমার মা কত বড়! কত শক্তি মার আমার! আমি সেই মায়ের ছেলে, আমি সেই মায়ের স্তন্য পান করেছি। মার স্তন্যধারা অমৃতের ধারা, সেই অমৃতময়ী সুধা পান করে আমি অমর হয়েছি।

মা! আমায় "অমৃতের সন্তান" বলে আদর করে ডাক্ মা। যা, সরে যা—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ উপাধি ত্রয় সরে যা; আমায় আর আড়াল করে রাখিস্ না। আমি মার সুশীতল বক্ষোপরে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমি মার বুকে চিরদিনের মত ঘুমাব।—মা, মা! আমায় নে মা।

দেখ মা! ছোট ছেলে যেমন মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে মার বুকে মুখ লুকিয়ে থাকে, তার আর কোন ভয় ভাবনা থাকে না; মাঝে মাঝে এক একবার চুপি চুপি মার বক্ষঃ হতে মাথা তুলে মার মুখ পানে চায়; আবার মার বুকে মুখ লুকিয়ে চুপ করে থাকে, আমার সেই রকম করে গলা জড়িয়ে ধরে তোর বুকে মুখ লুকিয়ে ঘুমুতে ইচ্ছা করছে। নে না, কোলে নে না মা। তেমনি করে মুখে একটা চুমু খা না মা। দুটী বাহু দিয়ে দৃঢ় করে বুকে ধরে আমার অস্তিত্ব, আমার পৃথক জ্ঞান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার অহংতা দূর করে দে মা। এসব কত কি মালিন্য, সবগুলো ধুয়ে মুছে দে না মা। আহা! মার মুখ খানি কি সুন্দর! দুষ্ট মন, মার মুখের দিকে চাইতে নেই বলছ? যে বড় হয়েছে, সে দূরে থেকে চরণ দেখুক। আমি যে মার কোলের ছেলে। মার বুকে ঘুমাই, বুকে জাগি, বুকে থেকে মাথা তুললেই মার হাসিমাখা মুখ খানি দেখতে পাই। ঐ আয়ত লোচন, ঐ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে সিন্দুর-বিন্দু, মরি মরি কি সুন্দর! মা মা, একবার কথা ক'না মা।

দেখ মা, আমি দেখছি আমি তোর বুকে থাকবার মত ভাল ছেলে নই। এক কাজ কর। দে, ফেলে দে, তোর পায়ের তলায় ফেলে দে। আমি তোর পা-দুখানি জড়িয়ে ধরে অপলকে পা-দুখানিই দেখি। আহা! কি সুন্দর, কি লোভনীয়, কি আশাপ্রদ, কি অপরূপ মনোহর চরণ দুটী। তোর ও চরণ স্পর্শের কল্পনা করলেও শরীরের ভিতর এক অপূর্ব্ব পুলক স্পন্দন অনুভব হয়; সব যেন জমাট বেঁধে আসে। তোর সকলই মধুর। মা! তোর চরণ, তোর কর, তোর বদন, তোর নয়ন, তোর করুণা-বিগলিত দৃষ্টি, সবই প্রাণে আশার সঞ্চার করে দেয়। মনে হয় তোকে পাব—চিরদিনের জন্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে পাবো। আহা! মা—মা, ওমা—মাগো, মরি মরি কি মধুর এই মা শব্দটী! একটী অক্ষরে কত সুধা যেন সঞ্চিত আছে। বহু বহু স্তব স্তুতি করলে প্রাণে যে ভাব, যে পুলক না আসে, দুবার মা মা করে ডাকলে তার চেয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শতগুণ আনন্দ হয়। মা! তোর এই মা নামটী কি আনন্দের ভাণ্ডার! যত আনন্দ ওর ভিতর লুকিয়ে রেখেছিস্? যত মা মা বলি, তত আবার মা বল্‌তে ইচ্ছা করে। জানি না এই অপূর্ব্ব শব্দটী কি দিয়ে, কেন, কবে তুই তৈরী করে ছিলি। কত অধম, কত পাপী তোর 'মা'—এই নাম ভেলা করে, কাম-ক্রোধ-লোভাদি রূপ নক্র-কুম্ভীর সমাকুল সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মৃত্যুকে জয় করেছে। আজও কত কামী মা—মা বলে ডেকে কামকে জয় করছে। মা মা মা! বড় মধুর, বড় মিষ্ট, বড় শ্রবণ-মঙ্গল, বড় আনন্দপ্রদ, অতি সুন্দর, অতি-মনোরম তোর এই মা নাম; জয় মা জয় মা—জয় মা।

মা! ওমা! মা! তুই সাড়া দিচ্ছিস্ না কেন?

ওকি, ওকি বল্‌লি? ওকি বলে ডাক্‌লি?—না তোর পাগল করা কথা শুনবো না। মা! তোকে কি বল্‌বো বল্‌তো? সব যেন ভুলে যাচ্ছি। তোর মধুময় স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, কিন্তু কৈ? তুই কৈ? কোথায় লুকোলি পাষাণী। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গকারী ঝিল্লিরব-মুখরিত অরণ্যের মধ্যে যেমন পথিক পথ হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়ে তেমনি এ ঝিল্লিরবে—এ মধুকর-গুঞ্জনে আমি কেমন হয়ে যাচ্ছি। নিয়ে চল মা সেই সে পারে জানিনা সে পার কেমন। সে দেশে কি আছে দেখিনি। শুনেছি সে দেশে তুই কিছু নাই, এক তুইই আছিস্। যখন লীলা করতে ইচ্ছা হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুইই প্রকৃতি-পুরুষ সেজে কত খেলা খেলিস, আবার সব আপনাতে লয় করে চুপ করে থাকিস্। সবই শোনা কথা।

কিন্তু, আমি চাচ্ছি কি জানিস্? প্রত্যক্ষ কর্‌তে। এই চিত্র পটে—তোর মূর্ত্তি রয়েছে আমি দেখ্‌ছি, এইরূপ দেখতে বড় ইচ্ছা হয়। শাস্ত্র ও সাধুগণ বলেন—হ্যাঁ, মানুষ স্থূলরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারে, অনেক ভক্ত দেখেছেন, এখনও অনেকে দেখেন। খুব বিশ্বাসী ভক্ত দেখেছেন, এখনও অনেকে দেখেন। খুব বিশ্বাসী ভক্ত দেখতে পান—বল্ মা, সে ভক্তি, যে ভক্তিতে তোকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়, সে ভক্তি কি? সে ভক্তি কেমন করে সাধ্‌তে হয়? সেই ভক্তি সাধন কর্‌বো—প্রাণপণে সাধন করবো। যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ করতে পারি ততক্ষণ অনলসভাবে সাধবো। আমার আশা কি পূর্ণ হবে না? দূর—ওই কেমন ছুঁয়ে দিস্। আমার সবটা যেন কেমন হয়ে যায়। যতক্ষণ না ছুঁস্, ততক্ষণ ওঃ কি জ্বালা, ছুঁলে সব ভুলে যাই। থাক্, ছুঁয়েই থাক্।

আচ্ছা, তুমি আমার কে হও? তোমায় কি বলে ডাক্‌বো বলতো? বল না, চুপ করে রইলে। তোমায় প্রভু বল্‌বো, না সখা বল্‌বো, অথবা দাদা বল্‌বো, কি মা বল্‌বো—বলো না? গুরুদেব হয়ে তুমি আমাকে 'রাম' বলে ডাকতে বলেছ, তাই ত ডাকতাম। রাম রাম করেই ত অনেক দিন ডাকছি। এখন আবার মাঝে মাঝে তোমায় মা বলতে ইচ্ছা করে। মা বলে কত কথা বলি। শুনে তুমি খুব হাস নয়? তা তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাস্‌লে আর কি কচ্ছি। তোমাকে মা বলে ডাকি, তুমি অন্যায় বলতে পারো না; কেন না, তুমিই তো সগুণ রূপে মাতা, নির্গুণ রূপে পিতা। যখন তুমি একা থাকো তখন কিছু থাকে না। সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করে তুমিই মাতা পিতা দুইই হও।

মাতা রামো মৎ পিতা রামচন্দ্রঃ
স্বামী রামো মৎ সখো রামচন্দ্রঃ।
সর্ব্বস্বং মে রামচন্দ্রো দয়ালু
র্নান্যং জানে নৈব জানে ন জানে॥

আহা! বড় মধুর এই স্তবটি। বল বল, কবে আমার নিশ্চয় ধারণা হবে, মাতা পিতা স্বামী সখা সর্ব্বস্ব আমার রাম ছাড়া আর কিছু নাই। আমার রাম অসুর সংহার করবার জন্য বারবার নরাকারে সংসারে আসেন, আবার আমার রামের শরীরেই চতুর্দ্দশ ভুবন শোভা পায়। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে তুমিই বিরাজ কচ্ছ। সব সেজে তুমিই আছ। এত বড় সত্য কথাটা ভুলে গিয়ে মন তোমায় না দেখে মানুষ, গরু, ছাগল, গাছ, পাতা, লতা সব দেখে। মনের মত এত বড় বোকা আর নাই। যা সত্য তা দেখবে না—দেখবে কি না ছাই, রাই। জন্ম জন্মান্তর ধরে কত কি সাজ পোষাক পরে সংসারে আসবে, আর হাহাকার করবে।

যাক্ মনের কথা ছেড়ে দিই। আচ্ছা একি বল দেখি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিরদিন কেন পাই না ?
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না ?

বল, মাঝে মাঝে তোমার দেখা পাই, কেন চিরদিন পাই না ? তার কারণ কি ? আমি তো সেই থাকি, কি গুণে মাঝে মাঝে দেখা দাও, আর কি দোষে অন্তর্হিত হয়ে পড়ো ? কত সাধাসাধি করি, একবার উঁকিও মার-না। হৃদয়টা শুকিয়ে যায়, চোখে একবিন্দু জলও আসে না। সে কি যাতনা ! সে যাতনা যে কি তা তুমি বোঝ না। যদি বুঝতে তা হলে এমন করে লুকিয়ে পড়তে না, এরূপভাবে সব কেড়ে নিয়ে মজা দেখতে না।

তুমি যখন দূরে যাও, তখন কি দারুণ অতৃপ্তি। কিছু ভাল লাগে না, লাগাতে পারি না। বড় বড় ভাবের কথা, কোথায় কি হয়ে যায়। একটু স্পর্শও পাই না। তোমার এ ব্যবহার বুকে বড় বাজে। তথাপি ভাবি আহা ! এ বেদনা বাঞ্ছিত বেদনা। তুমি আসছ না, তুমি স্পর্শ করছ না, তুমি কথা কচ্ছ না, এর জন্য প্রাণের যাতনা। মনে হয় এ যাতনাও মধুর। এ জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফল। তোমার অসীম কৃপা। যশঃ, অর্থ, পুত্রাদি আত্মীয় স্বজনের জন্য যে অতৃপ্তি, সে অতৃপ্তি দুঃখের ইহা খুব সত্য। কিন্তু তোমার জন্য অতৃপ্তি এ যে অশান্তির মধ্যে শান্তি, অতৃপ্তির মধ্যে মহাতৃপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ অতৃপ্তিও বাঞ্ছিত ! জানি, জগতে তৃপ্তির কিছু নাই। যতক্ষণ এখানে থাকবো, ততক্ষণ অতৃপ্তিই ভোগ করতে হবে। তুমি যখন সরে যাবে, যেন তোমার বিরহ জন্য অতৃপ্তি-সাগরে ডুবে ডুবে আমি তোমাকে ডাক্‌তে পারি। তোমার আশা পথ চেয়ে থাকতে পারি।

দেখ, তুমি এক কাজ কর, তুমি আমায় আত্মসাৎ কর। এ কুটীরের প্রায় চতুর্দ্দিকে তুলসী-বন। সম্মুখে ভাগীরথী আপন মনে সাগরের পানে ছুটেছেন। নিশার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে এক একখানি নৌকা যাচ্ছে। ঝিল্লি ও অন্যান্য পতঙ্গ-কুল শব্দ করছে। শুনেছি তুমি তুলসী-কানন খুব ভালবাস। একবার এস না, কেমন তুলসী-কানন করেছি, দেখবার জন্য এস না—এসে এই নির্জ্জনে চুপি চুপি আমাকে আত্মসাৎ করে ফেল। কেউ জান্‌তে পারবে না। তুমি আত্মসাৎ না করলে আমার আর কোন উপায় নাই। অনেক ত্রুটি আমার রয়েছে, অনেক অপরাধ করে ফেলেছি, আমি তোমার কাছে যেতে পারবো সে আশা আমার নাই। তুমি আমায় আত্মসাৎ কর।—আমি তোমার হয়ে যাই।

আচ্ছা, তুমি এমন করে রূপ ধরে এস—এই রূপটী আমার চাই—এ সব কথা বলা ভাল নয়, কেমন ? এরূপ প্রার্থনা কর্‌লে কি তুমি রাগ কর ? তুমি তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেই রূপে এসে আমাকে আত্মসাৎ কর। আমি সমস্ত অঙ্গ, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে আমাকে ভুলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাই—এরূপ প্রার্থনা কি করতে হয়? দেখ, আমি অতিমূর্খ, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ আমি ঠিক বুঝতে পারি না। যা হয় তুমি কর। আমার ও সব সংবাদে প্রয়োজন নাই। দেখ, আজকের জপের প্রণালীটী বেশ বলে দিয়েছ। ষট্‌চক্রের প্রতি-চক্রে প্রণব-পুটিত বর্ণমালা অ-কারাদি ক্রমে জপ করতে করতে অবরোহণ, আবার হ-কারাদি বিপরীত ক্রমে আরোহণ, তারপর সহস্রারেও প্রণব-পুটিত বর্ণমালা জপ, এ ভালই লাগল।

আচ্ছা, তুমি কতদিন পরে আসবে? কতকাল পরে তোমায় সর্ব্বক্ষণের জন্য পাব? এখনকার পাওয়াটা ঠিক সব ভুলান পাওয়া নয়। আমার বাহ্য ভাব চলে যাবে, দিনের পর দিন তোমাতেই ডুবে থাকবো, এমন দিন কি আমার হবে?

বল না, কথা কও না। চুপ করে থেকে বিরক্তি ধরে না?

ধরে।

ধরে যদি তবে কথা কইলেই পারো।

কার সঙ্গে কথা কবো?

কেন? আমার সঙ্গে। আমি কত ডাকাডাকি, সাধাসাধি কচ্ছি। তুমি কথা কবার লোক পাচ্ছ না?

তুই যেমন করে চাইছিস, এখনও তার সময় হয়নি।

দেখ তোমার মুখে ঐ সব কথাগুলো শুনলে আমার বড় দুঃখ হয়। তুমি, সময়ের অধীন—না সময় তোমায় অধীন? তুমি যে স্বতন্ত্র পুরুষ। তুমি যখন যা ইচ্ছা করবে তখনই তা করতে পারো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি জানি সকলের সমস্ত বাসনা তুমি পূর্ণ করতে পারো। তবে আমার ইচ্ছা কেন পূর্ণ কচ্ছো না?

ওঃ! এই যে—তুমি এস, দেখা দাও ইত্যাদি কথাগুলোর কোন মূল্য নেই। এ যে লোক দেখান ডাকা। কৈ সে প্রাণের অসীম আগ্রহ, কৈ সে দর্শনের প্রবল পিপাসা, কৈ সে সর্ব্বত্যাগ, কৈ সে অহরহঃ তোমার আশাপথ চেয়ে থাকা, কিছুই তো আমার নাই। তবু এস, দেখা দাও, এ সব বলছি। এ প্রাণহীন শূন্য ভাষা শূন্যেই বিলীন হয়ে যায়, তোমার চরণে পৌঁছায় না। তুমি ঋত, সত্য—তোমার কাছে যায় সত্য বাক্, সত্য কামনা। আমার একান্ত অনুরাগ তো আসে নাই।—এখনও যে কত কি রয়েছে।

আচ্ছা, তুমি আমায় বলে দাও তো, কেমন করে তোমাতে একান্ত অনুরাগ আসবে? আমি আর কিছু চাব না—চাব শুধু তোমাকে; আর কারুর পানে চাব না,—অনিমিষে তোমার পানে চেয়ে থাক্‌বো; বল, এ অবস্থা কেমন করে লাভ হয়?

তুমি ভক্তিপ্রিয় মাধব। ভক্তি তোমার বড় প্রিয়া—যাঁর ভক্তি আছে, তাঁকে তুমি ভালবাস। সে ভক্তি কি?

কেহ বলেন কথায় অনুরাগ, কেহ বলেন পূজায় অনুরাগ, কেহ বলেন আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন, কেহ বলেন তা কৃষ্ণের প্রতি পরম প্রেমরূপা, ঈশ্বরে পরানুরক্তি ভক্তি—এ কথা কেহ বলেন। কেহ বা বলেন আত্মানুসন্ধান ভক্তি, কেহ বা বলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তোমার সেবাই ভক্তি। এই সব কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমাকে নিয়ে থাকাই ভক্তি। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মন যখন যে স্তরে থাক্‌বে, তখন সেই স্তরের উপচার দিয়ে তোমার পূজা করাই ভক্তি। মন যখন স্থূল রাজ্যে থাকে, তখন এখানকার পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করা ; মন যখন সূক্ষ্ম স্তরে যায়, সেই সময় ক্ষিতিরূপী গন্ধ, আকাশরূপী পুষ্প, বায়ুরূপ ধূপ, তেজোরূপ দীপ, রসরূপ নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করতে হয়।

তারপর মন যখন কারণ স্তরে যায় তখন অ-কার উ-কারে, উ-কার ম-কারে, ম-কার নাদে, নাদ বিন্দুতে, বিন্দু কলায়, কলা কলাতীতায়,— কলাতীতার দ্বারা পরমাত্মার পূজা করতে হয় কেমন ?

এই রকম পূজা করতে করতে তোমার আসন টলে, তুমি আর স্থির থাকতে পারো না, মূর্ত্তি ধরে এসে মহাকাশে দর্শন দাও।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন,—ভক্ত প্রহ্লাদ এই নববিধা ভক্তির কথা বলেছেন। এই নববিধা ভক্তি যার হবে, সে তোমার কৃপা লাভ করবেই।

যতক্ষণ শ্রবণ দুটীর শ্রবণশক্তি আছে, ততক্ষণ শুনতে হবে —তোমার রূপ, গুণ, লীলা ও তোমার নাম। তোমার কথাতেই কর্ণযুগলকে পূর্ণ করে রাখতে হবে। অন্য কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন কোনরূপে কর্ণে প্রবেশ না করে। মরি মরি, সে কি অপূর্ব্ব অবস্থা! কর্ণ আর কোন শব্দ শুনতে চাবে না, তাকে জোর করে শোনাতে গেলেও সে হৃদয়োত্থিত রামনাম অথবা অনাহত নাদে ডুবে থাক্‌বে। কত কথা বলে যে রসনা দুষ্টা হয়ে গেছে, সে রসনা যেদিন অন্য সব কথা ত্যাগ করে কেবল অহরহঃ অবিরাম তোমার নাম কীর্ত্তন করবে, লীলা পাঠ করবে, গুণ কীর্ত্তন করবে, সেইদিন রসনার 'রসনা' নাম সার্থক হবে। সদাসর্ব্বদা নাম করতে করতে কণ্ঠ শব্দহারা হয়ে যাবে, সহস্রার-গলিত অমৃতধারায় রসনা স্বতঃই সরসা থাকবে। শব্দ উচ্চারণের স্পৃহাই থাকবে না।

তারপর স্মরণ—যা শ্রবণ করা যায়, যা বলা যায়, তাই তো স্মরণ হয়। সর্ব্বদা যে তোমার নাম, লীলা, গুণ শ্রবণ করে, তার আর স্মরণের জন্য চিন্তা করতে হয় না, স্মরণই সঙ্গে সঙ্গে তার ইষ্টকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রথম যখন শ্রবণ কীর্ত্তন চলে, তখন স্মরণ পূর্ব্ব সংস্কারে ঘুরে বেড়ায়। তারপর অবিরত শ্রবণ কীর্ত্তন করতে করতে যখন নাম-রূপ-লীলার সংস্কার দৃঢ় হয়ে যায়, তখন ইচ্ছা না করলেও স্মরণ ভুল হয় না।

শ্রবণের দ্বারা জানা গেছে, অতিপাতকীও যদি তোমার নাম নেয়, সেও তোমার কৃপালাভে সমর্থ হয়। অতি দুরাচার অজামিল মরণকালে পুত্রকে নারায়ণ বলে ডেকে বৈকুণ্ঠে গমন করেছিল। দস্যু রত্নাকর অর্থের জন্য স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও কত মহাপাপ করেছিল, তারপর সপ্তঋষির মুখে তোমার 'রাম' এই নাম শুনেছিল মাত্র, বলতে পারে নাই। তার জিহ্বা রাম নাম উচ্চারণে সমর্থা হয় নাই। 'মরা মরা' এই মহামন্ত্র জপ করে রত্নাকর ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি হয়েছিলেন। গৃধ্র গণিকা তোমার আশ্রয় লাভে মুক্ত হয়েছিল। নর-খাদক রাক্ষস, বনের বানর, চণ্ডাল গুহক, ঘৃণ্যজন্মা শবরী—তারাও তোমার কৃপায় বঞ্চিত হয়নি। পিশাচ ঘণ্টাকর্ণ অহরহঃ হরে! মুরারে! মধুকৈটভারে! হে মাধব! হে মুকুন্দ! হে নারায়ণ! —তোমার এই নাম সকল উচ্চারণ করে তোমার দেখা পেয়েছিল।

এই সব কথা শুনতে শুনতে, বলতে বলতে, স্মরণ করতে করতে আপনা আপনিই এরূপ আশ্রয়দাতার পদে মাথা লুটিয়ে পড়ে। আমি যতই কুকর্ম্মান্বিত হই না কেন, আমার একজন আছেন, আমার দোষ নষ্ট করে আমায় পবিত্র করবার শক্তি তাঁর আছে—যখন নিশ্চয় রূপে জানা যায়, তখন তাঁর পদসেবার স্পৃহা অন্তরে জেগে উঠে। কিন্তু যে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ কমল চিহ্ন শোভিত পাদপদ্ম দুটী যোগিগণ ধ্যানে ধরতে পারেন না, সে পদ সেবন কেমন করে করবো? সে অভয় পদ দুটী কোথা পাব? চিন্তা ভক্তকে বড় কাতর করে তোলে, তখন মন সেই চরণরত্ন লাভ করবার জন্য হৃদি রত্নাকরেই ডুব দেয়। হৃদয়ে ক্ষীরসাগর; তার মধ্যে মণিময় দ্বীপ; কদম্ব বৃক্ষের দ্বারা দ্বীপটি ঘেরা; তার মধ্যে ফুলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাগান; তার মধ্যে মণিমণ্ডপ ; মণিমণ্ডপের ভিতরে কল্পতরুমূলে মণি-বেদিকা ; তাহার উপরে রত্ন-সিংহাসনে তুমি থাক। তোমার চরণ তুটী সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপিত একটি পদ্মের উপর শোভা পায়। ভক্ত ও সাধুমুখে তোমার চরণের সন্ধান পেয়ে, চরণের কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে শত শত বিঘ্ন পদদলিত করে, তোমার চরণ সমীপে উপস্থিত হয়ে চরণ তুটী দৃঢ় করে ধরে পড়ে থাকে ; কখনও ফুল দিয়ে সাজায় ; কখনও চন্দন মাখিয়ে দেয় ; কখন কখনও বা পদ্মরেণু দিয়ে চরণ তুখানি ঢেকে দেয় ; কখনও আকুল হয়ে চরণ তুটী পানে চেয়ে থাকে।

কিন্তু তোমার কাছে ত তুমি সর্ব্বদা রাখতে চাও না। তাই পদসেবনের পর অর্চ্চনার দরকার হয়। তোমার কাছ থেকে এসে আর তো কিছু ভক্তের ভাল লাগে না। তাই তোমার শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনা করতে আরম্ভ করে। বাহ্য উপচারে অর্চ্চনা করতে করতে এক একবার চুপি চুপি তোমার কাছে চলে যায়, তোমায় ছুঁয়ে আসে। এইরূপ অর্চ্চনা করতে করতে ভক্তের বাহ্য অন্তরবোধটা নষ্ট হয়ে যায়, বাহ্য এবং অন্তর পূজায় সমান ভাবে তোমার স্পর্শ অনুভব করতে থাকে। তখন সে যা দেখে, যা শুনে সব তুমি বলেই তার মনে হয়। তখন সে চণ্ডালে-ব্রাহ্মণে, গো-গর্দ্দভে, বৃক্ষ-লতায়, অনলে-সলিলে তোমারই রূপ দেখতে পায়। সব সেজে তুমি আছ, এই মনে করে প্রণাম করতে আরম্ভ করত বিশ্ব-দাস্য ব্রত গ্রহণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর, অন্তরে বাইরে দাসত্ব করতে করতে সে তোমার মহত্ত্ব ভুলে যায়। ভৃত্যত্ব চলে গিয়ে সখিত্ব এসে উপস্থিত হয়।

সখা যেমন সখার সঙ্গে সর্ব্বদা একত্র অবস্থান, পান, ভোজন করে, সেই ভক্ত তোমা ছাড়া এক দণ্ড থাকে না—মহত্ত্ববোধ নাই, কুণ্ঠা নাই। সখাভক্ত বলেন—তুমি সখা, তোমাতে আমাতে সমান, তোমায় না দেখলে থাকতে পারি না ; তোমার কথা বড় মিষ্টি লাগে ; তোমার মুখের কথা শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকি ; কেহ যদি তোমার কথা কয়, তোমার গুণের কথা বলে, আমি তাতে যোগ দিই। যে তোমার কথা বলে, তাকে বড় ভাল লাগে। যে গ্রন্থে তোমার লীলা, তোমার গুণের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, সে পুস্তকখানি দেখলেও আনন্দ হয়। যেটী আমার ভাল লাগে—সেটী তোমায় দিতে ইচ্ছা করে। খাবার সময় তুমি যদি আমার কাছে না থাকো, আমার খেয়ে সুখ হয় না। বেড়াবার সময় তুমি যদি সঙ্গে না থাক, সব যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। শোবার সময় তুমি যদি কাছে না শোও, তাহলে শয্যা কণ্টকী হয়। শুয়ে শুয়ে তুমি যদি আমার সঙ্গে গল্প না কর, শুয়েও সুখ হয় না। সদা সর্ব্বদা তুমি আমার চোখে চোখে, বুকে বুকে থাক—একদণ্ড, এক মুহূর্ত্ত, এক পল তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। তোমার ক্ষণমাত্র বিরহ আমার যুগের মত মনে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সখা সখা সখা !
রাখ বাঁধি দৃঢ় করে
বাহুপাশে মোরে।
অহরহঃ বিহর মোর
নয়নে নয়নে।
প্রতি অঙ্গ দিয়ে প্রতি অঙ্গ
মোর কর পরশন,
রাখ ডুবায়ে মোরে
তব পরশ অমিয় সায়রে।

সখা ভক্ত এমনি ভাবে ডাকতে ডাকতে ভাবে ডুবে গিয়ে আপনাকে ভুলে যান।

তারপর ঐ চরণকমলে আত্ম-নিবেদন করে দেন, আত্ম-নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত তোমার হয়ে যান। ভক্ত দেহ-গেহ কিছুর জন্য আর ভাবেন না। বিক্রীত পশুর পূর্ব্ব স্বামী পশুর আহারাদির জন্য যেমন কোন চিন্তা করে না, সেইরূপ ভক্ত নিজের জন্য কোন চিন্তা করেন না। তিনি তোমার হয়ে যান। তাঁর সুখ দুঃখ, রোগ শোক আর কিছু থাকে না। তিনি আনন্দ-পাথারে ডুবে থাকেন। এই নববিধা ভক্তির সাধন করলে মানুষ তোমার কৃপা লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু আমি যে সাধন করতে পারি না। নানা বিঘ্ন এসে আমার সাধনে বিঘ্ন ঘটায়। আমার উপায় কি বল? বল, এ দুর্ব্বলতা কি করে যাবে? জানি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামক্রোধাদি নরকের দ্বার, তথাপি তা ত্যাগ করতে পারি না। সামান্য কারণ অবলম্বন করে ক্রোধ এসে অভিভূত করে দেয়। বল, এ ক্রোধ কেমন করে যাবে? জানি, ক্রোধের কারণ কামনা, কামনা প্রতিরুদ্ধ হলেই ক্রোধ হবে। পুত্র, ছাত্র নম্র-বিনয়ী হোক, এ কামনাও করতে পাবো না। পাবোনা ছাড়া আর কি বল্‌বো? কামনা কর্‌লে ত বিপরীতে দিশে-হারা হতে হয়। দেখ, একটী একটী করে বেছে বেছে দোষ ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। তুমি আমাকে দোষশূন্য করে দাও। তুমি না দিলে আমি এ রিপুর হাত হতে কিছুতেই নিস্তার পাব না। সাধন ভজন করি, নাম করি, আবার রাগ-দ্বেষের ক্ষেত্র উপস্থিত হলে আকুল হই। বলনা এ কেমন সাধন ভজন—বলনা এ কেমন 'সব তুমি' জ্ঞান। বলি—সবই আমার কর্ম্ম, মাতা ভগ্নী পুত্র কন্যাদি রূপ ধরে আমার কর্ম্ম এসেছে, সুখ দুঃখ দিয়ে এ কর্ম্ম নিত্যই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তথাপি তাদের ব্যবহারের ত্রুটীতে তাদের দোষারোপ করি কেন? তাদের উপর ক্রোধই বা করি কেন?

শুনছ, আমার সব দোষের কথা? এইরূপ অনেক দোষ আমার আছে। আমার সব দোষ, সব অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে তোমার করে নিতে হবে। না নিলে আর অন্য কোন উপায় নেই, আমি বড় দীন। অন্তরে বাইরে দীন হতে পারি না, এই জন্য অতি দীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মো সম দীন ন দীনহিত
তুম্ সমান রঘুবীর।
অশ বিচারি রঘুবংশমণি !
হরহুঁ বিষম ভবভীর !

হে রঘুবীর! আমার সমান দীন, আর তোমার সমান দীনের হিতকারী আর কেউ নেই। এই বিচার করে হে রঘুবংশমণি! আমার বিষম ভবভয় দূর কর। আর অন্য উপায় নেই। তুমি কৃপা না করলে আমার আর গতি নেই। হে গতিদাতা! একবার কৃপানেত্রে বিলোকন কর। আমার দুর্ব্বলতা, আমার রিপুর অত্যাচার নষ্ট করে দাও। আমি সরল সহজ কণ্ঠে যেন গোঁসাইজীর মত বলতে পারি—

কামীহিঁ নারী পিয়ারী জিমি
লোভীকে প্রিয় দাম।
তিমি রঘুনাথ! নিরন্তর
প্রিয় লাগহুঁ মোঁহি রাম॥

কামী ব্যক্তির যেমন নারী প্রিয় ও লোভিগণের যেমন অর্থ প্রিয়, সেইরূপ রঘুনাথ রাম আমার প্রিয় লাগুন।

সব চিন্তা ত্যাগ করে কামী যেমন নারীকে ভাবে, লোভী যেমন অর্থ চিন্তা করে, কবে আমার সে অবস্থা আসবে যেদিন নিরন্তর তোমার চিন্তা করব? তোমার চিন্তা ত্যাগ করলে কবে প্রাণ আকুল হয়ে উঠবে? শ্বাস রুদ্ধ হলে মানুষের যেমন ব্যাকুলতা হয়, মলাম্ মলাম্—এইরূপ মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তেমনি তোমার ক্ষণমাত্র বিরহে প্রাণ বের হয়ে গেল, এরূপ কবে মনে হবে ? একথা তুমি শুনতে পাচ্ছ না ? তুমি যে অন্তর্য্যামী, তুমি ত বুঝতে পাচ্ছ—এ আমার প্রাণের কথা নয়, এ এক অভিনয়। গোঁসাইজীর আর একটা দোঁহা বলি—

অর্থ ন ধর্ম্ম ন কামরুচি
গতি ন চাহুঁ নির্ব্বাণ্।
জনম জনম রতি রামপদ
যহ বর দান ন আন॥

অর্থ চাহি না, ধর্ম্ম চাহি না, কামভোগে রুচি নাই, বেশী কি আমি নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত চাহি না। চাই কি ? জন্ম জন্ম সীতারাম-পদ চাই—এই বর দাও, অন্য বর চাহি না।

আচ্ছা গোঁসাইজী, (আমি জানি আপনারা দিব্যদেহ ধারণ করে ভগবদ্ভক্তি অলক্ষিতে দান করেন) সীতারাম-পদ চান আর কিছু চান না ? সীতারাম-পদ ছাড়া আর কিছু চাইবার আছে কি ? থাক্‌লে'ত চাইবেন ? পরিচ্ছিন্ন করে হৃদয়-কমলে অথবা সহস্রারে ভক্ত যে সীতারাম-পদ চিন্তা করেন, সেই সীতারাম-পদই অপরিচ্ছিন্ন বিরাট্ মহান্ পরম-পদ।

সীতারাম-পদ চাইলেই চাইবার জিনিষ আর কিছু অবশিষ্ট রইল না। সেই সীতারাম-পদে মতি হলো না; মন সেই সীতারাম-পদের জন্য আকুল হতে পার্‌লো না। যদি সীতারাম-পদের জন্য মনের একান্ত কামনা হত, সে যদি সদাসর্ব্বদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীতারাম-পদ প্রার্থনা করত, তাহলে সীতারাম নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারতেন না। অবশ্যই এতদিনে দেখা দিতেন। মনের জন্যই আমি সীতারাম-পদে বঞ্চিত হলাম। ওরে মন! কত দুঃখ পেলি, কত দুঃখ পাচ্ছিস, পাবি, এত যন্ত্রণা পেয়েও তোর বৈরাগ্য এলো না! তুই সংসারের ক্ষুদ্র সুখের জন্য উন্মাদ হয়ে রয়েছিস। ছি-ছি! হাঁরে পাগল, সুখ চাস্‌তো ভূমাকে ধর। "নাল্পে সুখমস্তি" জানিস, বুঝিস, তবু কেন ক্ষুদ্র সুখের জন্য সেই মহান্‌কে পরিত্যাগ করে অবিরত হাহাকার কর্‌ছিস্। আয় ফিরে আয়—সহস্রারে চল।

দেখ, সহস্রদল কমলে অ-ক-থাদি ত্রিকোণ মণ্ডলে ঐ বিশ্বের আদি বীজ প্রণব বিরাজ কর্‌ছেন। ঐ প্রণবকে প্রণাম কর—ঐ প্রণবে অ-কার রূপে ব্রহ্মা, উ-কার রূপে বিষ্ণু, ম-কার রূপে মহেশ্বর রয়েছেন। তারপর অর্দ্ধমাত্রা চতুর্থী, পঞ্চম মাত্রা নাদ, ষষ্ঠ মাত্রা বিন্দু, সপ্তমী কলা, অষ্টমী কলাতীতা, নবমী শান্তি, দশমী শান্ত্যতীতা, একাদশী উন্মনী, দ্বাদশী মনোন্মনী, ত্রয়োদশী পুরী, চতুর্দ্দশী মধ্যমা, পঞ্চদশী পশ্যন্তী, ষোড়শী, চতুঃষষ্ঠী মাত্রাত্মিকা, যা অ-কার উ-কারে, উ-কার ম-কারে, ম-কার অর্দ্ধমাত্রায়, অর্দ্ধমাত্রা নাদে, নাদ বিন্দুতে, বিন্দু কলায়, কলা কলাতীতায়, কলাতীতা শান্তিতে, শান্তি শান্ত্যতীতাতে, শান্ত্যতীতা উন্মনীতে, উন্মনী মনোন্মনীতে, মনোন্মনী পুরীতে, পুরী মধ্যমায়, মধ্যমা পশ্যন্তীতে, পশ্যন্তী পরায় লয় করে দে। যতক্ষণ পারিস্ ঐখানে থাক, না পারিস্ ধীরে ধীরে যে পথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়েছিস নেমে আয়—এইরূপ প্রণবের আরাধনায় বিদেহমুক্তি লাভ হয়।

জানি, তুই যতক্ষণ থাক্‌বি ততক্ষণ বানরের মত লাফালাফি করবি। ঐ ষোলটা সিঁড়ি ধরে ওঠ আর নাম। কর দেখি ওঠা নামা, তাতে কত আনন্দ পাবি। অতদূর যদি না পারিস, অষ্টম নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীতা, পরমাত্মা, এই আটটীতেই ওঠা নামা কর। এতে জীবন্মুক্তি লাভ করবি। চুপ করে রইলি? ওঠনা, দেখনা, ওঠা-নামায় কত মজা আছে। দেখ, মনটার একবার আক্কেল দেখ, সে আপন মনে কত দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার দিকে চাইলেই সে অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে যেন কত অপরাধী। তারপর কোন্ ফাঁকে যে কোথায় পালায়, তার সন্ধান করা ভার হয়ে উঠে। মনটা পক্ষীরাজ ঘোড়া। কি দৌড়ুতেই পারে! যাক্ মনের কথা কয়ে আর কি হবে? তোমার ইচ্ছা নাহলে মনের কি সাধ্য কিছু করতে পারে। আমি তোমার শরণাগত হলাম, তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর।

প্রণতপাল রঘুবংশমণি
করুণা সিন্ধু খরারি।
গহে শরণং প্রভু রাখহুঁ
সব অপরাধ বিসারি॥

হে প্রণত-পালক রঘুবংশ-জলধির কৌস্তুভ-রতন! হে করুণা-মহাপারাবার! হে খরঘাতন! আমি তোমার শরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করলাম। তুমি আমার সব অপরাধ বিস্মৃত হয়ে আমায় রক্ষা কর। এ ভীম ভবার্ণবে তুমি ছাড়া আর ত কেহ রক্ষা-কর্ত্তা নাই। নারায়ণ! তাই তোমার চরণে শরণ নিলাম। দেখ নাথ! জানি না তোমার শরণ কেমন করে গ্রহণ করতে হয়। জানি না, যে শরণগ্রহণে তুমি তোমার একান্ত দাস বলে মনে কর, সে কেমন শরণগ্রহণ। তোমার শরণাগত হতে চাই—শিখিয়ে দাও। বল, কেমন করে আমি তোমার হব, আমি তোমার—এ কথা ভ্রমেও ভুলে যাবো না। সুখে দুঃখে রোগে শোকে, কখনও আমি তোমার—একথা ক্ষণমাত্র ভুলব না। আমি তোমার, আমি তোমার, আমি তোমার।

তুমিও বলনা, 'তুমি আমার, তুমি আমার, তুমি আমার"। বলতে পারলে না—দুটী কথা বৈ ত নয়। "তুমি আমার" এই দুটী কথাও বল্‌তে পারলে না? আচ্ছা, বলে কাজ নেই—আমি তোমার যখন তুমি কেন আর চুপ করে থাক্‌বে? কথা কও, কথা কও।

"..........."

ওকি কথা? ও কথা নয়—ও কথা যে প্রাণে······যাক্ আর বল্‌বো না।

"..........."

আবার বলছ? না, ওরকম নয়। এস, আড়াল থেকে নয়, সুমুখে সুমুখে কথা কও। এস, বল, কথা কও।

"..........."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার ওকি বলে ডাক্‌ছ ? ও নয়, কথা কইতে হয় মূর্ত্তি ধরে এস। সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কও—ওতো মনের ছলনা হতে পারে।

"............"

আবার ডাকছ ? বল কি বলছ ? বল মা।

"কেন ভাবছিস্" ?

মা মা ! কি করে তোকে বুঝাই মা ! কত লক্ষবার এসেছি, কতবার গেছি, কত যন্ত্রণা পেয়েছি, মা ! এবারও অকৃতার্থ হয়ে ফিরে যেতে হল ! কৈ তুই এলি মা ? তুই যে বিন্দু নাদ কলাতীতা। আমি যে বিন্দুর গণ্ডীতে বদ্ধ হয়ে রইলাম।

না না, মাঝে মাঝে এই আকাশে গিয়ে পড়ি, কিন্তু তুই কোথা মা ? তোকে আর কবে দেখতে পাবো মা ? দিন তো চলে গেল—বড় ভয় হচ্ছে !

"মাভৈঃ"

মা—মা ! এই 'মাভৈঃ' শব্দ তুই বলছিস্ ? মনের ভিতর বলিস্ না—শব্দ করে বল, বলনা মা।

"............"

মা—মা সদানন্দময়ি মা ! ডুবিয়ে রাখ তোর অমিয়-পরশে। আমায় ডুবিয়ে রাখ মা। ডাক—আবার ডাক, ঐ ডাকের ভিতরে কি জানি কি আছে ; মন আকুল হয়ে তোর পানে ছোটে।

"রাম"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা মা, তোর ডাক বড় মধুর। ডাক ডাক, দিবানিশি ডাক্ আমায়, আমি যেন কি কুহকে সব ভুলে গেছি।

"..................."

সদানন্দময়ি মা! আমায় আর সন্দেহের মাঝে ডুবিয়ে রাখিস না। দে মা—তোর বাণী যে সত্য এ কথা বিশ্বাসের শক্তি দে মা।

"..................."

কি চাই জানিস্? এমন কোন লক্ষণ দেখা যে আমি বুঝ্‌তে পারি—তোর কথা সত্য।

—০—

দেখ, মাঝে মাঝে তোমায় 'মা' বলে ডেকে ফেলি—তুমি হাস কেমন?

"না"।

হাস না! আমি তোমায় মা বলে ডাকি—তুমি না হেসে থাক্‌তে পারো?

"তুইই এক"।

তথাপি একটু যেন ভেদ বলে মনে হয়। যখন 'মা' বলে ডাকি তখন যেন তুমি আমার কত আপনার—কত কাছে থাক, তারপর যখন 'রাম' বলে ডাকি তখন যেন একটু পর পর বলে মনে হয়। মা বলে যাঁকে ডাকছিলাম যেন তুমি সে নও—তুমি আর একজন। দেখ মা! তোমার চরণ দুখানি আমার বড় ভাল লাগে। আচ্ছা, ও চরণদর্শন কি ভাগ্যে ঘটবে না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্রপটে অঙ্কিত চরণের সৌন্দর্য্য দেখে প্রাণ মেতে ওঠে, না জানি প্রকৃত চরণ তুখানি কেমন !

মা মা, ঐ বিন্দুটীকে একবার চরণ দিয়ে স্পর্শ কর্‌তো। ও বিন্দুটী মুছে যাবে কবে ? শুনেছি যা নাদ তাই বিন্দু, তাই চিত্ত—তোমার চরণ তুখানি দাও, চিত্ত ঐ চরণে ডুবে যাক্।

আচ্ছা মা ! সত্যি তোর কথা কইতে ইচ্ছা করে না ? বল্‌না মা—তোর ইচ্ছা করে কি না ? বল্‌না মা, বল্‌না মা, তোকে বলতেই হবে।

"করে"।

যদি কথা কইতে ইচ্ছা করে তবে কেন চুপ করে থাকিস্ ? একবার কৃপাদৃষ্টিতে আমার পানে দৃষ্টিপাত কর্। আমার ক্রটীগুলা চলে যাক্। তুই কাছে এসে—কোলে করে নিয়ে কথা ক—আমি তোর কোলে বসে কথা শুনি।

দেখ মা, তুই আসিস্ নি, তুই আমায় কোলে করিস্ নি তথাপি সমস্ত দেহটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। মা ! তুই কি সত্যই অলক্ষিতে স্পর্শ কচ্ছিস ? জানি না, সাক্ষাৎ দর্শন যেদিন হবে সেদিন কি অবস্থা হবে।

সাক্ষাৎ দর্শন—এ কি উন্মত্তের কল্পনা ! না না, তুই যে সাক্ষাৎ দর্শন দিস্। অনেক ভক্ত যে তোকে দেখে কৃতার্থ হয়েছেন। আমি সেরূপ দর্শন চাচ্ছি। এরূপ লুকিয়ে চুরিয়ে স্পর্শ কি ভাল লাগে ! হাঁ মা, আমি তোর রূপ কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পনা কর্‌বো মা! আমি কীটাণুকীট, আমি তোর রূপ কি জানি, যে কল্পনা কর্‌ব? কল্পনা কর্‌তে পারবো না—অকল্পিত-ভাবে এসে দেখা দে।

দেখ্‌, 'দেখা দে' বললে শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে কেন বল্ দেখি! এ কি ব্যাধি মা?

ব্যাধি নয়, সাত্ত্বিক ভাববিকার।

দেখ ঐ গঙ্গার বুকে মেঘে ঢাকা চাঁদের কিরণ পড়েছে—গঙ্গা, তারপর বনানী, তারপর আকাশ। এই চাঁদের কিরণ আকাশ গঙ্গা, সব কয়টী একত্র হয়ে বড় শোভা হয়েছে! কি এক ভাব প্রাণে খেল্‌ছে, প্রকাশ করতে পাচ্ছি না। সে ভাবটী কি? বড় ভাল লাগছে, যেন কোন অতীতের স্মৃতি, কোন হারান-যুগের অস্পষ্ট ছায়া এসে হৃদয়ে পড়ছে। যখন গঙ্গার সলিল-কণা-পূত সমীরণ এসে শরীর স্পর্শ করছে তখনই তোমার কথা মনে পড়ছে—এ যেন তোমার পরশ। বড় স্নিগ্ধ, অতি মধুর—এমন জ্যোৎস্না-পুলকিতা যামিনী, ভাগীরথী দুকূল প্লাবিত করে প্রবাহিতা হচ্ছেন। মৃদু মৃদু বাতাস বইছে, তুমি এ তুলসী-কাননে বেড়াতে একবার এসো না! তুমি ভালবাস বলেই ত তোমার জন্য তুলসী-কানন করেছি। একবার এসো না! দোষ কি? অবশ্য সব এখনও পরিষ্কার করতে পারিনি, একখানি তো পরিষ্কার আছে। এস, একবার তুলসী-কাননে এস। আমি না হয় তোমার ভক্ত নই। কিন্তু তুলসী ত তোমার অতিপ্রিয়া। আমার জন্য তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসীকেও দেখ্‌তে আসবে না? সত্যই আমি এমনি হতভাগ্যই বটে! যার জন্য তুমি তুলসীকেও আর ভালবাস না—তুলসী-কাননে আস না। অথবা তুমি তুলসী-কাননে নিত্য সন্নিহিত—আমি অন্ধ, আমি তোমায় দেখ্‌তে পাই না। মনে করেছিলাম, তুলসী-কানন করলাম্, একদিন না একদিন তুমি দেখতে আস্‌বে আর আমি তোমায় সে সময় দেখে নেবো। কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হোলো না। তুমি এলে না, কিম্বা তুমি এলেও আমি তোমায় দেখতে পেলাম না। এসব কথা খুব রঞ্জিত করে বলছি না, সত্যই আমি তোমায় চাই। কিন্তু ঠিক পাচ্ছি না, তোমাকে পেলে আর কিছুর বাসনা তো থাক্‌বে না! কৈ তা হয়েছে? কখনও মনে হয় যেন কোন উপদেষ্টা আস্‌বেন—তিনি তোমার সাধন ভজন শিখিয়ে তোমায় দেখিয়ে দেবেন! তাই কি? তিনি কবে আস্‌বেন? কোথায় দর্শন পাবো? কেমন করে চিন্‌বো? তাই যদি হয়, দাও তাঁকে পাঠিয়ে দাও, আর দেরী করো না। আমি তাঁর চরণে সব সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। হে করুণাময় গুরো! বলো প্রভো, বলো নাথ! আবার কার কাছে উপদেশ নেবার জন্য যাবো? কে আমায় সমাধি-ভূমিতে চিত্তের স্থিতিলাভের উপায় বলে দেবেন, অথবা ওসব ভাবনায় কি প্রয়োজন আছে—বসে বসে রাম রাম করি, তোমার যা ইচ্ছা হয় কর। রাখ রাখ, মার মার, যেটা তোমার প্রাণ চায় তাই করো, আমি তোমার দাসানুদাস—সেবক। তুমি যেটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবে, সেটীই আমার ভাল—এ বিশ্বাস দৃঢ় থাকে না। এ বিশ্বাস যাতে দৃঢ় হয়, সেই উপায় তুমি আমাকে বলে দাও। অথবা তুমি আমায় কি বলবে, আমার যা চাই, আমার জন্য যা করার প্রয়োজন তুমি সবই করছ। আমি দেখতে পাচ্ছি না বলেই তুমি নীরবে আছ—একথা হতে পারে না। অতীতের পানে যদি একবার চাই, দেখি কত মহা মহা অপরাধ, কত ত্রুটী, আমাকে তোমা হতে দূরে রেখেছিল। তারপর হে নয়নাভিরাম—মনোভিরাম রাম! হে আমার সদানন্দময়ি মা! তুমি ত সেই সব দোষ, সেই সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করে যেখানে এনেছো, সেখান হতে মনে হচ্ছে তুমি আর বেশী দূরে নও; কিন্তু এখনও আমার ভিতর দোষ রয়েছে, কাম ক্রোধাদি সবই রয়েছে—এ গুলার কি হবে? সে চিন্তাই বা আমি করব কেন? পুত্রের অঙ্গে ময়লা মাটী লেগে থাক্‌লে মা সে-সব ধুয়ে মুছে যেমন কোলে নেন—তেমনি তুমি আমার মালিন্য দূর করে তোমার কাছে নিয়ত রাখবে—এ কথা কি আমায় আর বল্‌তে হবে! হাঁ, বল্‌তে হবে। তুমি কল্পতরু, তোমার কাছে যে যা চায় সে তাই পায়। তুমি আমাকে তোমার করে নাও, তুমি আমার হও—এ কথা বল্‌তে হবে বৈকি! বল্‌তে বল্‌তে যেদিন আমার বলা ফুরাবে, তোমার করুণা-বজ্রাঘাতে যেদিন আমার অহংতা-মমতা-রূপ সুমেরু-শৃঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে—সেদিন কণ্ঠ শব্দহারা হবে, জিহ্বা শব্দোচ্চারণ করিতে পার্‌বে না, বাক্ বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিক্রম করে পরায় গিয়ে নিশ্চলা হয়ে থাক্‌বে।

সেরূপ যতদিন না হয় ততদিন তোমায় সব জানান ছাড়া উপায় কি! তাই বলি—আবার বলি, হে নাথ! হে দীননাথ! হে সীতানাথ! হে রঘুনাথ! হে ব্রজনাথ! হে প্রাণনাথ! হে সদানন্দময়ি মাতঃ! আমায় কৃপা কর। করুণা-কুলিশাঘাতে অহংকার-মমকার-গিরিশির চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও। ওই 'আমার আমার' ঐ 'আমি আমি'ই তো তোমা হ'তে আমাকে দূরে রেখেছে। যা আমি মমতার দাগ দিয়ে মলিন করেছি, সে সবকে পশ্চাতে রেখে—সে গুলোকে ঢেকে তুমি দাঁড়াও। অখণ্ড তুমি, আমি তোমাকে খণ্ড খণ্ড করে রেখেছি। সমরস তুমি, আমি মমতা-গরল পান করে উন্মাদ হয়ে সে রস আস্বাদনে অসমর্থ হয়েছি। এস প্রাণেশ্বর! এস হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমার মূলাধার স্বাধিষ্টান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ সহস্রদল—সব চক্র ব্যেপে তুমি দাঁড়াও, সব এক হয়ে যাক। আমি অন্তরে একমাত্র তোমাকে দেখতে দেখতে আমাকে হারিয়ে ফেলি। হে সমরস পুরুষ! একবার অতল বিতল সুতল তলাতল রসাতল মহাতল পাতাল ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—বাইরে এই চতুর্দ্দশভুবন ব্যেপে দাঁড়াও দেখি। চতুর্দ্দশ ভুবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। একমাত্র তুমিই থাক—আমি তোমায় দেখি। এ কথা কি করে বলব! কেন না চতুর্দ্দশ ভুবন যখন না থাক্‌বে তখন আমি কোথায় থাকবো! যাক এ অহং-বিন্দুটাও তোমাতে ডুবে যাক্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনেছি ভক্তগণ বলেন—চিনি হওয়ার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল। আচ্ছা তুমিই বল দেখি—চিনি হওয়া ভাল কি খাওয়া ভাল ? তবে তার ভিতর কেউ ইচ্ছা করলে ত কিছু করতে পারে না। যাকে চিনি কর, তিনি চিনি হন ; আর যাকে চিনির ভোক্তা কর, তিনি চিনি ভোজন করেন—সবই তোমার ইচ্ছা। হে যন্ত্রিন্! ক্ষুদ্র কীটাণুকীট আমি, আমার কি শক্তি আছে প্রভো! একটা তৃণ উত্তোলন করি এ সামর্থ্য আমার নাই। তবু যে 'আমি করি' 'আমি করব' এসব কথাগুলি অবাধে বলে থাকি তা দারুণ মূর্খতা। আমি এরূপ কার্য্যকরণে সমর্থ—এ কথাতে উপনিষদের একটি ঘটনা মনে পড়ল। ব্রহ্ম সুরাসুরের যুদ্ধে সুরগণকে জয়ী করালেন। দেবতাগণ মনে ভাবলেন—আমাদের শক্তিতে আমরা জয়ী হয়েছি। ব্রহ্ম তা জানতে পেরে অদ্ভুত আকার ধারণ করে তাঁদের সম্মুখে এলেন। তিনি কে তা তাঁরা বুঝতে না পেরে অগ্নিকে তার কাছে পাঠালেন। তিনি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তুমি কে ? অগ্নি বল্‌লেন—আমি অগ্নি জাতবেদা, আমি সমস্ত দগ্ধ করতে পারি। তিনি একটি তৃণ দিয়ে বল্‌লেন—এটীকে দগ্ধ কর। অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগে সেটীকে দগ্ধ করতে না পেরে ফিরে এসে বল্‌লেন—এই পূজ্যটী কে তা বুঝতে পারলাম না। বায়ু গেলেন ব্রহ্মকে জানতে। তিনি সেইরূপ তৃণটী দিলেন। বায়ু সর্ব্বশক্তি প্রয়োগেও তা গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়ে ফিরে এসে বল্‌লেন—না, আমি জানতে পারলাম না। ইন্দ্র অগ্রসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হলেন। হৈমবতীর মুখে ইন্দ্র ব্রহ্মের পরিচয় লাভ কর্‌লেন। তিনি বল্‌লেন—এ বিজয়ে কৃতিত্ব তোমাদের নয়, এঁর কৃপায় তোমরা জয় লাভ করেছ। তখন দেবগণের ভ্রম দূর হল। যা কিছু তুমি কর, তোমার কথা ভুলে গিয়ে আমি বলি, এসব আমি করছি। এই যে আত্ম-বিস্মৃতি, এই যে ঘুমঘোর, এই যে অজ্ঞান-আঁধার, তুমি দূর করে না দিলে আর কে দিবে! তুমি এসে বল—

আমি যন্ত্রী, যন্ত্র তুই মোর।
নাথ! তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র তব—
কভু যদি ক্ষণ তরে হয় ইহা
মানসে উদিত মম;
ডুবে যাই আনন্দ-পাথারে,
নাহিক কর্তৃত্ব নাহি স্বাধীনতা মোর।
যেমন চালাও তুমি
চলি সেইরূপ। এ ভগ্ন দীর্ণ বীণায়
যে সঙ্গীতের তোলো তুমি তান—
সে মধুর সঙ্গীত-নিক্কণ
সকলের কর্ণে করে সুধাবরিষণ।
তোমার ইঙ্গিতে খেলিয়া বেড়াই আমি
বিশ্ব-খেলাঘরে নানাবিধ খেলা।

বল নাথ! কবে আমার এ অবস্থা আস্‌বে? আমি আমাকে ভুলে গিয়ে তোমার হয়ে থাক্‌বো, তুমি যেরূপ বলাবে আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইরূপ বলব—যে পথে চালাবে সে পথে চলব। আমার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা থাক্‌বে না। আমি তোমার ক্রীড়নক হয়ে থাকবো—এরূপ দিন আমায় দেবে কি? সে ইচ্ছা তোমার—তোমার ইচ্ছার উপর তো আমার কোন জোর নাই। ভক্ত যদি হতাম, তাহলে জোর থাকত। ভক্ত হতে ইচ্ছা যায়। মানুষ কি করে ভক্ত হতে পারে তা তুমি বলেছ—

মদ্ভক্তসঙ্গো মৎসেবা মদ্ভক্তানাং নিরন্তরম্।
একাদশ্যুপবাসাদি মম পর্ব্বানুমোদনম্॥
মৎকথাশ্রবণে পাঠে ব্যাখ্যানে সর্ব্বদা রতিঃ।
মৎপূজা পরিনিষ্ঠা চ মম নামানুকীর্ত্তনম্॥

আমার ভক্তসঙ্গ, আমার ও আমার ভক্তের সেবা, একাদশীর উপবাসাদি, আমার পর্ব্বের অনুমোদন, আমার কথা শ্রবণে, পাঠে ও ব্যাখ্যায় সর্ব্বদা অনুরাগ, আমার পূজায় নিষ্ঠা এবং আমার নামানুকীর্ত্তন—এই সকল অনুষ্ঠানে আমাতে ভক্তি হয়।

তোমার এ অমৃতময়ী বাণী শাস্ত্রমুখে শুনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। (হাঁ, করছি বল্‌তে হবে বৈকি, অহং তো নাওনি)। তোমার ভক্তসঙ্গ দুর্লভ, ভক্তসঙ্গ করে ঠিক বুঝতে পারি না, তুমি কেমন! বৈষ্ণব যিনি তিনি 'বিষ্ণুই সব আর কেউ কিছু নন' ইত্যাদি বলেন। শৈব ভক্ত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন, বিষ্ণু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবের কিঙ্কর হবার যোগ্য নন। শক্তিভক্ত বলেন—আমরাই সকলের বড়। এসব ভক্তসঙ্গে তৃপ্তি পাই না। এঁরা তোমাকে খণ্ড রাখতে চান অথবা ইষ্ট-নিষ্ঠা আনবার জন্য এও প্রয়োজন —এও তোমারই ইচ্ছা। সেবা করি—এ সাধ্য নাই, তথাপি কিছু করি। একাদশীর উপবাসাদি তোমার পর্ব্বের অনুমোদন করছি বটে, তবে তাতে অনেক ত্রুটি থাকে। তারপর তোমার কথা শ্রবণ, পাঠ ও ব্যাখ্যায় সর্ব্বদা রতি—এও হয়নি; তোমার কথা ভিন্ন অন্য কথা কত বলি। তোমাকে ভুললে যেন আমার কি হারিয়ে গেছে মনে হয় না তো! তোমার পূজায় নিষ্ঠা এবং সতত নামকীর্ত্তন তাই বা কৈ?

তুমি উপায় বলেছ। আমি সে উপায় অবলম্বন ঠিকভাবে করতে পারছি না। দাও, তুমি শক্তি দাও। তুমি তোমাকে ধরবার বুঝবার শক্তি দাও। আমি তোমাকে দৃঢ় করে ধরে থাকি। তুমি ছাড়া কিছু যেন বলি না, দেখি না, শুনি না। আজ প্রণব-চিন্তার মধ্যে একটি কথা বেশ দিলে—অকার, উকার, মকার, নাদ, বিন্দু, কলা। কলাটী কি? এই চিন্তায় তোমার উপনিষদের কথা মনে করিয়ে দিলে—

"ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ"

প্রকাশবান্ নামক ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদ।

"প্রাচী দিক্ কলা, প্রতীচী দিক্ কলা, দক্ষিণ দিক্ কলা, উদীচী দিক্ কলা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই চারিটী দিক্ হল তোমার প্রকাশবান্ নামের চতুষ্কল পাদ। বুঝা গেল চতুর্দিক্ তোমার কলা। আচ্ছা, তারপর তোমার অনন্তবান্ নামের চতুষ্কল পাদ।

"পৃথিবী কলা, অন্তরিক্ষং কলা, দ্যৌঃ কলা, সমুদ্রঃ কলা।"

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ, সমুদ্র এ ত তোমার কলা। তোমার জ্যোতিষ্মান্ নামের চতুষ্কল পাদ।

"অগ্নিঃ কলা, সূর্য্যঃ কলা, চন্দ্রঃ কলা, বিদ্যুৎ কলা।"

অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ তোমার কলা।

তোমার আয়তনবান্ নামের চতুষ্কল পাদ।

"প্রাণঃ কলা, চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রং কলা, মনঃ কলা"।

তাহলে প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন—সব তোমার কলা। চতুর্দিক্ই তোমার কলা।

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ তোমার কলা। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ তোমার কলা। প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন তোমার কলা। দেখ, তোমার এই অগ্নি-সূর্য্য-চন্দ্র-বিদ্যুৎকলাযুক্ত জ্যোতিষ্মান্ পাদের কথায় গৌতমীয় তন্ত্রের ত্রিবিধ কুণ্ডলিনীর কথা মনে পড়ল। মূলাধার হতে হৃদয় পর্য্যন্ত ওঁকারময়ী বহ্নি-কুণ্ডলিনী, হৃদয় হতে কামবীজময়ী সূর্য্য-কুণ্ডলিনী ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত এবং ভ্রূমধ্য হইতে মায়াবীজময়ী চন্দ্র-কুণ্ডলিনী ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত। তারপর বিন্দু-নাদময় বাসুদেব তুরীয়। ভিতরেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বাইরেও সেরূপ। কলাতীতা প্রকৃতি এই ষোল কলার অতীতা। এই ষোড়শ কলা যখন ভাসে নাই, অথচ তোমা হতে বিযুক্তা হয়েছেন—মাত্র প্রথম স্পন্দন—এটাই প্রকৃতি। তিনিই কলাতীতা। তারপর পরমাত্মা, পরমাত্মা তো দিক্-দেশ-কালাদির দ্বারা অনবিচ্ছিন্ন অনন্ত বিরাট মহান্ একরস! সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মার ধ্যান করতে করতে মন পরমাত্মায় ডুবে যায়। নচেৎ কি করে ধরা যেতে পারে? অধরকে কিসের দ্বারা ধরবে?

দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি
খং বৈ নাভিং চক্ষুষী চন্দ্র-সূর্য্যৌ।
দিশঃ শ্রোত্রে যস্য পাদৌ ক্ষিতিঃ
ধ্যাতব্যোঽসৌ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

ব্রাহ্মণগণ যাঁর স্বর্লোক মস্তক, আকাশ নাভি, চক্ষুদ্বয় চন্দ্র-সূর্য, দশদিক্ কর্ণ, ক্ষিতিকে পাদ বলেন, এই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পুরুষ ধ্যেয়—এ যে তোমার ধ্যান বলা হল। এ কিন্তু কলার ধ্যান। এরূপ ধ্যান করতে করতে মন প্রকৃতি তারপর তোমাতে ডুবে গিয়ে উপাধিশূন্য হয়।

সকলের মূলে তোমার কৃপা দরকার, নচেৎ কিছু করবার উপায় নাই। তোমার কৃপা ব্যতীত এই ষড়োর্ম্মি-সঙ্কুল সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া আমার সাধ্যাতীত। কৃপা কর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাথ ! কৃপা কর প্রভো, কৃপা কর প্রাণেশ্বর ! আমায় তোমার কর, তুমি আমার হও।

"ভক্তরে" "ভক্তরে"—

একি ! ভক্ত বলে কাকে তুমি ডাক্‌ছ, ভক্ত হতে পারিনি। তথাপি এ ডাকে শরীর রোমাঞ্চিত কেন হচ্ছে ! বল কাকে তুমি ডাক্‌ছ ?

"তোকে"—

আমাকে ভক্ত বলে ডাকছ ! আমি কি করে তোমার ভক্ত হলাম ? এত ত্রুটী, এত বাসনা নিয়ে কখনও মানুষ ভক্ত হ'তে পারে না। তুমি রহস্য করছ না তো ? ভক্ত বলে ছলনা করছ না তো ? অথবা এ ডাক তোমার নয়—মন অহঙ্কার বৃদ্ধি করবার জন্য ছলনা করছে। মন ! তুমি আমাকে ভক্ত বলে ডাকছ ? সত্যই মন ! আমি তোমার ভক্ত বটে, কিন্তু যাঁর ভক্ত হলে সংসার-নিবৃত্তি হয়ে যায়, তার তো ভক্ত হতে পারিনি। সেও মন তোমার জন্য ; তুমি কেবল উন্মাদের মত ছুটে বেড়াও—তাই আমি তাঁর হতে পারিনি। মন ! তুমি কৃপা কর। তুমি—তোমার যিনি মন, তাঁর কাছে আমায় নিয়ে চল। আহা ! কবে তোমার দেখা পাব ? হে দয়াময় হরে ! শুনেছি তুমি মনোবাক্যের অগোচর। তথাপি তোমার ভক্তগণ নাম-লীলা-গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা তোমার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। আমি যে কিছুই কর্‌তে পারি না—আমি কেমন করে তোমার দেখা পাব ? কিরূপে তোমার কথা শুনবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ্য হব ? তাই মাঝে মাঝে যে ডাক শুনতে পাই—তা তোমার কিনা সন্দেহ হয়।

"আমি যোগ্যতার অপেক্ষা করি না।"

হে অনন্ত কৃপা-পারাবার ! এত দয়া না হলে লোকে তোমাকে 'পতিত-পাবন' 'অধম-তারণ' বল্‌বে কেন ? আমি যোগ্যতার দ্বারা তোমার কৃপা লাভ করব—এ কথা কার সাধ্য, কে বলতে পারে ? তুমি কৃপা না করলে যোগ্যতা কেমন করে আসবে ? তুমি কৃপা করে তোমাকে পাবার বাসনা জাগিয়ে দাও। তুমি কৃপা করে ত্রুটি মার্জ্জনা করত সাধনার শক্তি দাও। তোমার কৃপাই তোমার ভক্তকে সর্ব্বদা রক্ষা করে থাকে—যোগ্যতা এনে দেয়।

তুমি যোগ্যতার অপেক্ষা করলে কেউ কখনও তোমায় লাভ করতে পারতো না। সাধুগণ বলেন—তোমায় লাভ করা বিষয় অর্জ্জনের মত নয়; তোমায় লাভ করার অর্থ তোমার হয়ে যাওয়া। "দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিনু, দয়া জেঁানু ন ছোঁড়বি মোঁয়"—এমনি ভাবে তোমায় দেহত্রয় দান করে তোমার হয়ে থাকাই তোমায় লাভ করা। আমার তোমাকে পাবার অন্তরায় হ'ল—তোমাকে লাভ করবার বাসনা-শূন্যতা—বাসনা হ'ল না ! তোমাকে লাভ করবার একান্ত বাসনা অদ্যাপি হ'ল না! কত কি ছাই-ভস্ম বাসনা হয়—আর তোমাকে পাবার বাসনা কিছুতেই হ'ল না ! 'মন্ত্রের সাধন কি শরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতন'—এ প্রতিজ্ঞা করে কৈ তোমায় ডাক্‌তে পারি! কৈ তোমার জন্য ভোগত্যাগ—কৈ তোমার জন্য প্রাণের একান্ত আগ্রহ! কিছু নাই, কিছু নাই! সাধুবেশধারী আমি লোক-বঞ্চক ভিন্ন আর কি?

তাই কি? লোকবঞ্চনাই কি আমার লক্ষ্য? না না, আমার তা তো লক্ষ্য নয়। আমি যে তোমায় চাই।

"....................."

ডাক্‌ছ? বল কি বল্‌বে? কিছু বল্‌বে না? আচ্ছা বোলো না! তোমার ডাক বড় মধুর, তোমার স্পর্শ অতি সুখপ্রদ! তোমার মধুময় স্পর্শে সব যেন কি হয়ে—সব ভুলে যাই! এমন স্পর্শ তুমি কোথায় পেয়েছ—কি করে শিখেছ এমন করে স্পর্শ করতে? এমনি করে স্পর্শ করে কেন চিরদিন থাক না? তুমি কেন চলে যাও? আমায় ছেড়ে কেন যাও? কোথায় যাও? যেও না—যেও না, থাকো থাকো—আমায় বেশ করে ধরে থাকো।

তুমি কিন্তু বেশ! এই আছ, এই আর সাড়া নাই! কেন এমন কর—কেন চলে যাও? কেন বল?

"তোকে আমি বড় ভালবাসি"।

আবার রঙ্গ করতে এসেছো? কেন ভালবাস—বল না, কেন ভালবাস? চুপ করে রইলে—আর কথা কবে না? কি দোষ করলাম—তুমি নীরব হয়ে গেলে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"....................."

আবার এসেছো—আবার ডাক্‌ছো! বল কি করবো? বল কি কর্‌লে তুমি সর্ব্বদা কাছে থাক্‌বে, তুমি চলে যাবে না, তোমার পরশ-পাথারে আমাকে ডুবিয়ে রাখবে? যে কর্ম্মের দ্বারা আমি তোমার হয়ে যাবো—সে কর্ম্ম কি?

"মামেকং শরণং ব্রজ"

তাই কর—আমাকে তোমার শরণাপন্ন করে নাও। আমি কেমন করে তোমার শরণ গ্রহণ ক'রব—তুমি শরণগ্রহণ করাও। শক্তি দিয়ে তোমার করে নাও, নচেৎ আমার যে কোনও শক্তি নেই। তোমার কথা শুনে মনে হয়—মানুষের তোমার শরণগ্রহণ কর্‌বার শক্তি আছে। কিন্তু তোমার কৃপা না হলে কৈ তা পারে? 'আমার শরণগ্রহণ কর'—এই কথার দ্বারাই কৃপা কর। তুমি তো যাকে তাকে একথা বল না—এ আহ্বান যে তোমার বড় কৃপার পরিচয়।

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম॥

একবার প্রপন্ন হয়ে 'আমি তোমার' বলে যে কেউ তোমার শরণ লয়, তাকে তুমি অভয় দাও।

আমি যে অদ্যাপি প্রপন্ন হতে পারি নি! কত রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা অবাধে সহ্য করছি, তথাপি তোমার প্রপন্ন হতে পারলাম না!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত লোক দেহত্যাগ কর্‌ল—কত মৃতদেহ এই গঙ্গা দিয়ে ভেসে যেতে দেখলাম—কত মৃতদেহ শৃগাল কুকুরে ভোজন কর্‌ছে দেখছি—তথাপি দেহাসক্তি গেল না! আমাকে দেহত্যাগ কর্‌তে হবে, আমার সঙ্গে কিছুই যাবে না, বেশী কথা কি—'আমাকে মর্‌তে হবে'—একথা দিনান্তে একবার মনেও হয় না! এর চেয়ে আশ্চর্য্য কি আছে! শরণাগত কে হয়—যে বিপন্ন। আমি মহাবিপন্ন হয়েও, আমি যে বিপন্ন এ কথা মনে কর্‌তে পারি না।

বিপন্ন বোধ না থাকায় বিষাদ আস্‌ছে না, বিষাদের অভাবে একান্তভাবে শরণাপন্ন হতে পাচ্ছি না। তুমি আমাকে—আমি যে বিপন্ন—একথা বুঝিয়ে দাও।

দেখ, তোমায় কত কথা বলি—তুমি রাগ কর না তো? যদি অসন্তুষ্ট হও, তাহলে আমার কোন উপায় নাই। তুমি একবার করুণা-নয়নে আমার দিকে চাও—আমার সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কোন দুঃখ, কোন জ্বালা থাকবে না—একবার তুমি চাও! আচ্ছা, আমার দিকে একবার চাওয়া কি খুব কঠিন—তাই তুমি চাইতে পার না? না না আমি ভুল কচ্ছি; তুমি যে "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ"—ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম সবই যে তোমার চক্ষু। ঊর্দ্ধে অধে সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে—তোমার চক্ষু সমন্তাৎ প্রসারিত হয়ে রয়েছে। করুণা-নয়নে তুমি যে সর্ব্বদা আমার দিকে চেয়ে আছ। আমার একটি ক্ষুদ্র কর্ম্ম, একটি তুচ্ছ চিন্তাও তোমার চক্ষুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগোচর হবার উপায় নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে কত অশাস্ত্রীয় কার্য্য করি,—কিন্তু তোমার চক্ষুর অন্তরালে যাবার তো কোন উপায় নাই! তুমি তো আমার আবাল্যকৃত কর্ম্মরাশি সব দেখছো। তুমি তো সব জানো! তুমি যে আমাকে দশদিক্ হয়ে দেখছো, চন্দ্র সূর্য্য হয়ে দেখ্ছো, আকাশ বাতাস হয়ে নিয়ত আমায় দেখছো—তাতো আমি জানতাম না! আমি তোমার চক্ষের সমুখেই আছি—এ না জেনে কত অন্যায় কর্ম্ম করেছি—আমার গোপন-কৃত কর্ম্ম কেউ জান্‌ল না, তুমি তো সব জানো, সবই দেখেছ! হে হরে! হে মধুসূদন! হে অধমতারণ পতিতপাবন! আমার ন্যায় অন্যায় কর্ম্ম তুমি সবই জানো, আমি আমার সেই ন্যায়-অন্যায় কর্ম্ম দিয়ে তোমার পূজা করবো; নাও গ্রহণ কর—আমার জন্ম-জন্মান্তর ও ইহজন্ম-সঞ্চিত অন্যায় কর্ম্ম, নাও আমার সমস্ত সুকর্ম্ম, সব তোমার চরণে দিলাম। তুমি আমার নিখিল কর্ম্ম-রাশি নাও, বল—'ওঁ স্বস্তি'—স্বীকার কর। করতে পারলে না, বল্‌তে পারলে না যে—তোর সমস্ত কর্ম্ম নিলাম!

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

এ তো তোমার কথা। তুমি যে বলেছ—যা কর, যা ভোজন কর, যা হোম কর, যা দান কর, যা তপস্যা কর—সব আমাকে দাও। সে সাহসেই তোমার চরণ-নলিনে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ কর্‌লাম—নাও! আমাকে কর্ম্মপাশ হতে মুক্ত কর! ঐ অনন্ত কর্ম্মরাশিই আমাকে তোমার কাছ হতে দূরে রেখে দিয়েছিল—তোমা হতে পৃথক্ করে দুঃখ দিচ্ছিল। সে সমস্ত কর্ম্ম তোমার চরণে অর্পণ করে আজ আমি—আজ আমি তোমার হলাম।

আমি তোমার! আমি তোমার! আমি তোমার! আমার তো আর কিছু কর্‌বার নাই। আমি শুধু চেয়ে থাক্‌ব তোমার দিকে। হরি হরি! তুমি যে সব! যেদিকে চাব—সব তুমি। গঙ্গার দিকে চাইলাম—গঙ্গাতো তুমি, বনের পানে চাইলাম—তাও তুমি, আকাশপানে চাইলাম—তাও তুমি। বেশ মজা হয়ে গেছে, তুমি ছাড়া যখন কিছু নাই তবে আর ভাবনা কি! যা দেখব, যা শুনব, যা বল্‌বো, সব তুমি। আচ্ছা, যদি সবই তুমি, তবে গঙ্গা বন আকাশ—সব পৃথক্ পৃথক্ মনে হয় কেন? এত ভেদ কোথা থেকে এল? হাঁ, শুনেছি—ভেদজ্ঞানের কারণ 'অজ্ঞান'। সে অজ্ঞান তো খুব শক্তিশালী দেখছি যে তোমাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখাচ্ছে। আচ্ছা, সে অজ্ঞান কি? সৎও নয় অসৎও নয়—ভাবরূপ যৎকিঞ্চিৎ, দেহে আমি-বোধেরও নাম অজ্ঞান বা অবিদ্যা। আমি যদি দেহ না হই—আমি কে—'কোঽহং'?

এতদিন ধরে দেহটাকে 'আমি' বলে আস্‌ছি—সে দেহটা আমি নই! এই দেহটার জন্য কত লাঞ্ছনা ভোগ করলাম, কত লোকের সঙ্গে শত্রুতা মিত্রতা হোলো, কত নিন্দা সুখ্যাতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুন্‌লাম, কত জিনিষে মমত্ব স্থাপন কর্‌লাম, কত অহঙ্কারের কথা বললাম, কত অহঙ্কারের কাজ কর্‌লাম—তারপর জীবনের শেষ প্রান্তে শুনলাম যে আমি দেহ নই! এ কথা যে আজ নূতন শুন্‌ছি তা নয়। অনেকবারই একথা শুনেছিলাম, সে শোনায় শোনা হয় নাই—সে ভাসা ভাসা শোনা হয়েছিল, বড় অস্ফুট অতিক্ষীণ। আজ আমি তোমার বলে—আমি কে সেই পরিচয় নেবার ইচ্ছা তুমিই দিচ্ছ—এ তোমার দেওয়া ইচ্ছা। বল কাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব—'কোঽহং'? এখানে তো কেউ নাই, আছ তুমি—শিব শালগ্রাম গুরু গঙ্গা সীতারামরূপে। বল—'কোঽহং'? উত্তর দাও 'কোঽহং'?—উত্তর দিবে না! আবার কার কাছে জান্‌তে যাবো—"কোঽহং"? না, কোথাও যেতে পার্‌বো না, তোমায় বলতে হবে 'কোঽহং'? আমি না শোনার মত শুনেছি, না বোঝার মত বুঝেছি—ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই ভূতাত্মক স্থূলদেহ আমি নই। আমি আরও শুনেছি—পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি দশ ইন্দ্রিয় গঠিত সূক্ষ্মদেহও আমি নই। আমি শাস্ত্রে দেখেছি অজ্ঞানরূপ কারণদেহ আমি নই। এসব কথা মাত্র শুনেছি বুঝিনি—বুঝতে পারিনি। বল, আমায় বেশ করে বুঝিয়ে বল, যদি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহ আমি নই, তবে আমি কে? কারণের পর কারণের অতীত তুমিই আছ—তবে আমি কে? আমি কোথায়? স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণের অতীত তুমি ছাড়া যখন আর কিছুই নেই, তবে কে আমি! কেহ বলেন—'সোঽহমস্মি'। বল দেব! বল নাথ! বল প্রাণেশ্বর!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি 'তুমি' কি করে হব—এ যে অনেক প্রভেদ। তুমি সীমাশূন্য মহাপারাবার—আমি ক্ষুদ্র জলকণা। তুমি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড, আমি তোমার একটী ক্ষীণরশ্মি। তুমি মহান্ জ্যোতিঃ-পিণ্ড, আমি ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ। সত্যই আমি বুঝি না, বুঝতে পারি না, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি—বল আমি কে? আমি যদি তুমি, তাহলে কৈ তোমার অসীমা শক্তি, কৈ অনন্ত ঐশ্বর্য্য? এ বড় জটিল প্রশ্ন! এ প্রশ্ন শত শত শাস্ত্রবাণীতে মীমাংসা হতে পারে না, এ প্রশ্নের উত্তর তুমি না জানালে কেহ জান্‌তে পারে না। বল আমি কে, বল আমি কে? ফাঁকা কথা নয়, ঠিক করে বুঝিয়ে দাও—আমি কে? বলে দাও, বুঝিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও—আমি কে? কত দিন কত যুগান্তর অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কত কাঁদছি, কত হাসছি, কিন্তু 'আমি যে কে' তা পর্য্যন্ত জানি না। এ পর্য্যন্ত সন্ধান জান্‌তে পারলাম না! ভূতগুলোকে 'আমি' বলে দুঃখ পাচ্ছি। তোমায় বলতে হবে—নিশ্চয় বলতে হবে, আমি কে? চুপ করে রইলে? তা হবে না। তোমাকে বলতে হবে—আমি কে?

ঠিক হয়েছে। বশিষ্ঠদেবের প্রতিজ্ঞা আছে—যতদিন অধিকারিগণ জগতে থাকবে, ততদিন আমি জ্ঞানদান করবার জন্য থাকবো। হে বশিষ্ঠদেব! আপনি আমার রামের গুরু, আপনি আমায় বলুন—আমি কে? কি? কি? কি? দেখাতে হবে! দেখাতে হবে!

কে দেখাবেন—গায়ত্রী? আচ্ছা বেশ। মা গায়ত্রী!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তোমার শরণ নিলাম, তুমি আমায় সত্যদর্শন করাও—যে সত্যকে দর্শন কর্‌লে বিন্দুমাত্র মালিন্য থাক্‌বে না। যে সত্যের অত্যুজ্জ্বল আলোকে বহু যুগের হারানো 'আমি'কে আমি প্রত্যক্ষ করতে পারবো, সত্য-আমি হয়ে মিথ্যা-আমিকে দেখব। নিয়ে চল নিয়ে চল—'ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ'। আমার বহুরূপিণী বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়ে চল—সেই বরণীয় ভর্গের কাছে, যিনি ত্রিলোক প্রকাশ করেছেন। তিনি নিশ্চয় আমার আমিকে ধরিয়ে দেবেন। আচ্ছা—তুমি বশিষ্ঠ, গায়ত্রী, প্রণব এসব কি ভিন্ন ভিন্ন? বেশ তো - তুমিই তো সব! যা খুসী কর—আর তোমার সঙ্গে কথা কবো না।

আমি যদি তোমার সঙ্গে কথা না কই, তাহলে তোমার কোন ক্ষতি নাই, তা বুঝি, তথাপি বলে ফেলি। 'কোঽহং' এ প্রশ্নের এখনও উত্তর হয়নি। বল "কোঽহং"—"কোঽহং" —"কোঽহং" এ ত প্রশ্ন, এর উত্তর "কোঽহং" হয় কি করে? ওঃ—বুঝেছি 'ক' শব্দে বিষ্ণু, 'অহং' শব্দে আমি। 'আমি কে' এর উত্তর "আমি বিষ্ণু"—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে যে মহিমময় পুরুষ অবস্থান কচ্ছেন—না এ ঠিক বলা হলো না—যাঁর একপাদে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড জলবুদ্বুদের মত উঠ্‌ছে, খেল্‌ছে, ডুবে যাচ্ছে, তিনপাদের কোন সন্ধানই নেই, সেই বিশাল বিরাট্ অপ্রতর্ক্য অননুমেয় অসীম অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন অবিজ্ঞেয় অবাঙ্‌মনসগোচর নির্গুণ নির্বিকার নিরাকার অনাম অরূপ পুরুষ আমি,—এ কি করে সম্ভব হতে পারে, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে একরস পুরুষ। দেখ, তুমি না বলে তিনি বল্লাম, তুমি তত্ত্বদৃষ্টিতে অপরিচ্ছিন্ন, আবার লীলা করবার সময় নবঘনশ্যাম সুন্দর। আচ্ছা তুমি বল, আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন একটা বিন্দু, আমি কি করে তুমি হতে পারি—বল, তুমি ছলনা করোনা। বল, সত্যি করে বল আমি কে?

'দাসত্বং'—এবার ঠিক হয়েছে। "আমি দাস" আমি তোমার দাসানুদাস, তোমার সেবাই আমার জীবনের ব্রত হোক্, তোমার সেবা ছাড়া আর আমার কোন কার্য্য নেই। আমি তোমার সেবা কায়মনোবাক্যের দ্বারা অনুক্ষণ কর্‌বো। আমায় শক্তি দিয়ে তোমার সেবা করিয়ে নাও, সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখো, আমার মন যেন ভুলেও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি লাভের জন্য ইচ্ছা না করে, সতত সেবা করাও। আচ্ছা, তুমিই বলত—বিচার করে 'সোঽহং' 'সোঽহং' করত মানুষ কখনও সোঽহং হতে পারে? কিছুতেই তা পারে না! তুমি যাকে ছেড়ে না দাও, তোমার কাছে গেলে যখন তোমার মধ্যে ডুবিয়ে রাখ, সে-ই তখন 'সোঽহং' হয়ে যায় বটে। কিন্তু যখনি তুমি ত্যাগ করো, আবার জীবভাব ফুটে উঠে, সে আবার ক্ষুদ্র জীব হয়ে যায়। লৌহ যখন আগুনে থাকে তখন লৌহও অগ্নি, সে লৌহ আগুন থেকে তুলে নিলে যে লৌহ সে লৌহই হয়ে যায়। যদি কখনও লৌহকে অগ্নি হতে না তোলা হয়, সে চিরদিন যেমন অগ্নি হয়েই থাকে, তেমনি তোমাতে যখন আমার নিত্যস্থিতি হবে, তখন জীবত্বের অবসান হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মত্ব আসবে, নচেৎ—"সোঽহং ব্রহ্মাস্মি" এ কথার কথা মাত্র।

দাও না, আমার বহুদর্শন ঘুচিয়ে দাও না, তা হলেই তো তোমাতে আমার নিত্যস্থিতি হবে; সমরস অমিয়-সাগরে চিত্ত যখন ডুবে যাবে, তখন আর দ্বিতীয় কিছু তো থাকবে না; থাকবে মাত্র তুমিই। তুমিই ছিলে, তুমিই আছ, আবার তুমিই থাকবে। সমুদ্রের বুকে লহরীর মত তোমাতে এ বিশ্ব-কল্লোল উঠে আবার তোমাতেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে, কত উঠেছে, কত উঠ্‌ছে, আবার কত উঠ্‌বে, তার কোন স্থির নাই।

কি জানি কবে এ অহংবিন্দুটা ভেসেছিল, কত যুগ-যুগান্তর কত কল্প-কল্পান্তর কত রূপ ধরে ভ্রমণ কর্‌ছে, লবার্দ্ধ স্থির নাই, ছুটেছে—উন্মত্তের মত ছুটে চলেছে। তুমিই কৃপা করে এ বিন্দুটাকে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়ে শ্রেষ্ঠ যোনিতে ব্রাহ্মণ-বংশে এনেছো। গুরুরূপে কৃপা করে মসীমলিন চিত্তে নামালোক দান করেছ, রোগ শোক দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে ক্রমে তুমি একে তোমার অনেকটা নিকটে এনেছো। তোমার চরণকমলজাতা সুরসরিৎ শুদ্ধ-সত্ত্বগুণময়ী ভাগীরথীর তীরে আশ্রয় দিয়েছো। যে তুলসীকে তুমি আপনার চেয়ে ভালবাস, সেই তুলসীর সেবা কর্‌বার অভিলাষ তুমি দিয়ে তুলসীকানন করিয়েছ এবং সেই তুলসীকাননে কুটীরে বাস করাচ্ছ। জাহ্নবীর পূতজলকণা-বাহী সমীরণ তুলসীর মঞ্জরীর সুগন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায়ে মেখে সদা সর্ব্বদা এর পঞ্চভৌতিক দেহটাকে পবিত্র করছে, গঙ্গা তুলসী পঞ্চবটী সীতারাম শিব ও শালগ্রাম হয়ে এর চক্ষু দুটী পবিত্র কর্‌ছ, নাম প্রণব ও নাদরূপে এর কর্ণ পবিত্র ক'চ্ছ, তোমার গুণ ও নামকীর্ত্তনে এবং চরণামৃত ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়ে জিহ্বাকে পবিত্র করাচ্ছ, তোমার চরণার্পিত তুলসী ও তুলসীমঞ্জরীরচিত তোমার শয্যার সুগন্ধে এর নাসাকে পবিত্র করাচ্ছ! আহা, কত দয়া তোমার, তুমি একটু একটু করে বিন্দুটার দোষ দূর করে দিয়ে তোমার করে নিচ্ছ —এ বুঝেনা, তাই মাঝে মাঝে কত কথা বলে, কত অহংকার করে। বল, তুমিই বল, তুমি কৃপা না করলে কি কখনও অহঙ্কার যেতে পারে? যে মুহূর্ত্তে তুমি কৃপা কর, তৎক্ষণেই সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত অহঙ্কার চিরতরে বিলীন হয়ে যায়। এ বিন্দুটা তোমার, তুমি একে যেমনভাবে চালাবে, এ তেমনি ভাবে চল্‌বে—তুমি যন্ত্রী, এ বিন্দুটা যন্ত্র—তুমি যেমন ঝঙ্কার দিবে, এও সেরূপ ধ্বনিত হবে।

এর অহংটাকে তুমি যদি তোমার করে রাখ, তবে এ তোমার হয়ে থাকতে পার্‌বে, নচেৎ কিছুতেই পার্‌বে না, কামক্রোধাদি একে অধঃপাতিত কর্‌বে।

"....................."

ডাক্‌ছ, বল কি বল্‌বে? বল—সদানন্দময়ি মা, সদানন্দময়ি মা, মা সদানন্দময়ি!

কি মধুর স্পর্শ তোমার, না জানি কত শান্তি এই স্পর্শের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতর লুকিয়ে রেখেছ মা! সদানন্দময়ি মা—এ নামটা বড় মিষ্টি মা, তাই তোকে ডাকি সদানন্দময়ি মা বলে। 'সদানন্দময়ি মা' 'করুণাময় গুরুদেব' দু-চার বার বল্‌লে যেন হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আবেশ আসে, তাই কখন কখন মনে হয় —সব ছেড়ে দিয়ে 'সদানন্দময়ি মা' ও 'করুণাময় গুরুদেব' এই নাম নিয়ে অহরহঃ থাকি! কেন তুই ভুলিয়ে দিস্ মা, তোকে কি বলবো বল দেখি, সব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে—আচ্ছা চুপ করেই থাকি।

মা, সদানন্দময়ি মা! তুই লুকোচুরি করিস না। মা, মা, মা, বল মা, এ বিন্দুটার কি শক্তি আছে যে ইচ্ছা করলেই তোর চরণতলে স্থান লাভ করতে পারে, দাঁড়াতে পারে। দেখ্ মা, তুই এরূপ কর, একথা বলতে ইচ্ছা করছে না—তোর যা ইচ্ছা কর। আমার, না, এটার আর কিছু বলবার নাই—যা ইচ্ছা হয় কর! তুই রূপ ধরে আয়, এমনি করে দেখা দে—এ সব কথাগুলো যে কোথায় চলে যাচ্ছে! যাক্‌গে।

হে রঘুনন্দন! শুনেছি তোমার গুণকীর্ত্তন করলে মানুষ অনায়াসে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তাই তোমার গুণকীর্ত্তন করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু তোমার যে অসীম গুণ, তা কীর্ত্তন করবার সামর্থ্য তো আমার নাই, তথাপি কীর্ত্তন করতে চাই! ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণ, নারদাদি মহামুনিগণ, সনক সনন্দাদি ঋষিগণ তোমার যে গুণগাথার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার প্রাপ্ত হন নাই—আমি কীটাণুকীট, তা কিরূপে কীর্ত্তন করব জানিনা। কিন্তু বড় ইচ্ছা করছে।

হে গুণাতীত! সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের পরপারে তুমি অবস্থিত। তোমার ঈক্ষণেই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপিণী প্রকৃতি এ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন তোমার শক্তিতেই এই গুণত্রয় শক্তিমান্ হয়ে জগৎকার্য্য চালাচ্ছে। মানুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুণাতীত হতে না পারে, ততক্ষণ তোমায় জানতে পারে না। গুণাতীত হলে তবে গুণাতীত তোমায় স্পর্শ করতে পারে। সে অবস্থা লাভ করতে হলেও তোমার ভক্ত হওয়ার প্রয়োজন, তোমাকে একান্ত আশ্রয় করা ভিন্ন গুণাতীত কেউ হতে পারে না,—তোমার ভক্তকে তুমি সবই দাও। তুমি আমায় ভক্ত করে ফেল। আমি তোমার ভক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হই। ভক্তের প্রতি তোমার অভয় বাণী শুনলে প্রাণে আশার সঞ্চার হয়—"কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—অর্জ্জুন! তুমি প্রতিজ্ঞা করে বল্‌তে পার আমার ভক্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

হে রঘুনাথ! তুমি তো এই বিন্দুটাকে অনেকই দিয়াছ কিন্তু এ তথাপি তৃপ্ত নয়। তুমি যখন চলে যাও, তখন সবই ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়—ক্রমে হাহাকার এসে উপস্থিত হয়। কল্যকার প্রাতের ভাবটুকু বড় মধুর দিয়াছিলে, দ্যৌ তোমার মস্তক, আকাশ নাভি, চক্ষু চন্দ্র-সূর্য্য, দিক্‌সকল কর্ণ, পাদতল ক্ষিতি। সেই তোমার পাদতলের ভিতর আমি বসে আছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাইরে সর্ব্বতোভাবে তুমি, ভিতরে হৃৎপদ্মে তোমার ধ্যান করছি; দেহরূপিণী প্রকৃতি যেন তোমায় আমায় পৃথক্ করে রেখেছে। এসব দাও আবার কেড়ে নাও কেন? মনে করি তোমাকে আর কিছু বলবো না, কিন্তু না বলেও থাক্‌তে পারি না। যতক্ষণ বলবার শক্তি রাখ্‌বে ততক্ষণ অবশ্যই বলতে হবে—তা কাকে আর বলব, তোমাকেই বলব। তুমি আমাকে তোমাতে ডুবিয়ে রাখ, আমার অন্তরে বাইরে তুমি সদা সর্ব্বদা অবস্থান কর। আমি সব ভুলে গিয়ে তোমায় নিয়েই যেন থাক্‌তে পারি, সত্যই প্রাণ চাচ্ছে; সমরস তুমি তোমাতে ডুবে থাক্‌তে প্রাণ চায়, তুমি কি তা বুঝতে পারো না! তবে কেন চলে যাও, যার জন্য চলে যাও সে বাধা ঘুচিয়ে দাও—তুমি ইচ্ছা করলে কি না হতে পারে!

কোথায় তুমি! একবার এসো, একবার তোমার মধুময় স্পর্শে তোমার বিরহে দগ্ধ এ হৃদয়কে শীতল কর। বল দেখি এ কি! জপ করতে করতে তোমায় ভুলে যাই! কেন এমন হয়? বল না, কথা কও না। এ উঠা নাবা কি ভাল লাগে! রাখ তোমার কাছে।

সত্যই তোমার কৃপার কোন হেতু নাই, কখন কোন্ রূপে যে কৃপা কর, তা কেউ বুঝতে পারে না। জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রে রসুলপুরে স্বপ্ন দিলে—আশ্রমের ঠাকুর বল্‌ছেন "ওরে তুই আমার কাছে আয়, আমি তোকে উপদেশ কর্‌বো"। কাছে গেলাম, কাপড় ভাল নয় বলে উপদেশ নেওয়া হোল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। তারপর কাল আশ্রমের ঠাকুর এক প্রকার স্বয়ংই এসে তোমার প্রসাদ গ্রহণ করলেন এবং বলে গেলেন, 'তুই সন্ধ্যার সময় যাস্'। গেলাম, তিনি "সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখ পুরুষ, বিশ্বচক্ষু তুমি—দিবীব চক্ষুরাততম্ তুমি" তোমার ধ্যানের সঙ্কেত বল্লেন। কি অপার করুণা তোমার, তুমি আমাকে কতরূপ ধরে কত শিক্ষা দিচ্ছ, তবু আমি এখনও ভাবি, এখনও সঙ্কল্প বিকল্প করি—আমি এরূপ করব, এরূপ করবো না! দেখ, তুমি আর আমায় ভাবিও না। যখন তুমিই সব কর, কর্ছ করবে, তখন মাঝে থেকে আমায় ভাবিয়ে তোমার কি হয়? কোথা গেলে, স্পর্শ কর, তোমার স্পর্শ না পেলে কিন্তু আমি ঠিক থাকতে পারব না! আচ্ছা, একবার স্পর্শ করা—এটা তো খুব কঠিন কাজ নয়, তবে কেন স্পর্শ করো না? তবে কেন দূরে দূরে থাক? দেখ, পঞ্চবটী তুমি খুব ভালবাস নয়? সেইজন্য পঞ্চবটী করেছি—না, পঞ্চবটী তুমিই করিয়েছো, একবার এস না, পঞ্চবটীতে এস না।

তুমি যেন কি! তোমার এ আচরণ দেখলে মনে হয় তুমি "অপ্রকৃতিস্থ"—সত্যই তুমিতো প্রকৃতিস্থ নও—তুমি যে প্রকৃতির অতীত। তোমাকে যে কি বল্‌ব ঠিক কর্‌তে পাচ্ছি না! তুমি আমায় দেখা দাও, আমাকে বেশ করে ধরে থাক, তোমার সরস পরশে আমার সব ভুলিয়ে দাও, আমাকে তোমার করে নাও, তুমি আমার হও—এ কথাগুলা কতবার তোমায় বলেছি, আবার বল্‌ছি, তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে তোমার করে নাও, তুমি না নিলে হবে না, নিতেই হবে তোমাকে।

আহা, কি সবভোলান স্পর্শ তোমার! চলে গেলে, স্পর্শ করেই চলে গেলে, আবার এসেছো, বেশ, যা ইচ্ছা হয় তাই কর।

সত্যি, তোমার পরশ-শূন্য জপ পূজা পাঠ যেন বড় কষ্টের বলে মনে হয়। একটা ক্ষণ তুমি যদি পরশ না দাও, তাহলে প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে। কি জানি, আর কতদিন এমনি করে দূরে রাখবে। ধরি ধরি করে ছুটছি, তুমি যেন কত দূরে চলে যাচ্ছ, কেন বলত? আমি কি করলাম, তাই এত ছলনা কচ্ছ? ছলনা ছাড়—ধরা দাও, আমি বেশ জানি তুমি ধরা না দিলে কেউ তোমায় ধরতে পারে না। এস, আর দূরে যেও না, ধরা দাও—আমাকে তোমার করে নাও। এ কথাগুলা যেন কাকেই বলছি! শুন্‌লে না, কথা শুনলে না—তুমি না শুন্‌লেও আমাকে বলতে হবে, কারণ তুমি ছাড়া তো আমার কেউ নেই, কাকে জানাব? না শোন, না শোন—তথাপি বল্‌ছি—তুমি কৃপা কর, আমাকে তোমার করে নিয়ে তুমি আমার হও। আমাকে তোমার সরস পরশ সর্ব্বক্ষণ দাও, তোমার পরশ না পেলে সব কেমন হয়ে যায়।

গুরুদেব! দয়াময় গুরো! আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এক অপূর্ব্ব কথা শুন্‌লাম (.........বললেন—তুই যা এতদিন কচ্ছিস্, তোর ভিতর অনুভূতি নাই) একি হোল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝলাম না, এতদিন শুধু আমার দিক্ দিয়ে কাজ করলাম, অনুভূতি পেলাম না। তাই কি! যা আনন্দ পাই তা বিষয়নিবৃত্তির জন্য ক্ষণিক তৃপ্তি—এ কেমন কথা হোলো! মনে পড়ে বাল্যে যখন পিতার কাছে উপরে শুয়েছিলাম, তুমি এসে পায়ের দিকে দাঁড়ালে। আমি যেখানে শুয়েছিলাম, তুমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলে, সব এখনও মনে রয়েছে—সে আমার কোন চেষ্টার ফল? মনে পড়ে চুঁচুড়ার কথা—সহসা তুমি মাকে নিয়ে হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে পাঁচমুখে ইষ্টমন্ত্র জপ করেছিলে, সে আমার কোন সাধনার ফল? আমি যে স্পষ্ট দেখেছি—সেই সময় তুমি আমায় জ্যোতি নাদ বিন্দু সবই দিয়াছিলে। এক সিদ্ধপুরুষের মূর্ত্তি দেখিয়েছিলে, তাতে আমার কোন চেষ্টা ছিল? তারপর আজ ১৩।১৪ বৎসর কাল তোমার নাম লয়ে কত রোগ শোক অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি সে কার জোরে? আমি যে অনুভব পেয়েছি, আমি যে পরশ পেয়েছি! তোমার চরণ হতে জলধারা নির্গত হয়ে আমার শরীর প্লাবিত করেছে—এ যে আমি অনুভব করেছি। যখন প্রণাম করেছি, তখন তুমি মস্তকে পদস্পর্শ করেছ, সে পরশে শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছে যে, তথাপি আমি তোমার অনুভূতি পাইনি—তাই কি?

বল, চুপ করে থেকো না, বল! এই যে আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে, এতে আমার কি কৃতিত্ব আছে, এ কি তোমার পরশ নয়? বল, কি বল্‌বে বল? একথা কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা ? তোমারই তো ! শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে—বল তোমার কথা কিনা ?

"তুই কি পাগল হয়েছিস্ ? অনুভূতি নেই তো কি আছে ? আদরের দুলাল তোকে বুকে করে রেখেছি, কেন বিশ্বাস হারাচ্ছিস্ ? যাস্‌নে, আর কারও কাছে যাস্‌নে"।

মা—মা – মা !

"তুই আমার দিকে চেয়ে থাক, আমি তোর সব ঠিক করে দিব।"

মা মা দেখ্ মা, বড় একটা মজার কথা তোকে বল্‌বো। দেখ্ মা, যে যে-ভাব নিয়ে সাধন করে, সে ভাবে সেটাই পথ, আর কোন পথ নেই। আচ্ছা, বল মা এ হাসির কথা নয় মা, কত সম্প্রদায় ভেদ, বৈষ্ণব শাক্ত শৈব গাণপত্য সকলেই ভাবে—আমার এই পথই ঠিক —অন্যপথ ভুল। তারপর তোর অঙ্গভেদের কথা, যিনি তোর চোক্ নিয়ে সাধনা করেছেন, তিনি ভাবেন তোর চক্ষু নিয়ে যারা সাধনা না করে, তাদের ভাব ঠিক হয় না। মন্ত্রযোগী ভাবেন লয়যোগীর পথ ঠিক মোলায়েম নয়, লয়যোগী ভাবে হটযোগী বড় শুষ্ক—এ এক অপূর্ব্ব রঙ্গ !

মা তোর চোক্‌টা কোনখানে আছে মা ? আমি তোর চরণ দু'খানি দেখতে ভালবাসি, আমি তোর চরণ দুখানি দেখি, তুই এটাকে তোর চরণ-জ্যোতিতে ডুবিয়ে দিস্। বল মা, এ দর্শন ভুল কি না ? হাঁ, মা ! তুই যে 'সর্ব্বতোঽক্ষি' তোর চক্ষু যে সব দিকে আছে। তোর চরণ তো চক্ষু। চরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখলে কি তোকে পাওয়া যাবে না? বল্ মা, বল্, এ সত্যি কিনা, দেখা তোর নখজ্যোতিঃ, এ অন্ধকার দূর করে দে মা, নে মা তুই আমায় নে মা।

দেখ্ মা, এই যে পড়তে পড়তে পড়া বন্ধ হয়ে যায়, তারপর যে আলো আসে তা তো একটা জিনিস জমাট বাঁধা—তুই আমি তখন পৃথক বুঝতে পারি না, তুই দ্রষ্টা আমি দৃশ্য অথবা আমি দ্রষ্টা তুই দৃশ্য এতো ঠিক বুঝতে পারি না! মা মা, আমি যে কিছু জানি না মা—আমি যে অতি মূর্খ মা, বেশ করে বুঝিয়ে বলে দে মা। তুই না বল্‌লে কোন উপায় নেই মা।

"..............."

আহা মা, মা-গো! এমনি করে যদি পরশ করে থাকিস, তাহলে আর কি কিছুর জন্যে ভাবতে হয়? থাক্, তুই অনন্ত-কাল এটাকে ধরে থাক্। দেখ্ মা, এই স্থূলদেহটার সঙ্গে থেকে থেকে এটাকে আমি বলে বলে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে ঘুরে ফিরে এটাকেই আমি বলে ফেলি। কিন্তু এটা যে আমি নই এতো ধ্যানের সময় বুঝতে পারি, এর তো কোন ভাব তখন থাকে না কিন্তু অন্য সময় এটাকে উপলক্ষ্য করেই কাজ করতে হয়। স্থূল জগতের কাজ করবার সময় স্থূলদেহের প্রয়োজন। তাহলে জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল আর স্বপ্নাবস্থায় বা ধ্যানাবস্থায় সূক্ষ্ম এবং সুষুপ্তি বা সমাধি অবস্থায় কারণই কাজ করে। তবে সুষুপ্তি এবং সমাধির মধ্যে ভেদ—সুষুপ্তি অজ্ঞানে, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধি জ্ঞানে। এই যে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এতো আমি নই, এতো আমার অবস্থাত্রয়, আমি তাহলে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই দেহত্রয়ের অতীত। আচ্ছা, দেহত্রয় অথবা অবস্থাত্রয়ের যা অতীত তাতো ভূমা সচ্চিদানন্দ অখণ্ডচিৎ, তবে আমি কৈ? আমি কোথায়? আমি অখণ্ডচিৎ—একথা বল্‌তে পারি না, কেন না, একটা ভেদ রয়েছে বেশ বুঝতে পার্‌ছি। বল্, তুই বল্ মা আমি কে?

"............"

বেশ বলেছিস্ মা, তুই সাগর আমি তোর লহরী, তুই সূর্য্য আমি তোর কিরণ, তুই জ্যোতিঃপিণ্ড আমি তোর বিস্ফুলিঙ্গ। আমি তোর বুকে ভাসি, তোর বুকে খেলা করি, আবার তোর বুকেই ঘুমিয়ে পড়ি; তোর বুক ছাড়া আমার আর ভাস্‌বার খেলা করবার ঘুমোবার স্বতন্ত্র স্থান নেই। মা মা, আমায় বেশ করে ধরে থাক মা—আমায় ভুলিয়ে দিস্ না মা!

আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি আমি তোর,—আমার তোর থেকেই উৎপত্তি তোতেই নিবৃত্তি যখন, তখন আমি তো তোরই, আমি তোর, তুই আমার, কেমন মা? আমি তোর তুই আমার, আমি তোর তুই আমার, আমি তোর তুই আমার। তুইও বল্ মা—আমি তোর তুই আমার, আমি তোর তুই আমার, আমি তোর তুই আমার।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমায় কি বল্‌বো বল দেখি, এবার পূজা করাও ত শক্ত হয়ে উঠল, দ্রব্যও ওম্ আর যাঁকে নিবেদন করা হচ্ছে তিনিও ওম্ ; এ পূজা মন্দ নয়! কর যা ইচ্ছা, তোমার আমি, আর তোমাকে কি বল্‌বো ? বল্‌বো না মনে করি তথাপি বলে ফেলি, আর তোমায় নইলে কাকেই বা বল্‌বো ? তুমি যখন আমার, তখন যেরূপ ব্যবহার তুমি কর না কেন আমার তা সহ্য করতে হবে বৈকি! তুমি যে আমার, তুমি ত আমায় ছেড়ে কোথাও যেতে পারো না, আমি তোমায় ছেড়ে অন্যত্র যাই বলে মনে করি—ভাবি তুমি বুঝি সরে গেছ, তুমি যাবে কোথায় —তোমার যাবার তো স্থান নাই। তুমিই তো পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চতুর্দ্দিক, তুমিই তো ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও সমুদ্র, তুমিই তো অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ, তুমিই তো প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র ও মন, বল—তোমার আর যাবার জায়গা কোথায় ? সবই তুমি, তোমাতে ডুবে আছি—আমার ঊর্দ্ধে অধে সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে তুমি আছ, তবু এটা তোমায় হারিয়ে ফেলে কত কি মনে করে। দেখ তুমি আর এরূপভাবে আমাকে মায়ার রঙ্গ দেখিও না। তুমি তো বলেছ যে "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া-মেতাং তরন্তি তে।"—এই দুরত্যয়া গুণময়ী আমার মায়া, আমাকে যারা আশ্রয় করে তারা সেই মায়া হতে উত্তীর্ণ হয়। এ তোমার বড় মজার কথা—তোমাকে আশ্রয় কর্‌তে হলেও তো মায়াকে অবলম্বন করে তবে আশ্রয় করতে হবে। তোমার প্রকাশ তো মায়ার মধ্য দিয়ে হয়। মায়া হতে উত্তীর্ণ না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলে তোমাকে পাবার উপায় নেই, আবার তোমাকে না পেলে মায়ার হাতে নিস্তার নেই, তাহলে কি করি বল? এতো একটা প্রহেলিকা দেখ্‌ছি।

শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা তোমার মায়ার আশ্রয়ে তুমিই যে লীলা-বিলাস কর, সেই লীলাই তোমাকে ধরবার একমাত্র পথ—তুমি লীলা করে ধরা দিয়ে গেছ। তোমার লীলা গুণ রূপের কীর্ত্তনে তুমি স্থির থাক্‌তে পার না। বল চুপ করে থেক না। যেখানে তোমার কথা হয় সেখানে তুমি ত আগমন কর। যে স্থানে তুলসীকানন তুমি তো তার নিকটেই থাক, তবে তুমি দূরে কি করে? তুমি তো কাছেই আছ।

এই যে তুলসীকাননে পদ্মবনে হরিকীর্ত্তনস্থলে জাহ্নবী-সলিলে ও তটে অশ্বত্থ বট ধাত্রী বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষে ভক্তে ভাগবতে শালগ্রাম-বাণলিঙ্গাদিতে তোমার নিত্য অধিষ্ঠানের কথা শোনা যায়—এর কারণ সবগুলি সত্ত্বগুণপ্রধান—এই তো? সত্ত্ব রজঃ তমোগুণময় জগৎ—এ জগতে ওতপ্রোতভাবে তুমি আছ। কিন্তু তোমাকে ধর্‌তে হলে সত্ত্বগুণ দিয়ে ধরতে হয়। এই সব সত্ত্ব-প্রচুর দ্রব্যের নিত্য সহবাসে মানুষও শুদ্ধ সত্ত্বময় হয়ে পড়ে, তারপর গুণাতীত হয়ে যায়।

এই যে তোমার 'প্রণব' নামটী, এটীর ভিতর সব রেখে দিয়েছ দেখছি। এটী তোমায় ধরবার মহামন্ত্র। অকার উকার মকার নাদ বিন্দু কলা কলাতীতা পরমাত্মা। অকার—ব্রহ্মা ঋগ্বেদ গার্হপত্য অগ্নি পৃথিবী, উকার—যজুর্ব্বেদ অন্তরীক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দক্ষিণাগ্নি বিষ্ণু, মকার—দ্যৌঃ সামবেদ আহবনীয়াগ্নি পরমেশ্বর। অকার—রাজস রক্ত ব্রহ্মা, উকার—সাত্ত্বিক শ্বেত বিষ্ণু, মকার—তামস কৃষ্ণ রুদ্র। নাদ—শব্দ, বিন্দু—অহঙ্কার।

সাত্ত্বিক রাজস তামস ভেদে এই অহঙ্কারও ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হ'তে মন দিক্ বায়ু সূর্য্য প্রচেতা অশ্বিনীকুমার অগ্নি ইন্দ্র উপেন্দ্র যম প্রজাপতি উৎপন্ন হন। রাজস অহঙ্কার থেকে শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ —এই দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। তামস অহঙ্কার হতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আকাশ বাতাস তেজ জল ক্ষিতি উৎপন্ন হয়।

কলা মহত্তত্ত্ব। পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর, পৃথিবী অন্তরীক্ষ দ্যৌঃ সমুদ্র, অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ, প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র মন—এই ষোড়শভাগে বিভক্ত কলাতীতা প্রকৃতি এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠান রূপে আছেন। কিন্তু ইনিও স্পন্দনময়ী, এঁতে চাঞ্চল্য আছে। স্থির ব্রহ্ম—মহাপারাবারে ইনি আদি-তরঙ্গরূপিণী। ইনি যখনই স্থির হন তখন সৃষ্টি নেই, কেবল অচঞ্চল অগাধ বিরাট মহান্ অচিন্ত্যনীয় ব্রহ্ম আছেন। ওই স্থানে গিয়ে স্থির হতে পারলেই জনন-মরণ নিবৃত্তি হয়।

সৃষ্টিক্রম দেখা যাক্—অচঞ্চল অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সাগর, তাতে প্রথম তরঙ্গ প্রকৃতি কলাতীতা, প্রকৃতির প্রথম তরঙ্গ মহত্তত্ত্ব তাই কলা, তাই পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর চতুর্দ্দিক, পৃথিবী দ্যৌঃ অন্তরীক্ষ সমুদ্র, অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ ও প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন এই ষোড়শ তরঙ্গরূপে পরিণত হল। ইহা সমষ্টি রূপ, বিরাট প্রকৃতি সূক্ষ্ম, তারপর বিন্দু মহতের বক্ষে ভাসল, ইহা অহঙ্কার, ইহা স্থূল হয়ে সত্ত্ব হতে দিক বায়ু সূর্য্য প্রচেতা অশ্বিনীকুমার অগ্নি ইন্দ্র উপেন্দ্র যম প্রজাপতি। রজঃ হতে শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ। তমঃ হতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ব্যোম্ মরুৎ তেজঃ অপ ক্ষিতি জন্মাল। শব্দ বা নাদ হতে ব্যোমের উৎপত্তি, ক্রমে মরুৎ তেজঃ বিপরীত অপ ক্ষিতি প্রকাশ হল। যখন আবার এর লয় হবে তখন ক্রমে নিজ নিজ কারণে মিশে যাবে এবং একমাত্র সেই পরমব্রহ্ম থাক্‌বেন। পরমব্রহ্ম মানে আর কেউ নয়—তুমিই। প্রকৃতি তোমার বক্ষে উঠে সৃষ্টিতরঙ্গ তোলেন, আবার তরঙ্গ শান্ত করে তোমার বক্ষেই ঘুমোন। তাহলে চাঞ্চল্যই প্রকৃতি আর নৈশ্চল্যই তুমি। যে যত চাঞ্চল্য ত্যাগ করেছে সে তত তোমার নিকটস্থ হয়েছে। নাদ হতে ওঙ্কার, তা হতে পঞ্চাশৎ বর্ণমালার সৃষ্টি। পঞ্চাশৎ বর্ণমালাই নিখিল বেদাদি শাস্ত্ররূপে পরিণত হয়ে তোমার মহিমা ঘোষণা কচ্ছেন। বর্ণমালা যখন গায়ত্রী হলেন তখন নিকটস্থ হলেন, যখন ওঙ্কার হলেন তখন তোমার আরও নিকটস্থ হলেন, ওঙ্কার যখন নাদ হলেন তখন তোমার আরও নিকটে গেলেন, নাদ যখন বিন্দু হলেন তখন আরও নিকটস্থ হলেন, বিন্দু যখন কলা হলেন তখন আরও কাছে গেলেন, কলা যখন কলাতীতা হলেন তখন একসঙ্গে মেশামেশি, একটী তরঙ্গ অবশিষ্ট—এই হল একাগ্র ভূমি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই তরঙ্গের স্থিরতায় কেবল তুমি মাত্র রইলে। এ দিকে একাগ্র ভূমি যখন স্থির প্রতিষ্ঠ হল, সেটীও যখন রইল না তখন নিরোধ বা নির্ব্বিকল্পে সমাধি হল—তোমাতে স্থিতি হয়ে গেলো। আবার নাদ বিন্দু চিত্ত তিনটীই একটী—

যো বৈ নাদঃ স বৈ বিন্দুঃ তদ্বৈ চিত্তং প্রকীর্ত্তিতম্।
নাদো বিন্দুশ্চ চিত্তঞ্চ ত্রিভিরৈক্যং প্রসাদয়েৎ॥

—যোগশিখোপনিষৎ ৬ অধ্যায়।

অবস্থা ভেদে একটীর তিনটী নাম। এ নিশ্চল হলেই তুমি। তাহলে তোমাকে পেতে হলে একেবারে চাঞ্চল্যশূন্য হতে হবে, তা আমাকে অচঞ্চল তুমিই করে নাও।

তুমিই আছ—অচঞ্চল নির্গুণ নির্ব্বিকার অখণ্ড অনাম অনির্ব্বচনীয় পুরুষ! তারপর তোমার ইচ্ছা হল—বহু হব। তখন সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণময়ী প্রকৃতি, নির্গুণ তোমার বুকে নৃত্য করে উঠলেন। এই যে শবরূপ শিবের বুকে মহাকালী নৃত্য করেন—এটী সাকার ভাব, আর অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড যে তোমার একপাদে খেলা করে সেই তোমার বুকে বিরাট প্রকৃতি তাণ্ডব করতে আরম্ভ করেন—সেটী নিরাকার ভাব।

নাহি আলো নাহিক আঁধার নাহি দিক দেশ কাল,
শব্দহীন ভাষাহীন সেই পারাবারে—
করেন নর্ত্তন সে মহাপ্রকৃতি।

তারপর প্রকৃতি ষোড়শভাগে নিজেকে খণ্ড করে ফেল্লেন অর্থাৎ সেই প্রকৃতি ষোড়শভাগে বিভক্ত হলেন। প্রথমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিক্ কল্পনা হলো—পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর। তারপর পৃথিবী. অন্তরীক্ষ সমুদ্র, তারপর অগ্নি স্ূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ, শেষে প্রাণ চক্ষু কর্ণ মন—এই ষোড়শভাগে প্রকৃতি আপনাকে খণ্ড মত কল্লেন। তা হতে অহঙ্কার, অহঙ্কারই বিন্দু। বিন্দুর স্থিরাবস্থা মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্বের স্থিরাবস্থা প্রকৃতি, প্রকৃতি স্থির হলে সেই পরব্রহ্মের পরম প্রকাশ।

হে বিন্দো! সত্যই তুমি যদি ভূমানন্দ চাও তাহলে এদিকে আর নেবো না, চল তোমার কারণ মহত্তত্ত্বে। হে বিন্দো! তুমি মহত্তত্ত্বকে বেশ করে দেখ—তুমিই মহত্তত্ত্ব। তুমি কত বড়! দেখ, সেই তুমি একটা ছোট খাঁচায় ঢুকে কি দুঃখই না ভোগ কর! যে পচা খাঁচাটা ভেঙ্গেই আছে সেটার দিকে আর চেও না। হে বিন্দো! তুমি পূর্ব্বদিক, তুমি পশ্চিমদিক, তুমি দক্ষিণদিক, তুমি উত্তরদিক, তুমি পৃথিবী, তুমি অন্তরীক্ষ, তুমি দ্যৌ, তুমি সমুদ্র, তুমি অগ্নি, তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি বিদ্যুৎ, তুমি প্রাণ, তুমি চক্ষু, তুমি শ্রোত্র, তুমি মন। দেখ বিন্দো। তুমি কত বড়—দেখছ? তারপর দিক্ দেশ কাল অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র কিছু নাই, অখণ্ডা প্রকৃতি অখণ্ডের বুকে স্পন্দিতা হচ্ছেন। বিন্দো—এ প্রকৃতি তুমি। তারপর সব স্থির! হরি ওম্!

কণ্ঠ হেথায় শব্দহারা ভাষা হেথায় গিয়াছে ফুরায়ে

বুঝলে বিন্দো, তুমি কি হয়েছ, কি হতে হবে? সেই স্থির সমুদ্রে মিশ্‌তে হলে তোমাকেও স্থির হতে হবে। ওগো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাসিন্ধো! তোমার বুকে খেলা কর্‌তে কর্‌তে এ বিন্দুটা কত কি কল্পনা করে ফেলেছে! দেখ, তুমি একে তোমার সঙ্গে মিশিয়ে নাও—এর অস্তিত্ব তোমাতে লয় হোক। হরি ওঁ তৎ সৎ ॥

—০—

আজ স্নানের পর তর্পণ কর্‌তে গেলাম ; যেমন এক অঞ্জলি জল নিলাম দেখ্‌তে পেলাম তাতে একটু বুদ্বুদ উঠলো, তার পানে চেয়ে রইলাম, সে ভেঙ্গে জলে মিশে গেল, আবার জল নিলাম—আবার বুদ্বুদ, আবার ভেঙ্গে মিশে গেল, আবার নিলাম—পুনরায় বুদ্বুদ উঠ্‌লো ভাঙ্গলো। হে মহাসিন্ধো! জগৎ ত ঐ বুদ্বুদ ভিন্ন আর কিছু নয়। এই ব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর জঙ্গম নিখিল বস্তুজাত সবই বুদ্বুদ, উঠছে, একটু থাক্‌ছে আবার তোমাতেই মিশে যাচ্ছে। কোথা থেকে উঠ্‌লো, কোথায় বা মিশলো তার স্থির নাই! জলের সঙ্গে তার পৃথকত্ব, জল ভিন্ন তার অন্যরূপ না থাকলেও সে তবু যেন জল ভিন্ন অন্যরূপে প্রতিভাত হলো। জীব তোমাতে উঠে তোমাতে কিছুক্ষণ খেলা করে, আবার তোমাতেই মিশে যায়। কোথায় জীবের স্বাতন্ত্র্য! তথাপি এই যে স্বাতন্ত্র্য—এ তোমার লীলা-বিলাস। কত লীলা করেছ, কত লীলা করছ, কত লীলা করবে—কে তার ইয়ত্ত্বা করতে পারে? দেখ, তোমায় কি বল্‌বো মনে করেছিলাম, সব ভুলে গেলাম। তুমি কেমন সব ভুলিয়ে দাও। যা তোমার ইচ্ছা তাই করো—আর কি বল্‌বো!

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ একটা মজার কথা! কে কাকে দেখে? ভক্ত তোমায় দেখেন, না তুমি ভক্তকে দেখ? যোগী জ্যোতি দর্শন করেন, না জ্যোতি যোগীকে দর্শন করেন? লয়যোগী বিন্দু দেখেন, না বিন্দু লয়যোগীকে দেখেন? জীব জগৎ দেখে, না জগৎরূপী সগুণ ব্রহ্ম তুমি জীবকে দেখ? কে কাকে দেখে? দৃশ্য তুমি, না দ্রষ্টা তুমি? নাদযোগী নাদ শ্রবণ করেন, নাদ তুমি, না শ্রোতা তুমি? এ যে অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখছি! দেখ্‌ছ তুমি, আর এটা মনে করছে 'আমি দেখ্‌ছি।' ও! দ্রষ্টায় দৃশ্যত্ব আরোপ বুঝি এরই নাম! এটা দেখে না—এটাকেই তুমি দেখ্‌ছ! বেশ হয়েছে! এটার আর কিছু দেখবার নেই! যা দৃশ্য বলে এতদিন এটা মনে কর্‌তো—তা দৃশ্য নয় দ্রষ্টা, তুমিই দ্রষ্টা—এটা কিছু দেখে না, তুমিই দেখ। এটা যা শুন্‌তো, সে শোনার শ্রোতা তুমি, এটা যা বলতো—তার বক্তা তুমি, এটা যা আঘ্রাণ কর্‌তো তার আঘ্রাতা তুমি—এটা যা মনন করত তার মন্তা তুমি, বেশ হয়েছে! দৃশ্য কিছু দেখে না, তুমি দ্রষ্টা; তুমিই কেবল এটাকে দেখছ! এটা একটা সৃষ্টিছাড়া কিছু! তোমার দৃশ্য তুমি এটাকে দেখছ, দেখি কতদিন এটাকে দেখ! এটা যে 'দেখি' বল্‌লে—এ দৃশ্য 'দেখি' বলে কেন? অহংকারের খেলা! এ অহংকার তুমি নাও! যা হয় হোক্। জয় সীতারাম, জয় সীতারাম।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

'আমায় তোমার মন অর্পিত হোক্, তুমি ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, এইরূপ মৎপরায়ণ হয়ে আত্মাকে অর্থাৎ মনকে আমাতে সমাধান কর, আমাকেই প্রাপ্ত হবে।' দেখ, তোমার এ কথাগুলি আজ বড় ভাল লাগল, কায়-মনো-বাক্য সবগুলিকে তোমার সেবায় লাগাতে না পারলে ঠিক তোমায় মানুষ পেতে পারে না। ধ্যান-প্রিয় যদি ধ্যান করেই ভাবে এ দ্বারা আমার সব হবে, কায় ও বাক্যকে তোমার পূজায় না লাগায়, তাহলে সে তোমাতে স্থিতিলাভ করতে পারবে না। মনের দ্বারা ধ্যান করতে হবে, বাক্যের দ্বারা স্তব লীলা গুণকীর্ত্তন করতে হবে, কায় দ্বারা পত্র পুষ্প ফল জলাদি দিয়ে পূজা করতে হবে। নমস্কার পূজাদির দ্বারা মনে ভক্তির আবেশ আসবে, তখন মন তোমাকে চিন্তা করে তোমাকেই লাভ কর্‌তে পারবে। নচেৎ ছিটে ফোঁটা ধ্যান বা ভক্তি পূজাদিতে মানুষ তোমাকে ছিটে ফোঁটাই লাভ করে। প্রতি কর্ম্মের একটা শেষ আছে, যখন কর্ম্মের সেই চরম সময় আস্‌বে, তখন কর্ম্মই মানুষকে ত্যাগ করে চলে যাবে। মানুষ যখন কর্ম্মত্যাগ করে তখন কর্ম্মত্যাগ হয় না, কর্ম্ম যখন মানুষকে ত্যাগ করে তখনই প্রকৃত কর্ম্মত্যাগ হয়, কর্ম্ম করবার শক্তি পর্য্যন্ত থাকে না।

তোমার সকল তাতেই রঙ্গ! মানুষ কি করে না করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাতে এটার কোনও দরকার আছে কি? তবু কত বিজ্ঞের মত অপরের হিসাব নিকাশ করাচ্ছ। তুমি যখন সর্ব্বদা সকলের দিকে করুণা-নয়নে চেয়ে আছ তখন তো তোমার জীবের কোন চিন্তা নাই। দেখ, এটার তো পূজা জপ সবই নিলে! তারপর! হাসছ! তারপর—তুমি, এটার আর হিসাবের কিছু নাই—তা এটা বোঝে, তথাপি অনেকদিন হিসাব করে এসেছে, তাই ভুলে ভবিষ্যৎ হিসাব-নিকাশ করতে চায়। তুমি সর্ব্বদা দেখ্‌ছো—এটা তা ভুলে যায়। তা এর ভুলের প্রযোজক তুমি—তুমিই ভুলিয়ে দাও। তুমি একে বড় ভালবাস কি না, তাই এর দিকে সর্ব্বদা চেয়ে আছ—একদণ্ড এক-পল চোখছাড়া করতে পার না—সর্ব্বদা একে দেখ্‌ছ। তোমার ভালবাসা অহৈতুকী, এ যা করুক না কেন—তুমি কিন্তু সস্নেহ নয়নে সতৃষ্ণ নয়নে দেখ্‌ছ। এ এতদিন জানত—এ তোমায় দেখে, কিন্তু তাতো নয়! দেখবার জিনিস তো এখানে কিছু নাই, আছ কেবল মাত্র দ্রষ্টা তুমি। হরি হরি! বেশ বেশ, দেখবার জিনিস এখানে কিছু নাই, একমাত্র দর্শক তুমি আছ। দিক্ দেশ কাল তোমাকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে না। আচ্ছা, তুমি আমাকে চেয়ে চেয়ে কি দেখ? আমাতে এমন কি আছে? যা দেখবার জন্য তুমি একবার নিমেষ ফেল না; নয়নে নয়নে রেখেছ—আমাকে চোখছাড়া করতে তুমি পার না। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, আমি তো স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই দেহত্রয়ের অতীত, তুমি এই যে চেয়ে দেখ্‌ছ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহকে দেখ্‌ছ, না এর অতীত আমাকে দেখছ? 'কঃ কং পশ্যতি', ওঁ হরি ওঁ তৎ সৎ।

—০—

তুমি একে খুব ভালবাস, তাই একে তোমার প্রিয়জনের মধ্যে সর্ব্বদা রেখেছ। তোমার চরণকমল হতে উৎপন্না জাহ্নবীর তীরে এর স্থান করেছ, পতিত-পাবনীর পূত শীকর-সম্পৃক্ত পবনে একে প্রতিনিয়ত স্নান করাচ্ছ। যে তুলসীকে ক্ষণমাত্র ছেড়ে থাক না, সেই তুলসীকাননে এর আবাস করে দিয়েছ। অশ্বত্থ ধাত্রী বট বিল্ব অশোকতরুকে তুমি বড় ভালবাস, "অশ্বত্থ সর্ব্ববৃক্ষাণাং" এ কথা বল, সেই অশ্বত্থাদি বৃক্ষ কল্পিত পঞ্চবটীরূপে তোমার কাছে একে রেখেছ, কী করুণা! এই তো গেল স্থূলের কথা। তারপর নাদরূপে বিন্দুরূপে তুমি একে তোমার কাছে রেখে দিয়েছ; আর সর্ব্বদা চেয়ে আছ। আচ্ছা, একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে তুমি কি দেখ? তোমার দেখ্‌বার মতো তো এটাতে কিছু নাই, তথাপি তুমি একে দেখ্‌ছ, নয়নে নয়নে রেখে দিয়েছ। আচ্ছা, সত্যি বল এটাকে তুমি কেন এত ভালবাস? বল্‌বে না, বলো না। তার মধ্যে এটা তোমার কিনা, তাই তুমি এত করে ভালবেসে কাছে রেখেছ। ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ ওম্।

—:০:—

মা, তোর শারদীয়া পূজা করে আবার কুটীরে এলাম। দেখ মা, এই 'আমি' 'আমি' বল্‌তে কেমন বাধ বাধ ঠেকে থাপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলি! তোর এই কুটীর ছেড়ে গেলে বিষয়ীর সঙ্গে যেন কেমন হয়ে পড়ি! কি জানি কবে তুই একেবারে তোর করে নিবি। নিঃসঙ্গ ব্যতীত কেহ স্থির হতে পারে না। আবার স্থির না হলেও নিঃসঙ্গ হওয়া যায় না। প্রকৃত নিঃসঙ্গ দ্বৈত দর্শন থাকা পর্য্যন্ত হয় না। মা, তুই হাস্‌ছিস কেন মা? বল না মা! কেন হাস্‌ছিস্? তীর্থদর্শনের উদ্যোগ হচ্ছে বলে হাসছিস্? জানি, আমি মহাতীর্থে বাস কচ্ছি, তথাপি তীর্থ দর্শনে যাই। আচ্ছা বল মা! আমি যাই কি, তুই নিয়ে যাস্? চিত্রকূট তোদের বড় প্রিয় স্থান। এবার সে চিত্রকূটে যাবার কথা হচ্ছে, কি জানি তোর মনে কি আছে!

সিমলাগড়ের অবস্থা দেখে মনে হলো তোর করুণাদৃষ্টি ওখানে পড়েছে। রোগশয্যায় স্বপ্নে ভক্তি তোর একাধারে কালীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছে। সদানন্দময়ি মা! তোর জীবকে তুই দয়া না কর্‌লে কে আর দয়া কর্‌বে? মা, তুই দয়া কর মা, শান্তির পথ দেখিয়ে দে মা। তোর পরশ হারা হলে আমার বড় কষ্ট হয়! তুই কেন পরশ করিস না মা? তোর পরশে আমায় ডুবিয়ে রাখ মা।

মা সদানন্দময়ি, তুই এত কৃপণা হয়েছিস্ কেন মা! এ তো বেশী কিছু চাচ্ছে না—তোর একটু পরশ, তাতে কেন বঞ্চিত করিস্! মা মা মা! তোকে ছেড়ে থাকতে বড় কষ্ট হয় তবু থাকৃতে বাধ্য করিস্। মা—আমার মা।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার চিত্রকূট কামদ-গিরি কোটিতীর্থ দেবাঙ্গনা হনু-মানধারা অনসূয়াজী গুপ্ত-গোদাবরী সব দেখে এলাম। গয়া প্রয়াগ কাশী সারনাথ তাও দেখা হল। তারপর কত ঘুরিয়ে কত কাজ করিয়ে তুমি কুটীরে এনেছ। মাঝে মাঝে কেমন এক খেলা খেল—আমি যেন তোমায় হারিয়ে ফেলি, কেন তুমি এমন কর! কেন তুমি এমন তরঙ্গ তোলো, না তুমি তরঙ্গ তুলো না, তুমি অমন করে পাশে সরে গেলে হবে না, তুমি আমাকে ছুঁয়ে থাকো, একবারও ছেড়ে দিও না। তুমি ছাড়লেই মায়া বড় ভয় দেখায়। হাঁ, মরণ—ভয়ের একথা খুব সত্য, তুমি যার তার আবার মরণের ভয় কি? দেখ সবই এক রকম সহ্য হয় কিন্তু তোমার পরশশূন্য থাকা বড় অসহ্য; বড় অসহ্য! তুমি আমায় পরশ করে থাকো, যেওনা যেওনা আমায় ছেড়ে যেও না। তোমার নয়নের পরশ, তোমার চরণের পরশ মন সতত চায় কিন্তু তুমি তাকে তো তা দাওনা। কত অবান্তর কর্ম্ম ও সঙ্গ সৃষ্টি করে যেন সরে না গিয়েও সরে যাও, 'আমি' না এটা তাতেই মেতে যায়। তারপর চেয়ে দেখি, তুমি একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছ আর মনটা সাত তালে নৃত্য কর্‌ছে। কি আর তোমাকে বল্‌বো "বেশ তুমি, বেশ তুমি"—বলি কেমন?

ধরি ধরি করি ধাই পাছে পাছে
তোরে তো ধরিতে পারি না মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরেছি ভাবিলে মন যায় গলে
এ কেমন তোর ছলনা মা ॥

এই তুমি, এই তুমি, এই তোমায় ধরেছি, হরি হরি-কোথায় বা তুমি দেখি না, মন দেহ লয়ে নৃত্য করছে। তুমি সব জানো তথাপি তোমায় জানাচ্ছি। তুমি আমায় তোমার কর, তুমি আমার হও, বুঝলে ?

মা মা মা, আমার সদানন্দময়ি মা ! আমার মা, মা ওমা মা ওমা, আমার মা, একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌না মা, কেন মা তুই আমায় একেবারে ডুবায়ে দিচ্ছিস না ? বেশ তো, যদি কাজ করাবার তোর ইচ্ছা হয় করাস্, একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিয়ে তারপর কাজ করা। বল মা, আমি কি করতে পারি ? ক্ষুদ্র কীটের কি সামর্থ্য আছে, শরণাগতি ছাড়া আর কি উপায় আছে বল্ ? কৃপা কর্ মা, একবার দেখা দে মা, আমার দেখার সাধ মিটে যাক্। যখন চোখ দুটা দিয়েছিস্, তখন কেন দেখা দিবি না মা, দেখা দে ; চোখ দুটা কৃতার্থ হোক। আজীবন এ চক্ষু দুটা কত রূপই দেখ্‌লে, তথাপি দেখার ইচ্ছা গেল না—তুই দেখা দিয়ে দেখার সাধ মিটিয়ে দে মা।

—০—

মা মা, ডাক্‌ছিস্ ? বড় মধুর তোর আহ্বান তোর পরশ। এ পাগল-করা পরশে আমি আর থাকি না, আমি আর একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে যাই। ছাড়িস্ না মা! ছুঁয়ে থাক, আমি পাগল হয়ে যাই, তোর পরশে এ স্থূলটার স্মৃতি মুছে যাক্।

দেখ মা "যার ছেলে যত পায়, তার ছেলে তত চায়" সত্য, না চেয়ে থাকতে পারে না। বল মা! বল মা! যে তোর স্পর্শ পেয়েছে, আর কিছু সে চাইতে পারে? না আর কিছু তাকে আনন্দ দিতে পারে? সে না চাইলেও তুই কিন্তু জোর করে দিস্। তুই ভিন্ন অন্য কিছু তো তীব্র বিষ, তা স্পর্শ করতে না করতে সর্ব্ব শরীর জ্বলে যায়—তখন মা মা করে চেঁচিয়ে ডাক্তে হয়। তুই ছাড়া জ্বালা নিবারণ কর্তে আর তো কেহ পারে না। মা মা! আমায় তোর পরশ-সাগরে ডুবিয়ে দে মা।

বেশ মা! সব তাতেই তোর রঙ্গ! তুই যে মঙ্গলময়ী, তুই যা করিস্ সবই এটার মঙ্গল, এটা তা ভুলে গিয়ে এটা কর, ওটা কর বলে। মা তুই যে চির কল্যাণময়ী, তুই যা করছিস্ সব মঙ্গল তা এটাকে কেন ভুলিয়ে দিস্—না আর আমার বলবার কিছু নাই, তোর যা ইচ্ছা কর।

তোর যা ইচ্ছা হয় তাই তুই কর, তোকে আর আমি কিছু বল্‌ব না। মঙ্গলময়ী আমার মা, সদানন্দময়ী আমার মা, আমি মার ছেলে, আমি মার আনন্দের ছুলাল, আমার উৎপত্তি স্থিতি নাশ সবই আনন্দে; আমি আনন্দে খেলি, আনন্দে বেড়াই আনন্দে ঘুমাই। মা আমার সদানন্দময়ী, আমার মার রূপে জগৎ আলো হয়ে আছে। গাছে গাছে পাখী আমার মার স্তব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, ফুলে ফুলে ভ্রমর গুন্‌গুন্ রবে মার গুণের কথা গুঞ্জন করে, ওই ভাগীরথী আপন মনে আমার মাকে ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে সাগরে গিয়ে মিশে যায়, বাতাস আমার মাকে ব্যজন করে, আকাশ আমার মার মাথায় ছত্র ধারণ করে আছে, ভূমিতল আমার মায়ের পাদপীঠ। আমার সদানন্দময়ী মা, আমার মঙ্গলময়ী মা, আমার বিশ্বরূপিণী মা, আমার জগন্ময়ী মা, আমার মা সাকারে সগুণা, নির্গুণা নিরাকারে, মা, আমার মা, আমি মার পুত্র, আমার মা বিশ্বব্যাপিনী, আমার মা বিশ্বরূপিণী মা, আমার মা।

মা দেখ, তোর সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা করে, তা তুই কথা কবি না মা? তুই তো কথা ক'স। ভক্ত যে তোর দেখা পায়, কথা শুন্‌তে পায়। আমি ভক্ত না হলেও তোর পুত্র তো, তুই কথা ক'না মা। এ একটা কি বাঞ্ছিত অতৃপ্তি! তুই দেখা দিলিনে, তুই কথা কইলিনে—এটা একটা অতৃপ্তি বটে। তবে বড় মধুর, মন তোর কথা শুনতে চায়, তোকে চাক্ষুষ দেখ্‌তে চায়, পায় না—তাই সে অতৃপ্ত, এ অতৃপ্তি ভাল নয় কি মা? বিষয়ের জন্য অতৃপ্তি হলে সেটা নিন্দার বটে কিন্তু এ যে তোর জন্য অতৃপ্তি মা। মা মা, কবে দেখা দিবি মা? কবে তুই আমার হবি চিরদিনের জন্য, ছাড়াছাড়ি হবে না, ক্ষণমাত্র হারাবো না। ওই দেখ মা, আবার চেয়ে ফেল্‌লাম্! সত্যি, মানুষ না চেয়ে থাক্‌তে পারে না, যতক্ষণ না সে পাওয়ার মত পায়। সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে, সমস্ত দেহ দিয়ে, মন ও বুদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে না পেলে সুস্থির হতে পারে না, দে মা, আমায় পূর্ণ করে দে, আমি সেই মহামন্ত্রের দ্রষ্টা হয়ে চিরনিবৃত হয়ে যাই—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ তৎ সৎ, হরি ওঁ শান্তি।

—০—

দেখ, তোমায় আমি হারিয়ে ফেলেছি। তুমি যেন কোথা কোন অজানা দেশে চলে গেছ, আমি তোমার কথা একেবারে ভুলে গেছি। এই যে সরে চলে যাও, কোথায় যাও বলত? আমি কি দোষ করি, যার জন্য তুমি সরে দাঁড়িয়ে মজা দেখ? যাই কর না কেন, তুমি আমার, যাবে কোথায়? তুমি কতদূর যাবে, যেখানে যাবে—আমি তোমার সঙ্গে যাবো। নিয়ে যাবে না, তথাপি আমি যাবো। দেখ, তুমি ছাড়া আমার আর তো কেউ নেই, তুমি যেমন ব্যবহারই কর না কেন তবু তুমি আমার। আমি তোমার মুখপানে চেয়ে থাক্‌বো, চাতক যেমন মেঘের দিকে একদৃষ্টে আকুল হয়ে চেয়ে থাকে আমি তেমনি ভাবে চেয়ে থাক্‌বো—বজ্র হানবে, হানো।

আমি বল্‌বো—

হানো তব বাজ সংসার-গহনে
দুঃখানল তাহে জ্বালো হে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল প্রিয়তম, আর অবশেষে কি আছে, জগতে সুখ যাকে বলে তাও ভোগ করেছি, দুঃখের তো কথাই নাই! বল আর কি ভোগ করাবে? তুমি যা দেবে তাই মাথা পেতে নিতে বাধ্য, তবে তুমি যদি সজাগ রাখো তাহলে সবটাই মধুর। বেশী কিছু নয়—মাঝে মাঝে তোমার পরশ দিও, তাতেই তৃপ্ত হয়ে যাবো, আমি তোমার পরশ বড় ভালবাসি। তুমি বড় কৃপণ হয়েছো। দেখ, একটু পরশ দিলে যে কৃতার্থ হয়, তার সঙ্গে লুকোচুরি কর্‌বে? যা হয় কর, কি আর বল্‌বো, কাকে আর বলবো, কেবা শুন্‌বে? তবু বলি, শোন আর না শোন—আমার বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমার পক্ষে তোমার ভক্ত হওয়া কঠিন কথা হলেও তোমার পক্ষে আমাকে ভক্ত করে লওয়া খুব সহজ। তোমার ভক্ত হয়ে তোমার সঙ্গে কথা কব, গল্প কর্‌বো, তুমি এই তুলসী-কাননে আসবে, আমি চুপি চুপি গিয়ে তোমার পা দুখানি জড়িয়ে ধরবো কেমন? তুমি ছাড় ছাড় করে পালাতে যাবে, আমি পালাতে দিব না—বেশ করে জোর করে ধরে থাক্‌বো।

এ যে উন্মাদের কল্পনা তা আমি বুঝি, তবু তোমার আসার কল্পনা করি, তোমার দেখার কল্পনা করি। দেখ, লোকে কামিনী-কাঞ্চনের কল্পনায় কত সুখ ভোগ করে, আমিও তোমার আসার কল্পনা কচ্ছি। সত্যি বল্‌ছি, এবার যা তুলসীগাছ হয়েছে দেখ্‌বার মত, একবার এসে দেখে যাও না, এস না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচ্ছা, এই যে বারবার 'এস না,' 'দেখা দাও না' এই সব বলি, তুমি খুব বিরক্ত হও—নয় ?

না না, তুমি বিরক্ত হও না। তুমি যে আমায় বড় ভালবাস, একদণ্ড চোখ ছাড়া কর না, সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখো—আমি যখন পথ ভুলে বিপথে কুপথে যেতে চাই, তুমি অলক্ষ্যে থেকে জোর করে ধরে সুপথে নিয়ে এস! আমার সুবিধা অসুবিধা কি বুঝি কি জানি, তবু ভুলে গিয়ে মনে করি এইরূপ হলে আমার সুবিধা হয়। হরি হরি, কি দুর্ব্বুদ্ধি দেখ, আমার কোনটা ভাল তাকি তুমি জান না, তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে? আচ্ছা, তুমি আমার পানে অমন করে চেয়ে আছ কেন? আমার পানে চেয়ে চেয়ে কি দেখ, এমন কি আমাতে আছে যে তুমি অপলকে চেয়ে দেখ্‌ছ? এটাতে তোমার দেখবার মতো তো কিছু দেখি না, তবু তুমি একদৃষ্টে চেয়ে আছ। বল না কি দেখ্‌ছ, বল না! তোমায় বল্‌তে হবে—তুমি কি দেখ। অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র কীট আমি, আমাকে তোমার এত ভাল লাগে! কেন তুমি আমায় এত ভালবাস! আহা, তোমার এ অপরিসীম ভালবাসার প্রতিদান তো আমি কিছু দিই না, তোমাকে তো একটুও ভালবাসতে পারি না, আমি এমনি অকৃতজ্ঞ যে তোমাকে কণামাত্র ভালবাসা দিতে পারি না, পারলুম না। ক্ষণমাত্র তোমায় নিয়ে থাক্‌বার শক্তি নেই, অবশভাবে ছুটে অন্য দিকে চলে যাই, জানি না কেন! কে আমায় তোমার কাছ ছাড়া করে দেয়,—কর্ম্ম? তা হবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমায় দৃঢ় করে হৃদয়ে ধরবো বলে আকুল প্রাণে ছুটলাম, আমার দৃঢ় বাহুর বন্ধন কি জানি কেন শ্লথ হয়ে গেল—দেখলাম আমি তোমার থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছি, বল বল একি ! এমন কেন হয়, কেন তোমায় পাবার মত পাই না ? এই আকাঙ্ক্ষার বোঝা নিয়ে বল আর কত ছুটবো,—ধরি ধরি করে কি চিরদিন ছুটাবে ? ধরা দাও না ! না, আমার তো আকাঙ্ক্ষা নেই, সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা কৈ ? কৈ সে ভালবাসা ! কৈ সে হৃদয়ভরা প্রেম ! কুলে-শীলে-মানে জলাঞ্জলি দিয়ে গৃহদ্বার আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে 'হা প্রিয়তম ! হা নাথ ! দেখা দাও', বলে এখন তো পথে পথে কেঁদে বেড়াতে পারি নি। এখনও ত দীনের দীন হতে পারি নি, তবে তোমায় কেন পাবো ? আমার কিসের দাবী তোমার উপর, না আমার কোন দাবী নেই।

তুমি কিন্তু আমায় বড় ভালবাস, কিছু চাও না তুমি, এ অহৈতুকী ভালবাসা তোমার। আমার দিক্ দিয়ে কিছু হবার আশা নেই—যা হয় তুমিই কর।

তোমার ভালবাসায় কেউ তো বঞ্চিত নয়, সকলকে তুমি বড় ভালবাসো কিন্তু তোমায় না ভালবাসতে পেরে আমরা দুঃখ পাই। দেখ, আমি তোমায় খুব ভালবাস্‌বো। বল, কি করে ভালবাসতে হয় ! আমায় শিখিয়ে দাও। আচ্ছা, ভালবাসা মানে কি ? প্রাণের একটা টান এই তো ? বল তো, প্রাণের টান কি করে হবে, কি সাধনা করলে তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর আমার খুব টান হবে? বল না! এতো আর বেশী কথা নয়—একটা কথা বল্‌তে পারে না; তবে যা বল্‌বে যেন কর্‌তে পারি। সব কেড়ে নিয়েছ যেন মনে থাকে, ধ্যান কর্‌বো, তা বেশ ধ্যান করাও। আচ্ছা সত্যি বল, হেসো না, তুমি না করালে কার সাধ্য যে কিছু কর্‌তে পারে, বল প্রিয়তম, রহস্য করো না। তুমি তো প্রাণের প্রাণ, তুমিই তো মনের মন, তুমি চক্ষুর চক্ষু। তুই যে সব সখা, তুই যে আমার সব ভাই, তুই ছাড়া যে আমার কেউ নেই—তুই আছিস্ তাই আমি আছি, তুই না থাকলে আমিও নেই। তাই তোকে কত লোকে কত কথা বলে; বেদান্তের দুরূহ তত্ত্বের ভিতর ফেলে দিয়ে কত জটিল করে দেয়—তাই কি? অত জটিল হলে তো তোকে আমি বুঝতে পারবো না। সখা সখা সখা, প্রিয়তম প্রিয়তম প্রিয়তম, তুমি তো দূরের নও, তুমি যে আমার অন্তরের অন্তরতম। কেন তুমি দূরে যাও, কেন তুমি আমায় সর্ব্বদা পরশ করে থাকো না? তোমার এ বিরহ—বল আর কতকাল সহ্য করবো? ক্ষণমাত্র ছাড়াছাড়ি হবে না।

—০—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজ্যাম্যহম্॥

এ হৃদয় তোমার স্থান, তুমি যে চিন্ময় পুরুষ; চিত্ত বহুদর্শনে কলুষিত হয়েছে, ধর্ম্মের গ্লানি ও অর্ম্মের অভ্যুত্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছে। সৃজন করো প্রভো, তোমার আত্মাকে সৃজন কর, সাধুগণকে সদ্‌বৃত্তিকে পরিত্রাণ কর—আর অসাধুগণকে অসৎ-বৃত্তিসকলকে নষ্ট কর।

এস হরি, এস দয়াময়, আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে একবার এস! একবার বাঁশি বাজাও, আমি তোমার বাঁশির গানে কুল-মানে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার দিকে ছুটে যাই। হে হরে, হে মুকুন্দ মুরারে! তোমার কৃপা ব্যতীত আমার আর কোন উপায় নাই।

একটী তৃণ পর্য্যন্ত যখন তোমার ইচ্ছা ভিন্ন জন্মায় না তখন বল আমার কি স্বাধীনতা আছে? আমি তোমার শরণাগত, তুমি আমাকে তোমার করে লও; একবার তোমার সেই পরম স্বরূপ দেখাও; আমি তোমার সেই পূর্ণ রূপ দেখে তাতে ডুবে যাই। দেখ আমি, আমি বল্‌ছি কিন্তু আমি খুঁজতে গেলে আর পাই না। তুমি নিজে করিয়ে না দিলে কিছু হয় না—মনে করি তোমায় কত কথা বল্‌ব কিন্তু যেন সব ভুলে যাই, বল্‌তে গেলে আর বলতে পারি না। হাঁ, বল্‌লাম তো অনেক, কর্‌লামও অনেক, এবার বলার ও করার ছুটি দিয়ে যা তোমার ইচ্ছা কর। তোমায় যখন সব ভার দিয়েছি যখন তোমার হয়ে গেছি তখন তোমার যা প্রাণ চায় কর। যা কর তা কর কিন্তু পরশহারা করো না—আমি তোমার পরশ অনুক্ষণ চাই—পরশ দাও পরশ দাও। আচ্ছা, এই যে ঘন শব্দরাশি, এই যে মধুকর-গুঞ্জন, এরা কি তোমার দূত? এরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি তোমার কাছ থেকে এসেছে ?—দিবারাত্র আমায় অধিকার করে বসে আছে। ছাড়ে না, ছাড় বললে ছাড়ে না—এরা তোমার কাছে নিয়ে যাবেই ? চল বন্ধু, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাব, তোমরা আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল—আমি সেই মহাসাগরে স্নান করতে যাবো। ওহে বিন্দু ! তুমিও তো তাঁরই, তুমিও কি আমায় নিতে এসেছো ? চল, তোমার সঙ্গে যাবো, তুমি বড় চঞ্চল। এই দেখি, এই নেই—এই দেখি ! যখন স্থির হলে বাতাস দিয়ে শরীরটাকে ভরিয়ে দিলে—বেশ তোমার রঙ্গ মন্দ নয়। তার মধ্যে তোমরা যার কাছ থেকে আসছো, সেইটী রঙ্গময় নটরাজ—কেবল রঙ্গ, কেবল রঙ্গ—ভাল।

'বাজিকরের মেয়ের মত
শ্যামা কত রঙ্গ জানে।'

হে নিবিড় ঘন শব্দরাশি ! তোমরা আমায় পরমপদে নিয়ে যাবে, তা চল। মনে যতক্ষণ কণামাত্র বাসনা আছে ততক্ষণ তোমরা নীরব হবে না বুঝেছি। অবিরত ধ্বনি শুনিয়ে শুনিয়ে আমার সব ভুলিয়ে দাও ; আমার দেহত্রয়ের কথা ভুলিয়ে দাও। হে আমার মহাকাশ, তোমায় ছুঁই ছুঁই করে ছুঁতে পারি না কেন ? তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াও।

যতদিন শব্দ আছে ততদিন আকাশ সঙ্কল্প আছে। যেদিন শব্দরাশি ফুরিয়ে যাবে সেইদিন পরমপদে বিশ্রাম হবে।

—০—

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা, তুই কোথা গেলি মা ! ওমা কুলকুণ্ডলিনী, তুই কোথায় লুকালি ! ওঃ, তুইই নাদময়ী হয়ে গিয়েছিস্—এ ধ্বনি তোর, এমন মধুর ধ্বনি কোথায় কেমন করে শিখেছিস্, কে তোকে শিখিয়েছে ? তুই আমায় শেখাবি না ? তুইই সুষুম্নায় নাদরূপে ক্রীড়া করিস্—আমি শ্রোতা হই। শুন্‌তে শুন্‌তে তারপর ডুবিয়ে দে। ওমা মা, সদানন্দময়ি মা, আমার নিত্যানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরো ! -জয়গুরু, জয়গুরু, জয় নাম, জয় গুরু, জয় সীতারাম।

কত খেলা তুমি জান—তোমায় আর কি বল্‌ব বল ? আচ্ছা তুমি কি জান না—আমি তোমার শরণাপন্ন তথাপি আমায় বলতে হবে, বলি। হে করুণাময় গুরো, হে সদানন্দময়ি মা, হে আমার সীতারাম, হে আমার সব একাধারে প্রণব ! আমি তোমার শরণাগত—আমি, দূর্ আমি, কেবল আমি আর আমি, কৈ আমি, কোন্‌টা আমি ? আমি শব্দে জগৎ মুখরিত কিন্তু আমিকে যদি খুঁজতে যাওয়া যায় তাহলে বিপদ, এক মহা আমিতে গিয়ে সকল আমির 'আমি' 'আমি' করা শেষ হয়েছে।

তবে 'আমি' এই দেহটাকে মনটাকে বলতে হবে। তোমাকে কি বলব ? বল, সবই তো জানো। না, এখন আর কিছু বলা গেল না।

রাত্রে কি একটা কথা মনে হচ্ছিল। হ্যাঁ মনে পড়েছে— "কি দিব বঁধু মনে ভাবি, আমি যে-ধন তোমারে দিব, সেই ধন তুমি ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের যা সকলের চেয়ে প্রিয় তাই প্রিয়জনকে উপহার দিতে চায়; মানুষ নিজেকে বড় ভালবাসে তাই আপনাকে প্রিয়ের পদে দান করতে গিয়ে সে দেখতে পায় 'যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি'। আমার আত্মা তুমি, তোমাকে আত্মদান কর্‌তে গিয়ে দেখি, আমি আর নেই তুমি আছ। তুমি তুমি কর্‌তে কর্‌তে তবে ভক্ত আমি-হারা হতে পারে।

তোমাতে হয়ে রব আমার
আমি হারা।
তোমার নাম নিতে নয়নে
ববে ধারা,
দেহ শিহরিবে পুলকে পূরিবে প্রাণ
বিপুল পুলক স্পন্দনে।

বল, কেমন করে তোমাতে আমার আমি হারিয়ে যাবে, বল কি সে সাধনা কি সে সংযম? যা'তে···ওইত কেমন ছুঁয়ে দাও! না আর বল্‌তে দেবেনা, ভাল!

মা, হাসছিস্ যে, তোর হাসি দেখ্‌লে আমার কেমন হয়— ওই যে একটু একটু হাসি নিশ্চয় এর ভিতর রহস্য আছে।

ওঃ কি আছাড়টা দিলি—তা কি একবার, সারাজীবন ধরে আছাড় মার্‌ছিস। এই ছুঁলাম এই ছুঁলাম করে হাত বাড়িয়েছি অমনি আছাড়—দেখিনা কোথা তুই, ভোগকুণ্ডে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক আধবার হলে মানুষ পারে, কেবল আছাড় আর আছাড়, একবার গায়ে হাত দিয়ে দেখ দেখি, কত কত দাগ হয়েছে। তুই মা নয়—এমনি এমনি করেই কি মারতে হয়? কি জানি কি দিয়ে তোর হৃদয় গঠিত—হাসছিস? বোধ হয় আবার আছাড় মারবার মতলব হয়েছে! মার খুব আছাড়, মা; এমন আছাড় খাবার লোক আর পাবি না।

অপরাধের দণ্ড বল্‌বি—তোর ও-কথা কে শুনবে? তুই মা, আমি তোর পুত্র, তুই অপরাধ কর্‌তে দিস্ কেন? পারিস্ না, বারণ করতে পারিস্ না?

এ—বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন! কে তোর বিবেক বুদ্ধি চায়? নিগে যা তোর বিবেক বুদ্ধি, আমি ও-সব নিব না। আমি তোকে নিব, আমি আর কিছু চাই না—চাই না—চাই না।

মার আছাড়, মার আছাড়—আছাড় মার্‌তে মার্‌তে একদিন নিশ্চয়ই তোর এ হতভাগা ছেলেটার মুখখানা দেখে মায়া হবে; তুই আর মার্‌বি না, ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিবি। সদানন্দময়ি মাগো, কৃপা কর মা, একবার করুণা-নয়নে চা মা। একবার একবার……

যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি
দয়া থাকে?
দয়াহীনা না হলে কি লাথি মারে
নাথের বুকে॥

তোর একটুও দয়া নেই—নেই—নেই। তুই বড় কঠিনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আবার হাসছিস্? এত হাসির ঘটা কিসের বল তো? দেখা দেবার নাম নেই, কথা কইতে পারেন না, কেবল হাসি আর হাসি! না তোকে হাস্‌তে হবে না।

আমি কি পাগল যে আমাকে দেখে হাসবি? না, হাসতে পাবি না। হাস্য মোহকরী মায়া, যত পারো হাসো—আমি রাম রাম করি—রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

ও, এইজন্যে এত হাসির ঘটা! সত্যি মা তোকে কিন্তু ধন্যবাদ দিতে হয়, কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাস্—মা আমার নাদ বিন্দু কলাতীতা। আচ্ছা মা তুইই বল, পারে কেউ—তুই যদি করুণা না করিস্? বল, কেউ কি পারে তোকে চিন্তা কর্‌তে? তুই একটু করুণা কর মা, তাহলে আর আমার কোন চিন্তা থাক্‌বে না।

করুণাময়ি মা, বল মা ওঠা পড়া কতদিন রাখ্‌বি? মা, সমরসে প্রাণ ভরিয়ে দে মা, দ্বৈত দর্শন দূর করে দে মা! বল দেখি মা, কত যুগ-যুগান্তর, আর বলতে দিবি না—

বল প্রিয়তম, তুমি যন্ত্রী, তোমার যন্ত্রকে যেমন বাদিত করবে সে তো সেইরূপ ধ্বনিত হবে। এটা তোমার যন্ত্র, তুমিই এর সব।

'দারুতন্ত্রী সার আমি—
অঙ্গ সারঙ্গের,
তুমি সঙ্গীত হইয়া তার
বাড়াও গৌরব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে যন্ত্রিন্ ! তুমিই তো দারুতন্ত্রী-সার সারঙ্গকে হাতে তুলে নিয়ে প্রাণ সঞ্চার কর ; তারপর তাতে তোমার ইচ্ছামত সুরে সঙ্গীত আরম্ভ করে থাকো। সে শুন্‌তে শুন্‌তে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তোমার বিমোহন স্পর্শে অবশ হয়ে তোমার কোলে ঢলে পড়ে যায়—তোমার ক্রোড় হতে উঠ্‌বার শক্তি থাকে না ;—ইচ্ছা কর্‌লেও অবশ দেহ তুল্‌তে পারে না।

হে অসীম, হে বিরাট·· ·········হে অনির্ব্বচনীয় !

'সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর ॥

আচ্ছা, এ-দেহস্থ ষট্‌চক্র ভেদ করে সহস্রারে গিয়ে তবে তোমায় পাওয়া যায়। আচ্ছা, প্রথম মূলাধার চক্র ত্রিকোণ মণ্ডল—অর্থ কি ? সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী প্রকৃতি (ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি), তাকে ত্রিকোণ রূপ কল্পনা করা হল ; বামা রজ, মধ্যা সত্ত্ব, দক্ষিণা তম। এর মধ্যবিন্দু শিব, অর্থাৎ মধ্যবিন্দুরূপী তোমাকে বেষ্টন করে এই ত্রিগুণা প্রকৃতি তোমার তেজে তেজোময়ী। দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠান, ইহা অর্দ্ধ চন্দ্রাকার বরুণ মণ্ডল, মণিপুরে ত্রিকোণ, অনাহতে ষট্ কোণ, দ্বিদলে ত্রিকোণ, সহস্রারে ত্রিকোণ। ত্রিকোণের মধ্যবিন্দু হল শিব, ষাট্‌কৌশিক দেহাভ্যন্তরে ষট্‌চক্রে, মূলাধারে যখন চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলিনী গুপ্তা থাকেন তখন বদ্ধ জীব হাহাকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্‌তে থাকে। তারপর সেই কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করে চক্রভেদ কর্‌তে হবে—এই মায়াচক্র ভেদ করতে হলে শিবের সাহায্য ভিন্ন হবার উপায় নেই। ষট্‌চক্রের ভিতর বিন্দুরূপী শিবকে আশ্রয় করে, চক্রভেদ করত সহস্রারে চন্দ্রমণ্ডল অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের ভিতর সেই ত্রিকোণ—ত্রিকোণে বিন্দুরূপী শিব, সেই শিবে আত্মসমর্পণ কর্‌লে তারপর অমাকলায় সুধার ধারায় স্নান করে নিধ্যান কলায় মিশে গিয়ে পারব্রহ্ম্য পদ পাওয়া যায়।

যেমন ক্ষুদ্র দেহব্রহ্মাণ্ডে ষট্‌চক্র আছে, সেইরূপ বৃহদ্‌ ব্রহ্মাণ্ডে ভূ ভুব স্ব মহ জন তপ সত্য রূপ ষট্‌চক্র বিদ্যমান ইহাও ভেদ কর্‌তে হবে।

আচ্ছা মা, এত সব সুরলহরী কি মা? এ যে কত রকম ধ্বনি তা বল্‌তে পারি না! এদের কেন পাঠিয়েছিস বল্‌তো? এরা কি আমায় নিতে এসেছে? চল, তোমাদের সঙ্গে সেই সেই দেশে, যে দেশে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, আলো নাই, আঁধার নাই, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নাই, চল সেই দেশেই চল। দেখ মা, এই বাঁদিকে যারা আসে, ওঃ কি তাদের কলরব, যেন ব্রহ্মাণ্ডটা ভরিয়ে দেয় চীৎকার করে।

কেন এত চীৎকার করে? এই সারা জগতের হাহাকার আমার কাছে কেন আসছে? আমি কি কর্‌বো? যাক্‌, ও আর শোনাস্‌ নে। বড় মধুর, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতি সুখকর সেই অস্পষ্ট মৃদু সঙ্গীত—যেন কোন অজ্ঞাত লোকের কথা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন কোন অচেনা দেশের কাহিনী—এরা সব শুনাচ্ছে। কিন্তু ডুবাচ্ছে কৈ? কৈ সুরে ডুবে গেলাম? কবে ডুবে যাব মা? দূর্, তোর আবার সেই কথা, সে খোঁজে তোর কি দরকার ক্ষেপা? মার যা খুসী তাই করুক।

তোমার ভাব যে কি তা কি এ বুদ্ধির দ্বারা ধরতে পারা যায়? না, পারা যায় না। তোমার ভাব তুমি স্বয়ং প্রকাশ কর, তবে বুদ্ধি নির্ম্মলা হয়। তোমার কৃপা, বার বার যতক্ষণ বাণী থাক্‌বে ততক্ষণ বল্‌বো—তোমার কৃপা, সব তোমার কৃপা। তুমি যাকে কৃপা কর তার আর কিছু ভাব্‌বার করবার থাকে না। তুমি কৃপা কর, কৃপাময় গুরো, কৃপা কর! আচ্ছা, আমি কি তোমার কাছে কিছু চাই? না, আর কিছুরই কামনা নাই, চাই শুধু কৃপা।

তোমার করুণা অমিয় রসে
আমারে ডুবাও গো,
সুপ্ত পরাণ মম বারেক
জাগাও গো,
আবরি এ ইন্দ্রজাল
সম্মুখে দাঁড়াও গো,
নিশিদিন অনিমিখে
চেয়ে তুমি থাক গো।
নয়নের অন্তরালে
থাকিও না কভু গো.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়নে নয়নে সদা
আমারে রাখিও গো,
আমি ভুলি বারে বারে
যেন তুমি ভুলো না গো,
তুমি ছাড়া নিজ জন
আর কেহ নাহি গো ॥

—ঃ০ঃ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় খণ্ড

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম॥

এই তো তোমার কথা—একবার 'আমি প্রপন্ন' 'আমি তোমার' একথা যে বলে তাকে তুমি অভয় দাও—এই তো তোমার ব্রত। তাই আমি তোমার শরণ নিলাম। "আমি তোমার" আমায় অভয় দাও; বল, একবার বল "ওরে তোর ভয় নাই।" সত্যই নাথ, আমি বড় ভীত হয়েছি, মনের তরঙ্গ দেখে কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ি। আমি তোমায় ডাক্‌তে চাই, মন নানা রঙ্গে নৃত্য করতে চায়। আমায় অভয় দাও. আমার মনকে তুমি নাও—শুনেছি তোমার মন নাই।

"রাধাপনীতমনসো মনসোঽস্তি দৈন্যম্"

রাধা তোমার মন হরণ করেছেন—এইজন্য তোমার মনের দৈন্য আছে।

তাই আমার মন তোমায় দিচ্ছি, তুমি শীঘ্র গ্রহণ কর। আমার মন নেবে না, কেন নেবে না? তুমিই তো ঐ মন দিয়েছ, তবে তুমি নেবে না কেন?

তোমার মন নাই—এ কথা শ্রুতিও বলেছেন—"অপ্রাণঃ হ্যমনা শুভ্রঃ"।

তবে এ তোমার নির্গুণ অবস্থার কথা; ও আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি না—বেশ কেন মোটেই নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি কি বুঝি জানো—তোমার হাসি হাসি মুখখানি, তোমার আয়ত লোচন দুটি, তোমার অন্তঃশীতলকারিণী মধুময়ী দৃষ্টি। তা তো ভাগ্যে হ'ল না! তুমি তো এলে না! তুমি তো দেখা দিলে না! তুমি তো আদর করে ডাক্‌লে না!

না, তাতে তোমার কোন দোষ নাই—তুমি যে অকিঞ্চনের ধন। যার কেহ নাই, কিছু নাই, তুমি তার আছ। কিন্তু আমার যে অনেক রয়েছে—আমি যে অকিঞ্চন হতে পারি নি! তাই আমার ডাক শোন না, আমার ডাকে তুমি আস না।

আমায় তুমি অকিঞ্চন কর, অকিঞ্চন করে দেখা দাও। আচ্ছা, এ 'আমার আমার'টা কিসে যায় বল তো?

ভক্তেরা বলেন—কেবল 'তোমার তোমার' কর। জ্ঞানিগণ বলেন—বিচার কর। বিচারের যোগ্যতা নাই—কেবল 'তোমার তোমার' করি।

এ দেহ তোমার, দেহ আত্মীয় স্বজন তোমার, পাপপুণ্য তোমার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি তোমার। যা কিছু আমার বলে আছে, সব তোমার, সব তোমার; যাতে যাতে মমত্বের ছাপ মেরেছি, সব তোমার কেমন! আমি তোমার, আমার স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহ তোমার, আমার আত্মা তোমার—এইবার হয়েছে তো? তাই—

"দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিনু
দয়া জোনু ন ছোড়বি মোয় ।"

ভক্ত যেমন তোমার চরণ দুখানিতে তিল তুলসী অর্পণ করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমনি তিল তুলসী দিয়ে আমার দেহটা তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করলুম—গ্রহণ কর ; তোমার চরণ দুখানি সহস্রারে লগ্ন হৌক্, আমি স্থির হয়ে তোমার চরণকমলের মধুপান করি—দাও, এসো !

শরণাগত দীন আর্ত্তকে পরিত্রাণ করাই তো তোমার স্বভাব —আমি তোমার শরণাগত আমায় পরিত্রাণ কর। আমার নানা দর্শন ঘুচিয়ে দাও, সেই দৃষ্টি দাও যাতে আমি তোমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করতে পারি ; আর তোমাতে সব দেখি। তুমি না দিলে হয় না।

"দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ"

অর্জ্জুনকে বলেছিলে, আমাকেও বল, দাও সে নয়ন! আমার স্পর্দ্ধা তো কম নয় দেখ্ছি, অর্জ্জুন প্রাণসম সখা, অর্জ্জুন বিষাদযোগী, অর্জ্জুন ভক্ত, তাকে "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্"—একথা বলেছো বলে আমি কীটাণুকীট অধমাধম সংসারলুব্ধ, আমাকেও বল্বে—এ কি ধৃষ্টতা, এ কি বাতুলতা !

সত্যই কি এ বাতুলতা ? বল, তোমাকে বল্বো না তো কাকে বল্বো ? তুমি না দিলে যে হবার উপায় নাই, তাই তোমায় বলি। দাও, বহুদর্শন ঘুচিয়ে দাও—সমরসে প্রাণ ভরে যাক্। তুমি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্ত্তেই পারো। আচ্ছা বল, কি সাধনা করলে তোমার কৃপা হয়, আমি তাই করবো। হরি হরি, সাধন-ভজন, সাধনভজন বল্ছি কিন্তু সাধনের কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধ্য আছে যে অসাধনের ধনকে আপনার কর্‌তে পারে? না, সাধনে কিছু হয় না—সাধন করে কেহ তোমায় পেতে পারে না; যিনি পেয়েছেন তিনি কেঁদে কেঁদে 'ওগো কৃপা কর, কৃপা কর, আমি তোমার শরণাগত,'—এই মহামন্ত্র জপ করে তবে তোমায় লাভ করেছেন। আমি এ মহামন্ত্র শিখেছি, আমি তোমার শরণাগত—

"প্রপন্নোঽহং প্রপন্নোঽহং শরণাগতং
মাং রক্ষ রক্ষ হরে"।

দেখ, শরণাগত-বৎসল! তোমার নাম-শরণাগতকে উপেক্ষা করো না, কৈ এলে না, স্পর্শ করলে না!

না না, তা কি তুমি স্থির থাক্‌তে পারো, আমি যে তোমার শরণাগত, আমি ডাক্‌ছি, তুমি শুন্‌বে না—এও কি কখন হয়! এই তো এসে পরশ করলে—আহা! বেশ পরশ তোমার! আমি পরশ বড় ভালবাসি—তা তুমি পরশ করেই থাক না কেন, সে তো বেশ হয়! আমায় আর আকুল হতে হয় না।

যা হয় কর, আমার তো জোর কিছু নাই!

কেন জোর নেই রে?

আমি তোমার ভক্ত নই বলে তোমার উপর আমার জোর নেই।

তুই কি?

বড় কঠিন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে 'আমি কি'? তাই তো!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি 'আমি কি' তাতো জানি না। 'আমি কি'? আমায় তুমি শিখিয়ে দাও—'আমি কি'?

তুই আমার ভক্ত।

আমি তোমার ভক্ত! আমি তোমার ভক্ত! না আমি তোমার ভক্ত নই, ভক্ত হলে একক্ষণ ভুলে থাক্‌তে পার্‌তাম না, ভক্ত হলে অনুক্ষণ তোমার নাম জপ করতুম, ভক্ত হলে তোমার লীলা ধ্যানে ডুবে যেতাম—তোমার স্বরূপ চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাক্‌তাম; আমার যখন কিছুই নেই তবে আমি কিসে ভক্ত?

যে তোমাকে ভজনা করে সেই তো ভক্ত—কৈ আমি তোমায় ভজনা কর্‌তে পারলুম? আয়োজন অনেক করলুম কিন্তু ভক্ত হতে সমর্থ হলাম না। ভক্ত যে হবে তার ইতর রাগে বৈতৃষ্ণ্য আস্‌বে; আমার যে আসে নাই—আমার ইন্দ্রিয়গণ যে বিষয়ে রস পায়। তুমি কৃপা কর, তুমি আমার ইন্দ্রিয়গণকে তোমার সেবায় নিযুক্ত কর? আমার বাণী সতত তোমার গুণকীর্ত্তন করুক; আমার শ্রবণযুগল তোমার নাম, তোমার লীলাকথা শুনুক, আমার নয়নদ্বয় তোমার রূপ দর্শন করুক।

শরণাগত শরণাগত বল্‌ছি—এই শরণাগত হওয়াও বড় কঠিন কথা। শরণাগত যে হতে পারে সে তো একবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল, শরণাগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি সকল ভার গ্রহণ কর—একথা আমি শুনেছি! এই যে শরণাগত—এই যে চাতকী-বৃত্তি—কি সুন্দর!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরঃ সমুদ্র নদ্যাদি সন্ত্যজ্য চাতকো যথা।
তৃষিতোম্রিয়তে বাপি যাচতে বৈ পয়োধরম্ ॥
এবমেব প্রযত্নেন সাধনানি পরিত্যজেৎ।
স্বেষ্টদেবৌ সদা যাচ্যৌ গতিস্তৌ মে ভবেদিতি ॥

সরোবর সমুদ্র নদী প্রভৃতি ত্যাগ করে যেমন চাতক তৃষ্ণায় মরিয়া গেলেও মেঘের কাছেই জল প্রার্থনা করে, এইরূপ সর্ব্ব প্রযত্নে সাধন পরিত্যাগ করিবে, ইষ্টদেবদেবীর নিকট সর্ব্বদা যাচ্ঞা করিবে—তাঁহারাই আমার গতি হউন।

এই যে চাতকী-বৃত্তি এর কি তুলনা আছে! কারো কাছে যাবো না, আর কোন সাধন করবো না, ইষ্টদেবদেবীর মুখ পানেই চেয়ে থাক্‌বো। তোমরা যা কর, আমি গতিহীন, আমি দীন হতে দীন, তোমরা আমার একমাত্র আশ্রয়, তোমরা আমায় কৃপা কর! আমি তোমার—আমি তোমার।

চাতক তো মেঘের পানেই চেয়ে থাকে, মেঘ যা করুক, চাতক কিন্তু আর কোথাও যায় না।

বাতৈর্বিধুনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ
সঞ্চূর্ণয় ত্বমথবা করকাভিঘাতৈঃ।
তদ্‌ বারি-বিন্দু-পরিপালিত-জীবিতস্য
নান্যা গতির্ভবতি বারিদ চাতকস্য ॥

প্রবল বাত্যায় অতিশয় আলোড়িত কর, ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া ভীতি প্রদর্শন কর, অথবা তুমি করকা (শিলাখণ্ড)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আঘাতের দ্বারা সম্যক্ চূর্ণ বিচূর্ণ কর—হে বারিদ! তোমার বারিবিন্দু-পরিপালিত চাতকের তো অন্য গতি নেই।

হে আমার সর্ব্বস্ব গুরো, ইষ্ট, মন্ত্র! হে আমার তিন—একাধারে প্রণব!

তুমি রোগ-শোকের প্রবল বাতাসে আমাকে অতিশয় কম্পিত কর; সংসারের ভীম কোলাহলে আমাকে ভয় দেখাও অথবা লয়বিক্ষেপরূপ করকাঘাতে আমাকে চূর্ণ বিচূর্ণ কর—তথাপি হে আমার দেবতা! হে আমার নবঘনশ্যামসুন্দর! তোমার কৃপাবিন্দু-পরিপালিত এ চাতকের অন্য গতি তো নাই। গতিমুক্তিদাতা হে হরে, তুমি কপা কর—আমি শরণাগত, একবার কৃপা-নয়নে আমাকে দেখ। জানি, তুমি অনিমিষে আমার দিকে চেয়ে আছ। নিখিলদৃশ্যজাত সবই তো দ্রষ্টা; দ্রষ্টায় দৃশ্যভ্রম হয়েই তো গোলমাল। দৃশ্য 'এ', দ্রষ্টা তুমি দেখ ছ আর এটা মনে করছে—আমি দেখছি। হরি হরি, তুমি ত এটাকে দেখছ—এটা কিন্তু বিপরীত ভাব্ছে। এ ভাবনা তুমি দূর করে দাও! দ্রষ্টায় দৃশ্য-ভ্রম ঘুচিয়ে দাও! আমি তোমার শরণাগত, আমার আর ত কেউ নেই—আর তো কোন সাধন নেই—আছ একমাত্র তুমি। তুমি এটার গতি না করলে কে আর করবে? আহা এটা বড় পাতকী! ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কত অন্যায় কর্ম্ম করে ফেলে—সে সব তুমি যদি দূর না করে দাও, তা হলে আর কে দেবে? তুমি সব মালিন্য দূর করে দিয়ে এটাকে নির্ম্মল করে এটার হও। এটার যা কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল মন্দ সকলের ভার তুমি গ্রহণ কর—একক্ষণও এটাকে ছেড়ে থেকো না।

আমি তোমার শরণাগত, আমার পূর্ব্বকর্ম্ম আমার স্মরণের পথে বড় ব্যাঘাত কর্‌ছে, এ কর্ম্মরাশি তুমি দগ্ধ করে দাও! তুমি ভিন্ন অন্য উপায় নাই! তুমি বাধা ঘুচিয়ে তোমাতে ডুবিয়ে রাখ। আমার মত নিন্দিতকর্ম্মা অপাত্রকে তুমি অনেক দিয়েছ, তোমার অপার করুণার কথা বর্ণনা করবার আমার শক্তি নাই! হে করুণামহাপারাবার! করুণা কর আমায়, আমার কি চাই তাই দাও! কি চাই বুঝি না—কিসে প্রাণ ভরে যাবে তা আমি জানি না। তুমি সব জানো—তুমি আমাকে তাই দাও। তোমার কৃপা ভিন্ন আমার অন্য কোন উপায় নাই– তাতো তুমি জানো, তবে তুমি দূরে রয়েছ কেন? কেন আমায় স্পর্শ করছো না? কেন আমায় তোমার পরশে চিরতরে ডুবিয়ে দিচ্ছ না? বল—বল, নীরব থেকো না—দাও পরশ দাও! সরস পরশ-বিধুর আমি, কেন আমায় পরশ দিতে কৃপণতা কর?

—০—

শাস্ত্রে প্রপত্তির—ভগবানে আত্মন্যাস রূপ শ্রেষ্ঠ ভক্তির ছয়টি লক্ষণ দেখা যায়।

প্রপত্তিরানুকূলস্য সঙ্কল্পোঽপ্রতিকূলতা।
বিশ্বাসঃ বরণং ন্যাসঃ কার্পণ্যমিতি ষড়্‌বিধা॥

প্রপত্তির অনুকূলের সঙ্কল্পাদি, প্রতিকূলতা—যাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রপত্তির প্রতিকূল তাহাদের বর্জ্জন, বিশ্বাস—তুমি আমায় নিশ্চয় রক্ষা করবে, রক্ষা করা তোমার স্বভাব—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, বরণ—শ্রীভগবানকে রক্ষয়িতৃরূপে আশ্রয় করা, ন্যাস—শ্রীভগবানের পদে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মভাবের নিক্ষেপ, কার্পণ্য—অকিঞ্চনতা—এই ছয়টী গুণ যে ভক্তে আছে সেই তোমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

প্রপত্তির অনুকূলের সঙ্কল্প কি এই রকম? এতদিন ধরে আমার সাধন ভজনের উপর নির্ভর করে আমি তো কিছু করতে পারলাম না, শান্তি এল না, ভয় গেল না! এবার সব ত্যাগ করে আমি তোমারই শরণাপন্ন হবো—তোমাকে রক্ষকরূপে আশ্রয় কর্‌বো, তোমার চরণে আত্মদান কর্‌বো,—তোমাকেই একমাত্র আমার রক্ষাকর্ত্তা বলে বিশ্বাস কর্‌বো, আমি অকিঞ্চন হয়ে যাবো—ভিতরে বাইরে অকিঞ্চন হবো, লীলাগ্রন্থাদি পাঠ ধ্যান কর্‌বো। অপ্রতিকূলতা—তোমার শরণাগতের বাধা হ'ল অহঙ্কার, আপনার ক্ষুদ্রশক্তির উপর বিশ্বাস অভিমান দম্ভ মদ—এ সব ত্যাগ কর্‌বো কেমন?

বিশ্বাস—তুমি আমায় নিশ্চয় রক্ষা কর্‌বে; রক্ষা করা তোমার স্বভাব—সত্যই তুমি সততই রক্ষা করছ। যখন যে ভক্ত বিপন্ন হয়ে তোমায় ডেকেছেন তখনই তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছো। কুরুসভায় যখন একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে দুষ্ট দুঃশাসন আনয়ন করে উলঙ্গ করবার জন্য বস্ত্র আকর্ষণ করতে থাকে তখন তিনি কাতরকণ্ঠে 'কোথা দ্বারকানাথ' 'কোথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যছুনাথ' 'কোথা প্রাণনাথ' বলে তোমায় ডেকেছিলেন—তুমি স্থির থাক্‌তে পার নাই ; বস্ত্ররূপে এসে তাঁকে রক্ষা করেছিলে। যেদিন দ্রৌপদীর ভোজনান্তে দশ সহস্র শিষ্য সহ ছুর্ব্বাসা মুনি পাণ্ডবগণের অতিথি হন—পাঞ্চালী ও পাণ্ডবগণের করুণ আহ্বানে স্থির থাক্‌তে না পেরে তথায় উপস্থিত হয়ে স্থালী-লগ্ন শাক-অন্ন মাত্র ভোজন করে তাঁদের ঋষি-ভয় দূর করেছিলে। যাঁরা তোমার শরণ গ্রহণ করেন তাঁদের তুমি পদে পদে রক্ষা কর।

গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র তোমায় কাতর হয়ে আহ্বান করেছিলো, তুমি শীঘ্র তার নিকটস্থ হয়ে গ্রাহ হতে মুক্ত করেছিলে।

অশ্বত্থামা যখন অপাণ্ডব কর্‌বার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করেন, তখন তুমি পাণ্ডবগণকে এবং উত্তরার গর্ভস্থিত পাণ্ডব বংশধর পরীক্ষিৎকে রক্ষা করেছিলে।

একান্ত ভক্ত প্রহ্লাদকে অস্ত্রে, জলে, অগ্নিতে, হস্তিপদতলে, আশীবিষের দংশনে, পর্ব্বত হতে ভূমিতলে পাতনসময়ে এবং বিষান্ন ভোজনকালে রক্ষা করেছিলে। আহা! রক্ষা করাই যে তোমার স্বভাব। যে 'আমি তোমার হলাম' বলে আশ্রয় নেয় তাকে তুমি বক্ষে করে রক্ষা কর।

তোমার সুদর্শন চক্র ভক্তগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করছে। যখন ছুর্ব্বাসা মুনি তোমার একান্ত ভক্ত অম্বরীষ রাজাকে ধ্বংস করবার জন্য জটাজাল হতে কৃত্যা নির্ম্মাণ করেন, তখন তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুদর্শন চক্রের দ্বারা একান্ত ভক্ত রাজা অম্বরীষকে রক্ষা করেছিলে।

বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ-হৃদয় বালক ধ্রুব যখন তোমায় একান্তভাবে ডেকেছিল, তখন তুমি স্থির থাক্‌তে পার নাই; গরুড়ারোহণে তার নিকট গিয়ে তাকে বাঞ্ছিত বর দান করেছিলে। তোমার ভক্তরক্ষার কথা কত বল্‌বো! লীলাগ্রন্থে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তোমার ভক্তরক্ষার কথাই লিখিত আছে।

কাতরভাবে যে তোমায় ডাকে, তাকে তুমি চিরদিন রক্ষা করেছ, এখনও করে থাকো। নাথ হে! 'আমি তোমার হলাম' বলে যে আশ্রয় লয়, তাকে তুমি কি ত্যাগ কর্‌তে পার? কখনই নয়।

আমি তো 'আমি তোমার হলাম' কত বলি, তবে তুমি আমাকে গ্রহণ কর না কেন? আমাকে দূরে রেখেছ কেন?

না না, তুমি তো আমায় দূরে রাখ নি—তুমি আমায় খুব কাছে, অতি কাছে রেখেছো। কিন্তু আমি কেমন ভুলে যাই—মনে করি আমায় দূরে রেখেছ! হে বিশ্বশরীরী আমার প্রিয়তম! স্বর্লোক তোমার মস্তক, আকাশ তোমার নাভি, পৃথিবী তোমার পদতল, দিক্‌সকল কর্ণ, চন্দ্র সূর্য্য তোমার নেত্র-যুগল। আমি ঘুরি ফিরি বেড়াই, যা কিছু করি তোমার শরীরের ভিতর; আমার ঊর্দ্ধে অধে সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে অন্তরে বাইরে তুমি আছ। আমি তোমার ভিতরই খেলা কর্‌ছি—তবু মনে করি তুমি দূরে আছ। এ যে পৃথকত্ব এ কি বল?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ কি যায় না? যায় যাক্, না যায় থাক্, কিন্তু আমি যে তোমাতে ডুবে আছি। তুমি অতলস্পর্শ মহাপারাবার, আমি তোমার ভিতরই রয়েছি—এ বোধটী স্থায়ী করে দাও। আমার প্রতি অঙ্গ তুমি তোমার অঙ্গ দিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন করে রেখেছ—এ স্মৃতিটুকু যেন মুছে না যায়। তুমি আমায় বেশ করে ধরে থাক। দেখ, কেমন করে প্রার্থনা করতে হয়—কেমন করে মনের কথা তোমায় জানাতে হয়—আমি তাতো জানি না। তুমি আমায় জানিয়ে শিখিয়ে দাও! আমি তোমার শেখান ভাষায় তোমাকে জানাই।

আহা এসেছ! এতক্ষণ কি ভুলে থাকতে হয়! জানতো, আমি তোমার, তবে কেন দূরে দূরে থাক্‌তে চাও—বল বল?

বল্‌বে না, বলো না—পরশ করেই থাক! আমি তোমার পরশভিখারী, আমায় পরশে বঞ্চিত কোরো না। পরশ-সাগরে আমায় অহর্নিশ ডুবায়ে রাখ। তোমার পরশ-সায়রে অহং চিরতরে ডুবে যাক্।

দেখ, তোমার এ পরশ সব-ভুলান! তুমি পরশ কর্‌লে আমি সব ভুলে যাই। কোথা দিয়ে কি করে এসে পরশ কর তা বুঝি না, আবার কোথা দিয়ে কখন চলে যাও তাও বুঝতে পারি না। আচ্ছা, কেন চলে যাও তুমি? আমাকে চিরদিন কেন ধরে থাক না?

হাঁ, ধরে থাকা না থাকা তো তোমার ইচ্ছা, আমার তাতে জোর কি? জোর নাই—জোর নাই, তাই বা কি করে বলি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি যখন তোমার, তুমি যখন আমার, তখন আমার খুব জোর আছে ! আমি জোর কেন করবো না ? এস, আমায় স্পর্শ কর ।

এই তো এসেছো, এই তো পরশ করেছো। আচ্ছা, এমন লুকিয়ে লুকিয়ে পরশ করে পালাও কেন ? তুমি কি চোর, যে এত লুকোচুরি করছ ?

একবার দেখা দাও ! আমি তোমার শরণাগত—আর দূরে থেকো না ! একবার দেখা দাও ! এস—এস, দেখা দাও। আচ্ছা বল, তোমার নবদূর্ব্বাদলসম কলেবর, তোমার চাঁদের মত মুখখানি, তোমার আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘ নয়ন দুটী—একি দেখতে ইচ্ছা করে না ! তবে তুমি কেন আস না, কেন দেখা দাও না ?

তোমার কোন দোষ নাই। নিশ্চয়ই আমার তেমন আগ্রহ নাই। আমার আগ্রহ, আমার আকুলতা থাক্‌লে তুমি স্থির থাক্‌তে কিছুতেই পারতে না।

তা এ আগ্রহ কার কাছে চাইতে যাবো ? তুমি আমায় তোমাকে দেখবার আগ্রহ দাও—দিয়ে দেখা দাও।

আমি তোমার শরণাগত, তুমি ছাড়া আর আমার অন্য গতি নাই, তুমি কৃপা কর। আচ্ছা, এ সব কি লিখি, তাতে তুমি হাস—কেমন ? অথবা তোমার কাছে এ পৌঁছায় না। না না তুমি সব দেখ, সব শোন—এই যে আমায় পরশ করছ।

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi